ডিজিটাল ছবি ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়া সম্পর্কে

ইসলামের বিধান

ডিজিটাল ছবি ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়া সম্পর্কে

ইসলামের বিধান

মূল

মাওলানা মুফতী ইহ্সানুল্লাহ শায়েক

মুফতী. জামিয়াতুর রশীদ আহ্সানাবাদ, করাচী, পাকিস্তান

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক

উসতাযুল হাদীস. দারুল উলূম রামপুরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

ডিজিটাল ছবি ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়া সম্পর্কে ইসলামের বিধান

মূল
মুফতী ইহসানুল্লাহ শায়েক

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ্ আল ফারূক

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঈ.

বর্ণবিন্যাস
মদীনা মাল্টিমিডিয়া : 01911 525070
E-mail : Faruque_q82@yahoo.com

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার, সাজ প্রকাশনী

একমাত্র পরিবেশক
মাকতাবাতুল আযহার
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 9881532 📱 : 01924 076365

মূল্য : ১৪০ [একশ' চল্লিশ] টাকা মাত্র

DIGITAL CHOBI O ELECTRIC MEDEA
SOMPORKE ISLAMER BIDHAN
Writer : Mufti Ehsanullah Shaeq..
Translated by : Abdullah Al Faruq.
Published by : Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 140.00 US $ 10.00 only.

E-mail : maktabatulazhar@yahoo.com

উ|ৎ|স|র্গ

নুসায়বা উম্মে উমারা

আমার আত্মজা।

আমার ঘর আলো

করে আসা সূর্য।

একদিন পৃথিবী

আলোকিত করবে;

সে প্রত্যাশায়।

নি বে দ ন

'ডিজিটাল ছবি ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়া সম্পর্কে ইসলামের বিধান' গ্রন্থটি পাকিস্তানের জামেয়া রশীদিয়া আহসানাবাদ করাচির ইফতা অনুষদের যিম্মাদার বিদগ্ধ লেখক মুফতী ইহসানুল্লাহ শায়েক রচিত ڈیجیٹل تصویر اور سی ڈی کے شرعی احکام গ্রন্থের সরল বাংলা অনুবাদ। ইতোপূর্বে আমরা গুণী এ লেখকের جدید معاملات کے شرعی احکام নামে ৭০০ বিশাল কলেবর সমৃদ্ধ একটি বইয়ের সরল অনুবাদ করেছি। 'আধুনিক লেনদেনের ইসলামী বিধান' নামে প্রকাশিত গ্রন্থটি পাঠকবর্গ সমাদরে গ্রহণ করেছেন। নির্দিষ্ট এই লেখকের দু'টি গ্রন্থ উপর্যপুরী অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণের নেপথ্যে দু'টি কারণ উদ্বুদ্ধ করেছে-

১. একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর এ বিশ্বে মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে; এমন প্রচুর সমস্যা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম সমস্যা দাঁড় করাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় সমস্যাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাণ্ড রূপ ধারণ করে। অথচ আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় সেই সামাজিক, বিশেষত অর্থনৈতিক আধুনিক সমস্যাগুলোর সঠিক সমাধানজ্ঞাপক বই-পুস্তকের প্রকট অভাব আমাদেরকে ভীষণভাবে ভোগাচ্ছে। আমাদের যাপিত প্রজন্মের পাকিস্তানী উলামায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করুন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের এ বিশেষ ময়দানের অবদান কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। সমসাময়িক আধুনিক বিভিন্ন মাসায়িল; বিশেষ করে পুজিবাদী অর্থনীতির আগ্রাসনের এই দুঃসময়ে ইসলামী সমাজ ও অর্থব্যবস্থার মুখপাত্র হয়ে তার যেই ভূমিকা রেখেছেন; তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সত্যিকার ধর্মীয় চেতনায় এগিয়ে এসে তারা প্রতিটি মাসআলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে হানাফী ফিকহের আলোকে তার যথাযথ সমাধান বের করে জাতির সামনে উপহার রূপে পেশ করেছেন।

২. গ্রন্থদু'টিতে প্রতিটি মাসআলা ও ফাতাওয়া হানাফী ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর আলোকে পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে সেই কিতাবাদীর ইবারত পৃষ্ঠা ও খণ্ড নম্বর সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা কিতাবদু'টিকে গুণীমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে।

আশাকরি, বাংলাভাষী দ্বীনদার ভাইয়েরা গ্রন্থদু'টির যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। সচেতন পাঠকমহলের চোখে কোনো বিভ্রাট পরিলক্ষিত হলে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে ইনশা আল্লাহ শুধরে নেয়া হবে।

অতিপ্রয়োজনীয় এ বইয়ের প্রকাশনার যাবতীয় দায়ভার তুলে নেয়ার জন্যে ভাই মাওলানা ওবায়দুল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কিতাব মুদ্রণ ও প্রকাশনার এই পিচ্ছিল জগতে তাঁর মতো জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত কদাচিৎ চোখে পড়ে। দ্বীন প্রচারের এই বিশেষ শাখার সাথে আল্লাহ তাঁকে বরাবর সম্পৃক্ত রাখুন। আমীন।

অনুবাদক

সূচিপত্র

ছবি তৈরির সূচনা কিভাবে হলো?

ছবি তৈরির ইতিহাসের শেকড় খুঁজে দেখলে পাওয়া যায় যে, মানবসৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই শয়তান মানবসম্প্রদায়ের সাথে শত্রুতা করে আসছে। শয়তান মানবজাতির চিরকালীন শত্রু। এই মানুষ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছে এবং জান্নাতের যোগ্য হয়েছে আর শয়তান আল্লাহর অবাধ্যতা করার কারণে ধিকৃত হয়ে নরকের কীট হতে চলেছে; এ জন্যে শয়তান পণ করেছে, যেভাবেই হোক সে মানব সম্প্রদায় থেকে প্রতিশোধ নেবেই নেবে।

তাই শুরু থেকেই শয়তান চেয়েছে, কোনোভাবেই মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর তাওহীদের ওপর রাখা যাবে না। তাকে সীরাতে মুসতাকীম হতে বিচ্যুত করতে হবে। মানুষ যেনো একমাত্র আল্লাহকেই লাভ ও লোকসান দাতা মনে না করে; সে যেনো কেবল তাকেই রুযিদাতা বিশ্বাস না করে; সে যেনো তাঁকেই প্রয়োজন পূরণকারী জ্ঞান না করে; সে যেনো শুধু তাঁকেই আরোগ্যদাতা না মানে; যে যেনো একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতাকে-ই প্রেম ও বৈরীতার মাপকাঠি বিশ্বাস না করে; এ জন্যে শয়তান যখন যা করার তখন তা-ই করতে উদ্যত থেকেছে। কেননা শয়তান ভালোভাবেই জানে যে, মানবকুল যতক্ষণ পর্যন্ত তাওহীদের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

তাই মানবজাতিকে ঈমানের নূর থেকে বের করে বিভ্রান্তির আঁধারে নিয়ে যেতে; জাতীয় ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করে সাম্প্রদায়িকতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে; শান্তি ও নিরাপত্তার সবুজ বলয় থেকে বের করে বিশৃঙ্খলা ও ফেতনার বিভীষিকাময় আগুনে পোড়াতে; একক ও অংশিদারহীন আল্লাহর ইবাদত থেকে বের করে বিভিন্ন দেবতা ও অবতারের গোলক ধাঁধাঁয় ফেলতে শয়তানের জন্যে প্রয়োজন ছিলো এই মানবজাতিকে মূর্তিপূজা ও শিরকির কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।

ছবি হলো মূর্তিপূজার হাতিয়ার

সেমতে শয়তান মানবজাতিকে মূর্তিপূজায় অভ্যস্থ করে তুলতে সর্বপ্রথম এ ছবিকেই হাতিয়ার ও মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। কেননা এ ছবিই মূর্তিপূজার প্রাথমিক রূপ। শয়তান এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যে, সৃষ্টির পর মানবজাতির কয়েকটি প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়ার পর সে কিছু লোকের কাছে গেলো। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের মাঝে যে অমুক অমুক বুযুর্গ ছিলেন, তাঁরা কেমন ছিলো'?

লোকেরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী উত্তর দিলো, 'তাঁরা খুবই মহৎ ছিলেন'।

তখন সে প্রশ্ন করলো, 'তাদের বিচ্ছেদের কারণে তোমাদের কি কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে'?

তারা উত্তর দিলো, 'খুবই মর্মন্তুদ ব্যথা হচ্ছে'।

শয়তান তখন প্রশ্ন করলো, 'তোমরা কি প্রতিদিন সেই মহান লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও'?

লোকেরা উত্তরে বললো, 'কেনো চাইবো না? কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব'?

শয়তান বললো, 'তোমরা তাদের ছবি বানিয়ে তোমাদের ঘরে বা পবিত্র কোনো স্থানে রেখে দাও। আর প্রতিদিন সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখো'।

শয়তানের এই শিক্ষা তাদের খুবই মনোপূত হলো। সবাই খুশির সাথে তা গ্রহণ করলো। যখন সেই প্রজন্ম পৃথিবী থেকে চলে গেলো, তখন শয়তান তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বললো, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণ সেই ছবিগুলোর খুবই সম্মান করতেন। কাজেই তোমরাও সেগুলোর সামনে মাথানত করো। এভাবে সে প্রবোধ দিয়ে দিয়ে মানবজাতির ভেতর মূর্তিপূজা ছড়িয়ে দিয়েছে। [কাসাসুন নাবিয়্যীন]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ذَكَرَتْ لِرَسُول
اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَة يُقَالُ لَهَـا مَارِيَـةُ،
فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنْ الصُّوَرِ. فَقَالَ رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ. _ صحيح البخاري :٤٢٤

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হযরত উম্মে সালামা রাযি. আবিসিনিয়ার একটি গির্জার কথা আলোচনা করেন। গির্জাটির নাম মারিয়া। তিনি সেই গির্জার ভেতর যে ছবি দেখতে পান, সে ছবির বিবরণও নবীজিকে অবহিত করেন। তার কথা শেষ হওয়ার পর নবীজি মাথা উঁচু করেন। এরপর বলেন, এটা কিতাবীদের কুসংস্কার। যখুনি তাদের মধ্য হতে কোনো সৎ লোক মারা যায়, তারা তার সমাধির ওপর উপসনালয় নির্মাণ করে এবং সেখানে তার ছবি স্থাপন করে। আর সেই ছবির মাধ্যমে মূর্তিপূজার দুয়ার খুলে যায়। এ জাতীয় লোকেরা আল্লাহর কাছে সর্বনিকৃষ্ট ও খুবই ঘৃণিত। [সহীহ বুখারী শরীফ]

এই মূর্তিপূজার সমূলে বিনাশ করে মানবজাতিকে তাওহীদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। সেই নবীগণ আপন আপন যুগে কুফর ও শিরকির মূলোৎপাটন করেছেন। মূর্তিপূজার বিনাশ করেছেন। মানবজাতিকে তাওহীদের হারানো শিক্ষার ওপর তুলে এনেছেন।

সবশেষে দোজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরীত হন। তিনিও মানবজাতিকে বিশুদ্ধ তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। মূর্তিপূজা থেকে বারণ করেছেন। ফিতরাত তথা প্রকৃতির স্বভাবজাত ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেহেতু শিরকির সূচনা ঘটে ছবি থেকে; এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর ভাষায় ছবির সমালোচনা করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىّ ومُسْلِم

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সবচে' বেশি শাস্তি দেবেন ছবি তৈরি কারীদেরকে। [বুখারী ও মুসলিম]

ছবি যেহেতু আপন পরিণতির বিচারে মারাত্মক গুনাহ; এ কারণে তার শাস্তিও হবে মারাত্মক।

সবচে' বড় জালিম কে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

قَال اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً. هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّته

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তার চে' বড় জালিম আর কে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়? সে যেনো একটি পিপীলিকা সৃষ্টি করে দেখায়, বা একটি দানা অথবা একটি যব সৃষ্টি করে দেখায়। [বুখারী ও মুসলিম]

আল্লাহ তাআলা ছবি তৈরিকে তার প্রভুত্ব ও সৃষ্টিকর্মে দখলদারিত্বের সমান অপরাধ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কাজেই ছবি তোলার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির বিশেষণের ক্ষেত্রে সদৃশ্য প্রদর্শণের মতো চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা। নিঃসন্দেহে এটি চরম অপরাধ।

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قالت : قال رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللّٰه. مُتَّفَقٌ عَلَيه

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকদের তুলনায় সে ব্যক্তিকেই সবচে' বেশি শাস্তি দেয়া হবে যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সদৃশ্য গ্রহণ করে।
[বুখারী ও মুসলিম]

ছবি সম্বলিত পর্দা ঝুলাতে নিষেধাজ্ঞা

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالت : قَدِمَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِنْ سَفرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هتكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجهُهُ، وقال : يَا عائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَــذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله. متفقٌ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফর থেকে বাড়ি এলেন। আমি তখন একটি ছবি সম্বলিত পর্দা খিলানের ওপর ঝুলিয়ে দিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে দেখার সাথে সাথে ফেড়ে ফেললেন। বললেন, 'কিয়ামতের দিন ওই সকল লোকের শাস্তি সবচে' বেশি হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টির বিশেষণ নিয়ে সদৃশ্য অবলম্বন করে'। [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আয়েশা রাযি. হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি একবার এমন একটি বালিশ ক্রয় করেন, যার ওপর ছবি আঁকা ছিলো। এরপর একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গৃহে আগমন করেন। তখন তাঁর দৃষ্টি সেই বালিশের ওপর নিবদ্ধ হতেই তিনি দরজায় থেমে গেলেন। ভেতরে প্রবেশ করলেন না। হযরত আয়েশা রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় চেহারায় তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করলেন। (এই অসন্তোষ ছিলো ছবি সম্বলিত বালিশের কারণে)। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা ছেড়ে তাঁর ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের দিকে আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আপনি আমাকে বলুন, আমি এমন কী গুনাহ করেছি যে, আপনি আমার ঘরে প্রবেশ করছেন না? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বালিশটি এখানে কেনো? কোত্থেকে পেয়েছো? হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমি আপনার জন্যে এ বালিশটি ক্রয় করেছি। যেনো আপনি যখন ইচ্ছা এর ওপর হেলান দিয়ে বসতে পারেন। আবার ইচ্ছা হলে শোয়ার সময়

মাথার নিচে রেখে দিতে পারেন। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রাখো– ছবি তৈরিকারীকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, তুমি যে ছবি বানিয়েছো, এখন তাতে প্রাণ দাও। সেটিকে জীবিত করো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেন, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। [বুখারী ও মুসলিম]

এ দুই হাদীস থেকে দু'টি শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম শিক্ষা হলো, গুনাহের স্থান; যেখানে ফেরেশতাগণ যান না, সেখানে আমাদের যাওয়াও ঠিক হবে না। কেননা যেখানে ফেরেশতারা যান না, সেটি আযাবের জায়গা। বিষয়টির ওপর পরে বিশদ আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো, যদি কোনো গুনাহের কাজ চোখে পড়ে অর্থাৎ শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজ ঘটতে দেখা যায়, আর সেই গুনাহের কাজ বন্ধ করার মতো শক্তি থাকে, তাহলে তা নিজের হাতে বন্ধ করা আবশ্যক। তার প্রতিবাদে ক্রোধ ও দুঃখও প্রকাশ করতে হবে। এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; যদ্বারা ফুটে ওঠবে যে, আল্লাহর বিধান লংঘণ হচ্ছে বলে আমি অসন্তুষ্ট। ছবি তৈরি করা এবং বিনা প্রয়োজনে তা ব্যবহার করাও অনেক বড় গুনাহ। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে সে পর্দা ছিড়ে ফেলেছেন। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো, ছবির প্রতি সে ধরণের ঘৃণা প্রদর্শন করতে হবে এবং বিনা প্রয়োজনে ছবির ব্যবহার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

রহমতের ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। [মিশকাত শরীফ]

উক্ত হাদীস থেকে বুঝে আসে, যে স্থানে ছবি থাকে; স্থানটি দোকান, আবাসিক ঘর, অফিস বা অন্য যে স্থানই হোক না কেনো; সেখানে যদি

ছবি থাকে; এই ছবি কোনো বুযুর্গের হতে পারে, কোনো ফাসেক-পাপাচারীর হতে পারে, বা নিজের ছবিও হতে পারে; মোটকথা, যদি কোনো প্রাণীর ছবি হয়, তাহলে সেখানে রহমতের ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন না। যদি সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করেন, তাহলে সেখানে তো পেরেশানি, রোগ-ব্যাধি, বরকতশূন্যতা ও তাবৎ অলক্ষুণে বিদঘুটে কাণ্ড-কারখানা ঘটবে-ই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

ছবি তৈরিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত–

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يقولُ : كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَة صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ. قال ابن عباس : فإنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوحَ فِيهِ. متفق عليه

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি ইরশাদ করতে শুনেছি– প্রত্যেক ছবি তৈরি কারী জাহান্নামে যাবে। দুনিয়াতে থাকাকালে যে সব ছবি তৈরি করবে, জাহান্নামে সেই ছবিগুলোর ভেতর আল্লাহ প্রাণ দিয়ে দেবেন; সেগুলোর সাহায্যে তাকে আযাব দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যদি তোমাকে ছবি তুলতেই হয়, তাহলে গাছের ছবি তোলো বা এমন জিনিসের ছবি বানাও, যার মাঝে প্রাণ নেই।

[বুখারী ও মুসলিম]

বুঝা গেলো, যার প্রাণ আছে, এমন জিনিসের ছবি তোলা নিন্দিত ও গর্হিত কাজ। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর বাইরে প্রাণহীন বৃক্ষ-লতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঝর্ণা সমুদ্র ইত্যাদির ছবি তোলা বা তৈরি করার ইসলামী শরীয়তে অনুমতি রয়েছে।

নবী করীম সা. ছবি সম্বলিত স্থান এড়িয়ে যেতেন

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতঋদ্ধ অভ্যাশ ছিলো, তিনি এমন স্থান এড়িয়ে যেতেন, যেখানে ছবি রয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছবি সম্বলিত কোনো জিনিস রাখতেন না। পেলেই ভেঙ্গে ফেলতেন। [মিশকাত শরীফ]

অতএব বুঝা গেলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি তৈরি করাকে খুব বেশি ঘৃণা করতেন। বিষয়টি নবীজির বিভিন্ন কথা ও কাজ থেকে পরিষ্কার ফুটে ওঠেছে।

ছবি তৈরি হারাম

ইসলামি শরীয়তের মুখপাত্র ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, প্রাণীর ছবি তৈরি করা উম্মতের ঐক্যমত্যে হারাম। বিভিন্ন মাযহাবের রেফারেন্স গ্রন্থসমূহে বিষয়টি প্রমাণ সহকারে বিবৃত রয়েছে। আমরা এখানে শুধুমাত্র শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুহিউদ্দীন নববী শাফেয়ী রহ.এর একটি কথা পেশ করছি। তিনি লিখেছেন,

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير.

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام، وان كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله، ولافرق فى هذا كلّه بين ماله ظل ومالاظل له، هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثورى ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل، ولابأس بالصور التى ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذى أنكر النبى صلى الله عليه و سلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل صورة. – شرح النووي على صحيح مسلم، صـــ : ١٩٩، جـــ : ٢

আমাদের শাফেয়ী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম সহ অন্যান্য মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, কোনো প্রাণীর ছবি তৈরি করা সাংঘাতিক পর্যায়ের হারাম ও কবীরা গুনাহ। এ কারণে এর ওপর কঠিন ধিক্কার এসেছে। যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। যদি ছবিটিকে পদদলিত বা লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যেও তৈরি করা হয়ে থাকে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়ে থাকে, তবুও তা হারাম। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বিশেষণ নিয়ে টানাহেচড়া করা হয়। এই ছবিটি কাপড়ে বা বিছানায় অথবা দেরহাম, দীনার, পয়সা, পাত্র, দেয়াল অথবা অন্য কোনো জিনিসের ওপর; যেখানেই তৈরি করা হোক; হারাম। অবশ্য গাছ, উদ্ভিৎ সহ বিভিন্ন প্রাণহীন বস্তুর ছবি তৈরি করা জায়েয।

উক্ত বিধানের ক্ষেত্রে ছায়া বিশিষ্ট (প্রতিমা) ও ছায়া হীন অঙ্কিত ছবির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। (উভয়টাই সমান ভাবে হারাম)। সংক্ষেপে এটাই আমাদের মাযহাবের সারাংশ।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী উলামায়ে কেরাম; যথা, সুফিয়ান সাওরী, মালেক ও আবু হানীফা রহ.এরও এটাই অভিমত।

অতীতের কতিপয় ব্যক্তিত্ব হতে বর্ণিত আছে যে, দেহ বিশিষ্ট ছবি নিষিদ্ধ। কিন্তু ছায়াহীন চিত্র হলে জায়েয।

তাদের এই অভিমত পরিত্যাজ্য। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পর্দার ছবি দেখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন; নিঃসন্দেহে সেই ছবি ধিকৃত ও নিন্দিত ছিলো। অথচ সেই ছবির কোনো ছায়া ছিলো না। এছাড়াও অন্যান্য হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, এই নিষেধাজ্ঞা ছায়াবিশিষ্ট ও ছায়াহীন প্রতিটি জিনিসের ওপর প্রজোয্য।

[শরহে মুসলিম]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন,

وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم. – عمدة القاري : ٧٠/٢٢

তাওযীহ নামক কিতাবে রয়েছে, আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ সহ অন্যান্য মাযহাবের উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, প্রাণীর ছবি হারাম। এটি অন্যতম কবীরা গুনাহ। চাই তা লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তৈরি করা হোক; সর্বাবস্থায় হারাম। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বিশেষণ নিয়ে টানাহেচড়া

করা হয়। এই ছবিটি কাপড়ে বা বিছানায় অথবা দেরহাম, দীনার, পয়সা, পাত্র, দেয়াল অথবা অন্য কোনো জিনিসের ওপর; যেখানেই তৈরি করা হোক; হারাম। অবশ্য গাছ, উদ্ভিৎ সহ বিভিন্ন প্রাণহীন বস্তুর ছবি তৈরি করা জায়েয।

উক্ত বিধানের ক্ষেত্রে ছায়া বিশিষ্ট (প্রতিমা) ও ছায়াহীন অঙ্কিত ছবির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। (উভয়টাই সমানভাবে হারাম)। উলামায়ে কেরাম উক্ত অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরী ও আবু হানীফা রহ.এরও এটাই অভিমত। [উমদাতুল কারী শরহে বুখারী]

ছবির অভিশাপ ব্যাপক হয়ে গেছে

ফিকাহ বিশ্লেষকগণ বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা হারাম অভিহিত করেছেন। সেদিকে তাকানো বা দেখানোর জন্যে ঘরে বা অন্য কোনো দর্শনীয় স্থানে ছবি স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ ও নিন্দিত রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু আফসোস...!

আজ আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের কোনো আয়োজন –চাই তা আনন্দ-উৎসবের হোক অথবা বেদনা ও শোকাবহ হোক– এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। কেমনযেনো আমরা ছবিকে জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ বানিয়ে নিয়েছি। একে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন ও মরণ আবর্তিত হচ্ছে। যদি আমাদের কোনো অনুষ্ঠানের ছবি না তোলা হয় বা ভিডিও না করা হয় কিংবা মুভি তৈরি না করা হয়, তাহলে আমরা সেই অনুষ্ঠানকে অপূর্ণ মনে করি। অনুরূপ যদি আমাদের বাড়ি–ঘর, অফিস-দফতরে শোকেসের ভেতর বা দেয়ালে যদি এক-দু'টি ছবি না ঝুলাই, তাহলে সেগুলোকে কেমনযেনো অপূর্ণ ও শূন্য মনে করি। শিশুদের হাতে খেলনা দিতে গেলে, সেগুলোও প্রতিমা হওয়া চাই। যদি আমাদের ব্যবসায়িক পণ্যের জন্যে বিজ্ঞাপন তৈরি করি, তাহলে সেটিতেই ছবি থাকা চাই। যদি বিজ্ঞাপনে ছবি না থাকে, তাহলে আমরা মনে করি, এ পণ্য মার্কেটে চলবে না। তাও হতে হবে কোনো নারীর নগ্ন ছবিবিশিষ্ট। ইন্না

লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। যে জিনিসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতশূন্য ও অলক্ষুনে অভিহিত করেছেন; যার উপস্থিতি আল্লাহ তাআলার রহমতের অবতরণকে বন্ধ করে দেয়; যার মাধ্যমে শিরক ও মূর্তিপূজোর সূচনা হয়, আজ সেই ছবিকে আমরা গলার অলংকার বানিয়ে নিয়েছি। সেটিকেই আমরা সম্মান ও অসম্মানের মাপকাঠি মনে করছি। এরচে' বড় কথা হলো, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রচারমাধ্যম ও টিভি ইত্যাদিতেও ছবির প্রদর্শনী বেশির থেকে বেশি আকারে করার প্রয়াস চলছে। সাধারণ মানুষ তো পরের কথা, উলামায়ে কেরামও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

যদি পত্রিকা বা প্রচারযন্ত্রের শিরোনামে বড় আকারের ফটো না আসে, তাহলে তার প্রতিবাদ করা হচ্ছে। যদি কোথাও কোনো জলসা বা অনুষ্ঠান হয়, তাহলে পূর্ব থেকেই তার জন্যে ছবি তোলার ব্যবস্থাপনা করে রাখা হচ্ছে। এর চে' দুঃখের কথা হলো, কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক ম্যাগাজিনও আজ নগ্ন ছবি ছাড়া আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারছে না।

এখন তো অনেক আলেমের মনে শখ জাগছে, তিনিও টিভির শোভা হওয়ার চেষ্টা করছেন। তাজ্জবের বিষয় হলো, নৃত্য ও গানের এই আস্তাকুড়, নগ্নতা ও বেহায়াপনার এই প্রচারযন্ত্রকে আজ দ্বীনের প্রচারের মাধ্যম অভিহিত করা হচ্ছে। এটি আত্মপ্রবঞ্চনা নয় তো কী?

হায় মুসলিম উম্মাহ! আজ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে? ইসলামী শরীয়তের বিধানকে আজ কীভাবে পদদলিত করা হচ্ছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকে আজ কীভাবে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কবির ভাষায়,

چوں کفر از کعبہ خیزد کجا ماند مسلمانی

'কা'বা যদি হয় কুফরিকেন্দ্র,
মুসলমানিত্ব কোথায় রবে?'

আত্মজিজ্ঞাসা করুন!

আমার কথাগুলো নিবেদন করার উদ্দেশ্য হলো, আজ আমাদেরকে আমাদের জীবনের ওপর নতুন করে দৃষ্টি বুলাতে হবে এবং নিজেদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপরাধগুলো সম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। বিশেষকরে ছবির ব্যাপারে আমরা যেসব ভুল-ত্রুটি করে বেড়াচ্ছি এবং যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনাকে অবহেলা করছি, তাথেকে আমাদের যেনো তাওবা করতে হবে এবং সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ছবিগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে। ঘরে, দোকানে ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে যেই ছবিগুলো ঝুলানো আছে; সেগুলো নামিয়ে ফেলতে বা নিশ্চিহ্ন করতে হবে। বিয়ে-শাদী সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি তোলা ও ভিডিও তৈরি করাকে পরিহার করতে হবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে ছবি প্রকাশ বন্ধ করতে হবে। যদি ছবিযুক্ত কোনো জিনিস ক্রয় করতে হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছবি মুছে ফেলতে হবে। শোরুম ও শোকেস মূর্তি দিয়ে সাজানোর এই গর্হিত কাজ বন্ধ করতে হবে। শিশুদের জন্যে খেলনা কেনার সময় প্রাণীর ছবিযুক্ত জিনিসগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। শিশুদের মনে শৈশব থেকেই ছবির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। ছবিযুক্ত স্থানগুলো সচেতনতার সাথে উপেক্ষা করতে হবে। যদি এ জাতীয় কোনো স্থানে আমাদেরকে যেতেও হয়; তাহলে নিদেনপক্ষে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। অন্যদের কাছেও এই বিষয়গুলো ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বোধ দান করুন। শরীয়তের সাচ্চা অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিন। অবাধ্যতা ও গোয়ার্তুমি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.এর শৈশবের ঘটনা। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁকে সাথে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে একটি কুকুর সাথে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটির সাথে লোকটিকে খুবই ঘনিষ্ঠ হতে দেখলেন। কেমনযেনো তাদের মাঝে খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। হযরত শাহ সাহেব পিতার কাঁধে থেকেই বললেন, ও মিয়া! কুকুরের সাথে যদি তোমার এমনই প্রেমময় সম্পর্ক থাকে, তাহলে তো তোমার কাছে রহমতের ফেরেশতা আসবে না। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। [মিশকাত শরীফ]

ওই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, আরে বেটা! তাহলে তো ভালোই হলো। ফেরেশতা যদি না আসে, তাহলে মৃত্যুও আসবে না। তবে আমি মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম। হযরত শাহ সাহেব এতো ছোট হওয়া সত্ত্বেও লোকটির মুখের ওপর উত্তর দিলেন যে, আরে মিয়া! তুমি কোন ধোকায় আছো! মৃত্যু থেকে তো কেউই নিষ্কৃতি পাবে না। সময়মতো সে ঠিকই হাজির হবে। তবে পার্থক্য হলো, তোমার কাছে রহমতের ফেরেশতা আসবেন না। তোমার প্রাণ নেয়ার জন্যে ওই ফেরেশতাই আসবেন, যিনি সাধারণত কুকুরের প্রাণ নিয়ে থাকেন। হযরত শাহ সাহেবের এই বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে লোকটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো।

শিক্ষা

ঘটনাটি থেকে প্রথমত এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শিশুদেরকে দ্বীনের আলোয় প্রতিপালিত করা খুবই জরুরী। তাদেরকে শৈশব থেকেই

ইবাদতের ওপর উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। এসময় থেকেই তাদের মনে গুনাহের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব তৈরি করতে হবে। হযরত শাহ সাহেবের প্রতি তাঁর পিতার যথাযথ প্রশিক্ষণদানের ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি লোকটির কুকুরের সাথে প্রীতিময় সম্পর্ক দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। সাথে সাথেই লোকটিকে সতর্ক করেছেন। মহান আল্লাহ প্রত্যেক বাবা-মাকে এভাবে সন্তান গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন।

দ্বিতীয় কথা হলো, প্রত্যেক মুসলমানের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবগুলো নির্দেশনা আপন তনু-মন থেকে প্রিয় হতে হবে। হযরত শাহ সাহেবের ব্যক্ত করা হাদীসে যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর সম্পর্কে ধিক্কার জানিয়েছেন, তদ্রুপ ছবি সম্পর্কেও অনুরূপ কঠিন তিরস্কার করেছেন। উক্ত হাদীস ছাড়া আরো অনেক হাদীসেও এ সম্পর্কে মারাত্মক নিন্দে এসেছে। যার অন্যতম প্রকাশ হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যারা ছবি তৈরি করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চরম শাস্তি দেবেন। হাদীসটি আরবী বাক্যসহ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন মিশকাত শরীফ।

এধরণের ভীতিপ্রদ তিরস্কার সত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝে কোনো রূপ ভয়-ভীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তারা নিজেদের বাড়ি–ঘর, দোকান–পাট, ড্রয়ংরুমে দেদারছে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি সাজাচ্ছে। কোনো স্থানে এক-দু' ব্যক্তি একত্র হলে সাথে সাথে বেশ গুরুত্বের সাথে ফটো তুলে রাখছে। যৎসামান্য যাও বাকি ছিলো, মোবাইল ফোন এসে তাও পূরণ করে দিয়েছে। কোনো জিনিসের জন্যে মনোগ্রামের প্রয়োজন পড়লেই সুন্দর সুন্দর প্রাণী এমনকি নগ্ন নারীদেহ নির্বাচন করা হচ্ছে। হে আল্লাহ! আপনি মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। তাদের মনে আখেরাতের চিন্তা ঢুকিয়ে দিন। তাদেরকে সকল প্রকার গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফীক দান করুন। বিশেষকরে ছবির অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করুন।

হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

একবার হযরতের দরবারে দক্ষিণ নাযিমাবাদ থেকে জনৈক ব্যক্তি এলো। বয়স্ক মানুষ। সাদা ধবধবে চুল। বাহ্যিকভাবে বেশ দ্বীনদার মনে হলো। প্রচুর অর্থ–বিত্তের মালিক। হযরতের সাথে বেশ দূরের কোনো আত্মীয়তা রয়েছে; বলে জানালো। লোকটি হযরতের কাছে তার ছেলের বিয়ে পড়িয়ে দেয়ার এবং বরযাত্রী হওয়ার আবেদন করলো।

হযরত বললেন, 'বর্তমানের বিয়ের আসরগুলোতে ছবি তোলার মহামারী ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে গেছে। এজন্যে আমি সেখানে অংশগ্রহণ করি না'।

লোকটি ছবি না তোলার নিশ্চয়তা দিলো। হযরত বললেন, 'যদি বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালে কোনো ছবি তোলা হয় তাহলে আমি কিন্তু মাঝপথ থেকেই তোমাদেরকে ছেড়ে উঠে যাবো। এখনই চিন্তা–ভাবনা করো। পরবর্তীতে কোনোভাবে হেনস্তা হলে আমায় কিছু বলতে পারবে না'।

লোকটি এরপরও পূর্ণ নিশ্চয়তা দিলো। সে দৃঢ়তার সাথে বললো যে, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। কোনোভাবেই ছবি তুলতে দেয়া হবে না।

হযরত মুফতী সাহেব লোকটি সাথে গেলেন। দক্ষিণ নাযিমাবাদ থেকে শুষ্কপথে বরযাত্রীদল মনোড়া পৌঁছুলো। নৌবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেনের মেয়ের সাথে বিবাহ হবে। মনোড়া পৌঁছার পর দেখা গেলো যে, একটি বিশাল মাঠে অনেক বড় শামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকজন ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শয়তানের এই সবগুলো হাতিয়ার তাদের কাছ থেকে নিয়ে আমার কাছে সোপর্দ না করা হবে; ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শামিয়ানার নিচে যাবো না। যেহেতু এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। এজন্যে হযরত বললেন, আমি অমুক মসজিদে চলে যাচ্ছি। আপনারা অনুষ্ঠান শেষে ফেরার সময় আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন। লোকটি হযরতকে খুব তোষামোদ করলো যে, আমরা আপনার দিকে তাকিয়ে বিয়ে পড়ানোর জন্যে অন্য কারো ব্যবস্থা করিনি। ঠিক আকদের মুহূর্তে বিয়ে

পড়ানোর জন্যে দ্বিতীয় কাউকে ব্যবস্থা করা খুবই মুশকিল। আর এতে আমার বেইজ্জতি হবে।

হযরত বললেন, 'যা–ই ঘটুক; বিয়ে পড়ানো তো দূরের কথা; আমার পক্ষে এই শামিয়ানার ভেতরেই যাওয়া সম্ভব না'।

কথাগুলো বলে হযরত ওই মসজিদে চলে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর হযরতের মনে হলো যে, এ জাতীয় লোকদের সঙ্গি হওয়াও তো জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

তখন হযরত সেখান থেকে উঠে লঞ্চযোগে কেমাড়ি পৌছুলেন। ওখান থেকে একটি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে এলেন।

পরবর্তী দিল সেই লোক হযরতের কাছে এসে বললো, আমরা ফেরার সময় আপনাকে অনেক খুজেছি। না পেয়ে খুবই পেরেশান হয়েছি। হযরত বললেন, 'এটি হলো তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল'।

একটি মাসআলা

হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ. প্রায় সময় ছবি সম্পর্কিত একটি মাসআলা সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করতেন। তা হলো, অধিকাংশ উলামা ও দ্বীনদার লোকেরা মনে করে থাকেন যে, কোনো মজলিসে যদি ছবি তোলা হয়, তাহলে তারা কোনো কিছুর আড়ালে মুখ লুকান অথবা মাথা নত করেন কিংবা সামনে রুমাল জাতীয় কোনো জিনিস ঝুলিয়ে দিয়ে চেষ্টা করেন যে, তাদের ছবি যেনো না ওঠে। আর তারা মনে করেন যে, এতটুকু করার কারণে গুনাহ থেকে বেঁচে গেছেন। আদতে এটি ভুল। সঠিক মাসআলা হলো, যদি দাওয়াতের স্থানে পৌছানোর পূর্বে অবহিত হওয়া যায় যে, সেখানে কোনো গুনাহ হবে, তাহলে এ ধরণের দাওয়াতে যাওয়া জায়েয নয়। আর যদি সেই স্থানে চলে আসার পর অবহিত হয়, তাহলে সেখানে বসে থাকা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় উঠে চলে যাওয়া ফরয। সাধারণ মানুষ ও আলেম-মুত্তাকী; প্রত্যেকের ক্ষেত্রে উক্ত দুই অবস্থায় এই বিধান সমানভাবে কার্যকর। আর যদি দাওয়াতের

মজলিসে গুনাহ না হয়ে অন্য কোনো মজলিসে গুনাহ হয়, তাহলে এধরণের মজলিসে সাধারণ ব্যক্তির জন্যে বসার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু আলেম ও মুত্তাকী ব্যক্তির জন্যে এমতাবস্থায়ও সেখানে বসে থাকা নাজায়েয। সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া ফরয। এ কারণে যদি কোনো আলেম ব্যক্তি কোনো ভাবে নিজের ছবি তুলতে নাও দেয়, আর এরপরও সে মজলিসেই বসে থাকে, তাহলে সে কবীরা গুনাহর মাঝে সম্পৃক্ত থেকে গেলো এবং হারাম কাজে অংশগ্রহণকারীদের একজন হয়ে রইলো।

[আনওয়ারুর রশীদ হতে সংগ্রহীত]

ফটোগ্রাফীর বেতনের বিধান

ফটোগ্রাফি অর্থাৎ ছবি তোলার পেশা গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এ পেশা পালন করার মাধ্যমে যা আয় হবে; সেটাও হারাম। তবে নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি তোলা শরীয়তমতে জায়েয। এর মাধ্যমে যা আয় হবে; সেটা হালাল।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إذ جاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُعَذِّبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْس بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا. قَالَ فَرَبَا لَهَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. رواه البخاري.

হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রহ. বলেন, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলো, হে ইবনে আব্বাস! আমার অবস্থা হলো, আমাকে দু' হাতের উপার্জন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। আমি ছবি তৈরির কাজ করি। (আমার এ উপার্জন কি হালাল হবে?)। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তার উত্তরে বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে একটি হাদীস শোনাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর ছবি বানাবে; ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিয়ে যাবেন, যতক্ষণ না সে ওই প্রাণীর ভেতর রূহ ফুঁকবে। কিন্তু ওই ব্যক্তি কোনোভাবেই সে ছবির ভেতর প্রাণ সঞ্চার করতে সমর্থ হবে না।

হাদীসটি শোনার পর ওই লোক ভীত–সন্ত্রস্থ হয়ে গেলো। তার চেহারা হলুদ হয়ে গেলো। তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, যদি তোমাকে ছবি বানাতেই হয়, তাহলে তুমি বৃক্ষ ইত্যকার নিস্প্রাণ বস্তুর ছবি তৈরির পেশা অবলম্বন করো। [সহীহ বুখারী শরীফ]

ছবি বিশিষ্ট সাইকেলে আরোহন করা

অনেক সময় প্রয়োজনের কারণে ভাড়া করা সাইকেলে চড়তে হয়। এ ধরণের সাইকেলের বিভিন্ন কব্জা ও যন্ত্রাংশের ওপর দুই মহিলার ছবি খোদাই করা থাকে। এধরণের সাইকেলে আরোহন করার শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদন নেই। তবে যদি ছবি বিহীন সাইকেল না পাওয়া যায়, আর তীব্র প্রয়োজনও দেখা দেয়, তাহলে অনুমতি রয়েছে। এমতাবস্থায় সেই ছবি কোনো জিনিস দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে যথাসম্ভব সেই ছবির দিকে তাকানো থেকে নিজের দৃষ্টিকে সংযত করতে হবে। [আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/১৯৬]

ছবির হারাম হওয়া অস্বীকারকারী ফাসেক

ছবি হারাম; এ কথা যদি কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহলে সে ফাসেক। তবে তাকে কাফের বলা যাবে না। কেননা কাফের তখুনি বলা যাবে, যখন কোনো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারামকে হালাল মনে করবে। যেমনটি ফাতাওয়ায়ে আলমগীরির মাঝে রয়েছে,

إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا كانت الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ أَمَّا إِذَا كانت بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فَلَا يَكْفُرُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وفي ثبوت تواتره او الاجماع على حرمته تامل وان ثبت الاجماع على

حرمة ماله ظل ولكن لا يكفر منكر كل اجماع. – الفتاوى الهندية : ١٦٤/٣

والتفصيل في حاشية نور الأنوار تحت قوله "فيكفر جاحده". بحث "الاجماع"

صـ ٢٢١-٢٢٢

ফটোকে আয়নার ওপর কিয়াস করা ভুল

অনেকের ধারণা হলো, হাত দিয়ে আঁকা ছবি তৈরি করা ও ঘরে রাখা হারাম। কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলা ও সে ছবি ঘরে রাখা হারাম নয়। তারা এ দলিল পেশ করে যে, ফটো আয়নারই মতো এক ধরণের প্রতিবিম্ব।

হযরতুল আকদাস মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এটি একটি অসামাঞ্জস্যপূর্ণ অনুমান। কেননা আয়নার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন আয়নার সামনে থেকে সরে যায়, তখন তার প্রতিবিম্বও চলে যায়। পক্ষান্তরে ফটোর ভেতর সেই দৃশ্য থেকে যায়, রয়ে যায়। দ্বিতীয় কথা হলো, আয়নার ভেতর মানবীয় শিল্পের দখলদারিত্ব নেই। অথচ ফটোর ভেতর মানবসৃষ্টি ক্যামেরা –অর্থাৎ ফটো তোলার যন্ত্রের হাত রয়েছে। কাজেই হাতে তৈরি ছবির ক্ষেত্রে যে বিধান প্রজোয্য, ক্যামেরার ফটোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রজোয্য হবে। [ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৪/২৫৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছবি

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ছবি তৈরি করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে বিযুক্ত করে বলে যে, এটি সরকারে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছবি; তাহলে এর বিধান কী?

প্রথমত আমাদের জেনে নিতে হবে, যে কোনো প্রাণীর ছবি তৈরি করা হারাম। এই ছবি কাঠ দিয়ে তৈরি করাও হতে পারে; বা মাটি, লোহা, স্বর্ণ বা অন্য কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি করা হতে পারে; ফিল্ম অথবা কাগজ বা তক্তার ওপর বসানো হতে পারে; অথবা মেশিন দিয়ে প্রতিবিম্ব নেয়া হতে পারে। মোটকথা, যেভাবেই হোক; শরীয়তমতে জায়েয হবে না। এধরণের

ছবি তৈরিকারীর ওপর হাদীস শরীফে কঠিন শাস্তির কথা এসেছে। কাজেই এ জাতীয় ছবি ঘরে রাখা এবং রুমের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে স্থাপন করাও জায়েয হবে না।

অপর দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছবি তৈরি করা খুবই মারাত্মক অন্যায়। এটি মৌলিকভাবে তাঁর সাথে চরম অশিষ্টাচার ও প্রকাশ্য বিরোধিতার নামান্তর। এভাবে যে, তিনি যখন নিষেধ করেছেন, কাজেই এসো, তার ছবি-ই বানাই। (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই)।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি চরম অন্যায়। কাজেই নিজের মনের ভেতর একটি কল্পিত চিত্র অঙ্কণ করে সেটিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে যুক্ত করা সাংঘাতিক অপবাদ। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ছাড়া কিছুই নয়। এ কাজের একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম। [ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ৫/১১১]

রাসূলের শানে ঔদ্ধত্বপ্রদর্শনকারীদের করূণ পরিণতি

আমরা যদি অতীতে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাবো, ইতিহাসের বিস্তৃত পাতায় রাসূলের শানে ঔদ্ধত্ব প্রদর্শণকারীদের জীবনে করূণ পরিণতি নেমে আসার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ঔদ্ধত্ব প্রদর্শনকারীদের কখনোই ক্ষমা করা হয়নি।

সে সময়কার সুপার পাওয়ার ইরানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট খসরু পারভেজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পেয়ে অহঙ্কারের অহমিকায় সেই পত্র ছিড়ে ফেলেছিলো। পত্রবাহক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাযি.কে তার দরবার থেকে বের করে দিয়েছিলো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ঔদ্ধত্বপ্রদর্শনকারী এই অহঙ্কারী সম্রাট নিজের সন্তানের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। অবশেষে চারশ' বছর ধরে দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে শাসনকারী এই মহাক্ষমতাধর রাজশক্তি মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয় টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

আরবের ধনকুব ইয়াহুদি কবি কা'ব ইবনে আশরাফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিয়ষী স্ত্রীদেরকে নিয়ে কটুক্তি করেছিলো। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে ঔদ্ধত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলো। অবশেষে হযরত আবূ নায়েলা, আব্বাদ ইবনে বিশর ও হযরত আবূ আবাসকে সাথে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. এই নরাধমকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

এই কা'ব ইবনে আশরাফের এক বন্ধুর নাম আবূ রাফে'। লোকটি উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর প্রথম স্বামীর ভাই। বেশ ধনাঢ্য ছিলো। এই লোকটি তার বন্ধুর সাথে মিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটুক্তি করতো। খায়বারে তার নিজস্ব একটি মজবুত কেল্লা ছিলো। সেখানে সে কঠিন নিরাপত্তা বলয়ের ভেতর বসবাস করতো। খাযরাজ গোত্রের আনসারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. হযরত মাসঊদ ইবনে সিনান ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি.কে সাথে নিয়ে চরম সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে নরকের এই কীটকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেন।

ইতিহাসের সেই অনিরুদ্ধ ধারাবাহিকতায় অন্ধ সাহাবী হযরত উমায়ের ইবনে আদী রাযি. عصماء [আসমা] নামক এই মহিলা ইয়াহুদী কবিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটুক্তি করার অপরাধে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে তার লীলা সাঙ্গ করে দেন। একই অপরাধে হযরত সালেম ইবনে উমায়ের রাযি. বনূ আমর ইবনে আউফের আবূ ইফক নামক নরাধম কবিকে তার উঠোনেই হত্যা করেন।

মককা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল অপরাধীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু চারজনের নাম জানিয়ে দেয়া হয়; যাদের জন্যে যেখানে পাওয়া যাবে; সেখানেই হত্যা করার নিদের্শ জানিয়ে দেয়া হয়। এদের একজন হলো, ইবনে খতল। যার অপরাধ হলো, এই নরাধম নিজে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে চরম ঔদ্ধত্ব প্রদর্শণমূলক মন্তব্য করে বেড়াতো, তদ্রুপ দু'জন দাসী ক্রয় করেছিলো, যাদেরকে দিয়ে সে গান করিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটুক্তি করাতো। হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাযি. নিজ হাতে এই নরকের কীটকে হত্যা করেন।

এভাবে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যারাই তাঁকে নিয়ে কটুক্তি করেছে, তাদের কাউকেই ক্ষমা করা হয়নি। প্রত্যেককে তার নিকৃষ্ট কর্মের প্রতিফল সাথে সাথে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

কাজেই এ যুগেও যারা কল্পিত ছবি বানিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সংযুক্ত করে প্রচার করবে, তারাও ঔদ্ধত্ব প্রদর্শনকারীদের একজন বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় ব্যক্তি দুনিয়াতে যেমন লাঞ্ছিত হবে, তেমনি পরকালেও তাদের জন্যে থাকবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

হাতের ওপর ছবি খোদাই করা

অনেক লোক হাতের মতো ছবি অংকন করিয়ে থাকে। তাদের এ কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। সম্পূর্ণ হারাম। এ ধরণের ব্যক্তির নিজের কৃতকর্মের ওপর তওবা করতে হবে। যদি কেউ এমতাবস্থায় নামায পড়ে ফেলে, তাহলে তার বিধান হলো, যেহেতু তৎক্ষণাৎ তা উঠিয়ে ফেলা কঠিন, এজন্যে নামায হয়ে যাবে। তারপরও তাকে চেষ্টা করতে হবে যে, ছবি সম্পূর্ণ রূপে না ওঠা পর্যন্ত কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে রাখবে।

[ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ২/১২৮]

ছবির ওপর সেজদা করা

যদি জায়নামাযে সেজদার স্থলে ছবি থাকে, তাহলে এ ধরণের জায়নামাযের ওপর নামায পড়া মাকরুহ। এই ছবির ওপর সেজদা করলে মারাত্মক পর্যায়ের কারাহাত হবে। [ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১৬/৩০৮]

ছবি বিশিষ্ট স্থানে নামায আদায়ের বিধান

অনেক লোকে ঘরে বা দোকানে দর্শনীয় করে ছবি ঝুলিয়ে রাখেন। অনেকেই প্রতিমা বা স্ট্যাচু বানিয়ে স্থাপন করেন। এই ছবি বা প্রতিমা মানুষ, ঘোড়া; যার-ই হোক– তা রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে না জায়েয। এ ধরণের কাজ করলে গুনাহ হবে। এ জাতীয় স্থানে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি। পুনরায় সেই নামায আদায় করা ওয়াজিব।

وفي مكروهات الصلوة من التنوير (وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ) ذِي رُوحٍ ، وَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ (بِحِذَائِهِ) يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً أَوْ مَحَلَّ سُجُودِهِ (تِمْثَالٌ) وَلَوْ فِي وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ لَا مَفْرُوشَةٍ (وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا كَانَ) التِّمْثَالُ (خَلْفَهُ وَالْأَظْهَرُ الْكَرَاهَةُ و) لَا يُكْرَهُ (لَوْ كَانَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) أَوْ مَحَلَّ جُلُوسِهِ لِأَنَّهَا مُهَانَةٌ (أَوْ فِي يَدِهِ) عِبَارَةُ الشُّمُنِّيِّ بَدَنِهِ لِأَنَّهَا مَسْتُورَةٌ بِثِيَابِهِ (أَوْ عَلَى خَاتَمِهِ) بِنَقْشٍ غَيْرِ مُسْتَبِينٍ.

وفي قضاء الفوائت من الشامية عن البحر : فَالْحَاصِلُ أَنَّ من تَرَكَ وَاجِبًا من وَاجِبَاتِهَا أو ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا تَحْرِيمِيًّا لَزِمَهُ وُجُوبًا أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِلَا إعَادَةٍ أَثِمَ وَلَا يَجِبُ جَبْرُ النُّقْصَانِ بَعْدَ الْوَقْتِ فَلَوْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ. – رد المحتار، باب قضاء الفوائت

ছবিবিশিষ্ট পোশাক

বর্তমান যুগে অনেক কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা থাকে। অনেক যুবককে এ জাতীয় কাপড় পড়ে নামায আদায় করতে দেখা যায়। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এ জাতীয় কাপড় পরিধান করা নাজায়েয। কাজেই ছবিযুক্ত পোষাতে নামায আদায় করা মাকরুহে তাহরীমি। –প্রাগুক্ত উদ্ধৃতি

ছবিযুক্ত গেঞ্জি

এমন অনেক গেঞ্জি রয়েছে, যার ওপর বিভিন্ন খেলোয়াড় বা অন্য কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কিত থাকে। শুধু এধরণের গেঞ্জি পরে নামায আদায় করা মাকরুহে তাহরীমি।

আর যদি সেই গেঞ্জির ওপর জামা পরিহিত থাকে, তাহলে সেই ছবি ঢাকা পড়ে যাওয়ার কারণে সেই নামায মাকরুহ হবে না। কিন্তু যেহেতু এ জাতীয় গেঞ্জি পরিধান করা জায়েয নয়; এ কারণে তা ত্যাগ করা আবশ্যক।

আর যদি গেঞ্জিতে ছবি নাও থাকে, তারপরও শুধু গেঞ্জি পরে নামায আদায় করা মাকরুহ। কেননা এ জাতীয় পোষাক ثيـــاب بذلـــة বা [ঘরের

পোষাক][১] এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ সচরাচর কেউ–ই এধরণের পোষাক পরে ভালো কোনো মজলিসে যাতায়াত করে না।

قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَفَسَّرَهَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ بِمَا يَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الْأَكَابِرِ.

– البحر الرائق : ٢/٢٧

ঘরের মধ্যে বোরাকের ছবি রাখা

অনেক লোককে দেখা যায়, তারা ঘরে বা দোকানে বোরাকের ছবি রেখে দেয়। একে তারা বরকতময় মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে, এটি সেই বোরাকের ছবি; যার ওপর চড়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গমন করেছিলেন।

অথচ তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। এটি কোনোভাবেই আসল বোরাকের ছবি হতে পারে না। এটি আগাগোড়া বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত। কেননা আসল বোরাককে কেউ দেখেনি। কোনো ব্যক্তি একটি কাল্পনিক চিত্র একে চালিয়ে দিয়েছে। এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি তার বাবাকে কোনো দিন দেখেনি। তারপরও সে মনে মনে একটি ছবি দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। এখন লোকদেরকে সেই ছবি দেখিয়ে বলে বেড়াচ্ছে যে, এ লোক আমার বাবা। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হলো যে, কোনো কাল্পনিক বস্তুকে আসলের নাম দেয়া এবং বরকতের উদ্দেশ্যে ঘরে রেখে দেওয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ পদক্ষেপ। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোনো বাস্তবতা নেই। প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ আবুল হাসান নাসিরাবাদী বলেন, যদি এ ধরণের মনগড়া ছবি ঘরে বা দোকানে রেখে দেয়ার পেছনে এ উদ্দেশ্য হয় যে, এতে সাওয়াব পাওয়া যাবে; বা এই কাল্পনিক ছবিগুলোর ওপর আসল ছবির বিধান প্রয়োগ করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি ঘৃণিত বিদ'আত

---

১. বলা হয় এমন পোষাক; যা সাধারণত মানুষ ঘরে পরিধান করে থাকে। সচরাচর যা পরে বাইরে বের হয় না। ফাতাওয়ায়ে শামীর মধ্যে রয়েছে,

ثِيَاب بِذْلَةٍ : بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ : الْخِدْمَةُ وَالِابْتِذَالُ.

অধিকতর জানতে দেখুন, বাহরুর রায়েক : ২/২৭, মারাকীল ফালাহ : ১/১৫৪, ইনায়াহ শরহে হেদায়া : ২/৪৫৪। –আ. আ. ফারুক

বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় বিষয়গুলো একসময় মানুষকে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যেমন, অনেকে এগুলো সাথে নিয়ে তা'জিয়া বা শোকমিছিল করে থাকে।

উজালাতুন নাফে'আহ কিতাবের পৃষ্ঠা নং : ১৪-এ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর প্রসিদ্ধ কিতাব "নিসাবুল ইহ্‌তিসাব" থেকে একটি ফতোয়া নকল করা হয়েছে। ফতোয়াটি হলো,

السوال :

بعض السائلين يجلسون على القوارع ويعرضون ثيابًا مصورةً بصور قبور بعض المتبركين وبلادهم، ويضربون المزمار عند ذلك، ويجتمع عليه بعض الجهلة والسفهاء، فما نصنع بهم؟

الجواب :

ينهون عن ذلك، وإن رأى المصلحة في تمزيق ذلك الثوب فمزقه، فلا ضمان عليه، لأنه مجتهد فيه، فصار ككسر المعازف. – نصاب الاحتساب، الباب السادس، صـ : ١٦

অর্থ

প্রশ্ন : কিছু ফকির রাস্তার পাশে বসে বুযুর্গদের কবরের ছবি সম্বলিত কাপড় লোকদের সামনে বরকতের উদ্দেশ্যে মেলে ধরে। গান-বাদ্য করে। কাওয়ালী সঙ্গীত পরিবেশন করে। অজ্ঞ প্রকৃতির কিছু নির্বোধ শ্রেণির লোক তাদের চারপাশে ভিড় জমিয়ে বসে যায়। (এটিকে তারা সাওয়াবের কাজ মনে করে)। এদের সাথে কী ধরণের আচরণ করা হবে?

উত্তর : এধরণের শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে তাদেরকে বারণ করা হবে। যদি কেউ কল্যাণকর মনে করে তাদের সেই কাপড় ফেড়ে ফেলে, তাহলে তার ওপর কোনো ধরণের জরিমানা বর্তাবে না। যেভাবে গুনাহের যন্ত্র ভেঙ্গে দিলে কোনো রূপ ক্ষতিপূরণ আসে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর এক ফতোয়ায় লিখেছেন,

فإن كل ما عظم بالباطل مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته كإهانة الأوثان المعبودة. جـ ٢، صـ ٧٢

প্রত্যেক ওই জিনিস; যাকে বাতিল উপায়ে শ্রদ্ধা করা হয়, চাই তা সময় হোক, বা স্থান হোক, বা পাথর হোক, বা কোনো বৃক্ষ হোক, বা কোনো ভবন হোক; তাহলে যেভাবে উপাস্য মূর্তিকে ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক, তদ্রুপ এই জিনিসগুলোকেও ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক।

যেভাবে অজ্ঞপ্রকৃতির লোকেরা বোরাকের ছবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সেখানে উক্ত খারাবি অর্থাৎ বাতিল উপায়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মতো জঘন্য কর্ম ঘটছে। সাথে সাথে সেখানে আরেকটি গুনাহও হচ্ছে। তা হলো, প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা। অথচ যে কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হারাম। চাই তা বোরাকের ছবি হোক, বা কোনো নবীর ছবি হোক, কিংবা কোনো অলীর ছবি হোক, এধরণের ছবি রাখা ও দেখা; কোনোটাই জায়েয নয়।

কা'বাগৃহে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামের ছবি ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সেই ছবি তুলে ফেলা হয়। কাজেই যখন ছবি রাখাই হারাম, তখন তাতে বরকত কোত্থেকে আসবে? বরং হাদীস শরীফে এসেছে, যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

হযরত উমর রাযি.-এর ঘটনা হলো, একবার সিরিয়ার এক স্থানে তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিলো। কিন্তু সেখানে ছবি থাকার কারণে তিনি তাদের সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন। [কানযুল উম্মাল : ২/২১৯]

উক্ত আলোচনা ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ১০/১৪৫ থেকে সংগ্রহীত।

স্মারক ছবির বিধান

অনেক লোক নিজের বাড়ি-ঘর ও মাতৃভুমি থেকে দূরে থাকে। ঘরের লোকদের মনে খুব ইচ্ছা জাগে যে, তার ছবি দেখবে। তারও ইচ্ছা হয় যে, তাদের ছবি দেখবে। যাতে করে মনের ভেতর কিছুটা হলে সান্তণা মিলে। উক্ত শখ পূরণ করার জন্যে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ছবি তুলে রাখার কোনো অনুমতি নেই। কেননা এটি নাজায়েয কাজ। যদি কেউ এমনটি করে তাহলে সেই ছবি নষ্ট করে ফেলা ও কৃতকর্মের জন্যে তওবা করা তার দায়িত্ব।

যদি আমরা কিছুটা সাহসিকতা প্রদর্শন করি, তাহলে দেখা যাবে যে, দ্বীনের ওপর চলা কঠিন কোনো কাজ নয়। الـــدين يُسْـــرٌ।'দ্বীন নেহায়েত সহজ'। প্রয়োজন শুধু খানিকটা হিম্মত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

পাসপোর্টের প্রয়োজনে ছবি তোলা

সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ছবিকে আবশ্যক করা হয়। যেমন, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কাউকে কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হয় না। প্রত্যেকের জন্যে ছবি পেশ করাকে আবশ্যক করা হয়। কাজেই এমতাবস্থায় কী করণীয়?

এক্ষেত্রে মূল মাসআলা তো সেটাই; যা আমরা পেশ করেছি যে, ছবি তোলা সর্বাবস্থায় হারাম। যেমনটি আল্লামা আইনী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেখানে কোনো অবস্থাকেই আলাদা করে প্রদর্শন করা হয়নি। তবে আল্লামা শামী রহ. রদ্দুল মুহতারের مكروهات الصلوة [নামাযের ভেতর যে সব কাজ মাকরূহ] অধ্যায়ের অধীনে আল্লামা কুহুস্তানীর একটি কথা নকল করেছেন,

وَيَأْتِي أَنَّ غَيْرَ ذِي الرُّوحِ لَا يُكْرَهُ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ : وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَـــا تُكْـــرَهُ صُـــورَةُ الرَّأْسِ، وَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي اتِّخَاذِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝে আসে যে, শুধুমাত্র মাথার অংশের ছবি তোলাকে কিছু কিছু ফিকাহবিদ বিতর্কিত বলে অভিহিত করেছেন। যদিও নিগুড় গবেষণালব্ধ ফতাওয়া হলো যে, শুধু মাথার ছবি তোলাও নাজায়েয। যেমনটি بدائع الصنائع [বাদা'য়েউস সানায়ে']-এর মাঝে আল্লামা কাসানী রহ. সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদীসেও এরূপ নির্দেশনা পাওয়া যায়।

কিন্তু যেহেতু মুসলমানগণ এই মাসআলায় নিরুপায় ও অপারগ। কাজেই এই নিরুপায় ও একান্ত বাধ্যবাধকতাময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে দুর্বল অভিমতের ওপর আমল করে শরীরের শুধু উর্ধ্বাংশের ছবি তোলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। মহান আল্লাহর সত্তার কাছে আশা করা যায় যে, তিনি এর জন্যে পাকড়াও করবেন না। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের কর্তব্য হলো, তারা যেনো এ ধরণের পরিস্থিতিতেও অনুশোচনা ভরা মন নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

[ইমদাদুল মুফতিয়্যীন ৯৯৯]

শিশুদেরকে ফটোর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া

শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে ছবি ব্যবহার করা, যেমন- বিভিন্ন শিশুতোষ বইয়ে লেখা হয়ে অ তে অজগর। অজগরটি আসছে তেড়ে। এধরণের ছন্দের পাশেই সেই অজগরের ছবি দেয়া থাকে। আর এর সাহায্যে শিশুদেরকে শেখানো হয়। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যেও ছবি ব্যবহার করা জায়েয নয়। এ জাতীয় ছবি মুদ্রণ করাও জায়েয নয় এবং সেই মুদ্রিত ছবি ব্যবহার করাও জায়েয নয়। তবে যদি এমনভাবে নিরুপায় হয় যে, ছবি বিহীন কোনো শিশুশিক্ষামূলক বই পাওয়া যায় না, তাহলে একান্ত বাধ্যবাধকতাকে বিবেচনা করে ছবি সম্বলিত বই কেনার সুযোগ রয়েছে। তবে এমতাবস্থায়ও ব্যবহার করার পূর্বে সেই ছবির চেহারা মুছে ফেলতে হবে। এরপর কিতাবটি পড়বে ও পড়াবে।

وفي الدر المختار : قال : لَا يُكْرَهُ (لَوْ كَانَتْ تَحْتَ قَدَمَيْه) أَوْ مَحَلَّ جُلُوسه لأَنَّهَا مُهَانَـةٌ (أَوْ فِي يَدِهِ) عِبَارَةُ الشُّمُنِّيِّ بَدَنه لأَنَّهَا مَسْتُورَةٌ بِثِيَابِهِ (أَوْ عَلَى خَاتَمه) بِنَقْشٍ غَيْرِ مُسْتَبِينٍ

قَالَ فِي الْبَحْرِ وَمُفَادُهُ كَرَاهَةُ الْمُسْتَبِينِ لَا الْمُسْتَتِرِ بِكِيسٍ أَوْ صُرَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ آخَرَ، وَأَقَـرَّهُ الْمُصَنِّفُ (أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً) لَا تَتَبَيَّنُ تَفَاصِيلُ أَعْضَائِهَا لِلنَّاظِرِ قَائِمًا وَهِيَ عَلَى الْـأَرْضِ، ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ (أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ) أَوْ مَمْحُوَّةَ عُضْوٍ لَا تَعِـيشُ بِدُونِـهِ. — رد المحتار، مكروهات الصلوة : صـــ ٦٤٨ جـــ ٧

মার্কা হিসেবে প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা

নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের ওপর কোনো প্রাণীর ছবির মার্কা ব্যবহার করা ইসলামী শরীয়তমতে জায়েয নেই। এ জাতীয় কাজ পরিহার করা ওয়াজিব। যদি এমন হয় যে, যখন থেকে এই প্রাণীর মার্কা ব্যবহার করে আসছিলো, তখন জানতো না যে, ছবি তোলা বা মার্কায় ছবি তোলা নাজায়েয। এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, সেই মার্কা ছেড়ে দিলে এতো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে যে; তা বহন করার হিম্মত নেই, তাহলে সবসময় ইসতিগফার ও তওবা করতে থাকবে এবং নিজেকে গুনাহগার মনে করতে থাকবে। সাথে সাথে কোনো প্রাণহীন বস্তুর মার্কা পরিচিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যখন সেই বৈধ মার্কা পরিচিত হয়ে যাবে, তখন তৎক্ষণাৎ এই অবৈধ মার্কা প্রত্যাহার করে নেবে।

قال في الشامية : وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْإِجْمَاعُ على تَحْـرِيمِ تَصْـوِيرِهِ صُورَةَ الْحَيَوَانِ فإنه قال قال أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ من الْعُلَمَاءِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانِ حَـرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ وهو من الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عليه بهذا الْوَعِيـدِ الشَّـدِيدِ الْمَـذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ يَعْنِي مِثْلَ ما في الصَّحِيحَيْنِ عنه أَشَدُّ الناس عَذَابًا يوم الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ يُقَالُ لهم أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ ثُمَّ قال وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أو لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ على كل حَالٍ لِأَنَّ فيه مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ كان في ثَوْبٍ أو بِسَاطٍ أو دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَفَلْـسٍ وَإِنَاءٍ وَحَائِطٍ وَغَيْرِهَا اهـ. — رد المحتار : صـــ ٦٦٦، جـــ ١

বুযুর্গদের ছবি সংরক্ষণ করা

অনেক লোককে দেখা যায়– তারা তাদের বাড়িতে বিভিন্ন বুযুর্গদের নামে প্রচারিত বিভিন্ন ছবি ঝুলিয়ে রাখেন। যেমন, শায়খ আবদুল কাদের

জিলানী রহ.-এর ছবি বা নিজের বংশের বড় কোনো ব্যক্তিত্বের ছবি সাজিয়ে রাখেন। এই ছবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর মাধ্যমে বরকত পাওয়া; মনে করেন।

এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান হলো, যে কোনো প্রকার ছবি তৈরি করা হারাম। শ্রদ্ধা নিবেদনের নিয়তে হলেও যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হলেও হারাম। ছোট ছবিও যেমন হারাম, বড় ছবিও হারাম। এ ছবি যেভাবেই তৈরি করা হোক এবং নবী, বুযুর্গ যার-ই হোক; সব ধরণের ছবি নাজায়েয। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ক্যামেরা, সাদাকালো ক্যামেরা ও হাতে আঁকা; সব ধরণের ছবির ওই একই বিধান। কোনো পার্থক্য নেই। কেননা ছবির দ্বারা যা উদ্দেশ্য তা এসবগুলো দিয়ে অর্জিত হয়। কিছু কিছু লোক মনে করে যে, প্রতিমা অর্থাৎ অবয়ব বিশিষ্ট হলে নাজায়েয, আর কাগজ ইত্যাদিতে অঙ্কিত হলে জায়েয। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লামা নববী রহ. তাদের সেই ধারণা খণ্ডন করে লিখেছেন,

وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولابأس بالصور التى ليس لها ظل وهـــذا مذهب باطل فان الستر الذى أنكر النبى صلى الله عليه و سلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل صورة. – شرح النووى على مسلم : ١٩٩/٢

বাঘের চামড়ার ভেতর ঘাষ ভরে বাঘের আকৃতি দেয়া

অনেক লোক বাঘের চামড়ার ভেতর ঘাষ ভরে সেটিকে বাঘের মতো আকৃতি দিয়ে ঘরের কোনো দর্শনীয় স্থানে রেখে প্রদর্শনী করে। অথচ এভাবে বাঘের আকৃতি বানিয়ে সেটিকে স্থাপন করা, প্রদর্শনী করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয নয়। কেননা যদিও এটি হারাম ছবির বিধানে সরাসরি পড়ছে না, তবে নিঃসন্দেহে হারামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হচ্ছে। এজন্যে তা পরিহার করতে হবে।

[ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১৫/৩৪৪]

প্রেসে খবরের সাথে ছবি মুদ্রণ করা

ছাপাখানায় যদি প্রাণীর ছবিই ছাপা হয়, তাহলে যেহেতু প্রাণীর ছবি মুদ্রণ করা ও প্রকাশ করা জায়েয নয়; সেহেতু এজাতীয় স্থানে চাকুরি করাও জায়েয হবে না। কেননা নাজায়েয কাজের চাকুরি করাও নাজায়েয।

কিন্তু যদি প্রেসমেশিনে অন্যান্য বৈধ জিনিসও ছাপা হয় আর তার সাথে সাথে প্রাণীর ছবিও ছাপা হয়, তবে প্রাণীর ছবি কম ছাপা হয়, অন্যান্য জিনিসই বেশি ছাপা হয়, তাহলে এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ আয়কে হারাম বলা যাবে না। কাজেই এখানে যারা চাকুরি করবে তাদের গোটা চাকুরিকেও নাজায়েয অভিহিত করা যাবে না। যতটুকু সে নাজায়েয কাজ করবে, ততটুকুই নাজায়েয হবে। কাজেই সর্বান্তকরণে চেষ্টা করবে যে, যেনো প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট বই, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছাপা থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকবে। যদি কখনো নিতান্তই অপারগ হয়ে এমনটি ঘটে যায়, তাহলে ছবি ছাপার মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ব্যবহার করবে না।

[ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১২/৪১৯]

ছবি বিশিষ্ট পত্রিকার বিধান

অনেক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের একদিকে ধর্মীয় নিবন্ধ আর অন্য দিকে প্রাণীর ছবি ছাপে। এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। তবে যদি কেউ এ ধরণের পত্রিকা পড়তে চায়, তাহলে তার করণীয় হলো, সে প্রথমে কালি দিয়ে সেই ছবি মুছে দেবে। এরপর সেই পত্রিকা পড়বে।

[ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ৫/৩৪৬]

ছবি বিশিষ্ট ম্যাগাজিন ক্রয় করা

যে সব পুস্তিকার ভেতরে ছবি থাকে যেমন, ডাইজেস্ট ইত্যাদি এবং যে সব ধর্মীয় পত্রিকায় প্রাণীর ছবি থাকে, সেগুলো ক্রয় করার বিধান হলো, দেখতে হবে সে কী উদ্দেশ্যে কিনছে? যদি তার কেনার উদ্দেশ্য হয় প্রাণীর ছবি, তাহলে এই ম্যাগাজিন ক্রয় করা জায়েয হবে না। لأن الأمور بمقاصدها.

আর যদি বৈধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তার এই

কেনা জায়েয হবে। কেননা এখানে ছবি মুখ্য নয়, প্রাসঙ্গিক। কাজেই পড়ার পূর্বে সেই ছবিগুলো মুছে ফেলবে। [ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ৫/১০৪]

মুদ্রার ওপর ছবি মুদ্রণ করা

ছবি হারাম। বিভিন্ন হাদীসে তার হারাম হওয়া প্রমাণিত। নোট ও মুদ্রার ওপর ছবি ছাপাও হারাম। কাজেই সরকারের দায়িত্ব হলো, তারা যেনো তার ওপর ছবি না ছাপে। মুসলমানদের দায়িত্ব হলো, তারা সরকারের কাছে এ ধরণের গুনাহ ত্যাগ করার আবেদন জানাবে। তবে যেহেতু সাধারণ মুসলমানগণ মুদ্রা ব্যবহার করতে বাধ্য, কাজেই এ জাতীয় মুদ্রা ছাপার কারণে তারা গুনাহগার হবেন না। তদ্রুপ পকেটে এ জাতীয় মুদ্রা রেখে নামায আদায় করলেও নামাযে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। তবে অবশ্যই সেই মুদ্রা পকেটে আবৃত রাখতে হবে। যদি পাতলা কাপড়ের জামা হয়, তাহলে ভালোভাবে খেয়াল রাখবে যে, যেনো ফটো না দেখা যায়। কোনো কাগজ বা অন্য কিছুর আড়ালে আব্ডালে রাখবে।

[আপ কে মাসাইল : ৪/৬৩]

মসজিদের ভেতর ছবি তোলা

কিছু কিছু লোককে দেখা যায় যে, তারা বিভিন্ন দ্বীনি প্রোগ্রামেরও ছবি তুলেন। অনেক সময় মসজিদের ভেতর এই বড় পাপ সংঘটিত হতে দেখা যায়। যে কাজ মসজিদের বাইরে করা গুনাহ, সে কাজ মসজিদের ভেতর করা হলে পাপের মাত্রা ও নিকৃষ্টতা আরো বেড়ে যায়। আল্লাহর ঘরের ভেতর এসে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হচ্ছে! কাজেই মসজিদকে এভাবে পুতিদুর্গন্ধময় করে তোলা হারাম ও মারাত্মক গুনাহ। তা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানকে মসজিদের সম্মান ও শিষ্টাচারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাকার তাওফীক দান করুন।

কাবাগৃহ ও তাওয়াফকারীদের ছবি বাঁধাই করা

কাবাগৃহ ও তা কেন্দ্র করে তাওয়াফকারীদের পরিভ্রমনের দৃশ্য বাঁধাই করে যদি কেউ ঘরে রাখে অথবা মসজিদে নববীতে নামাযরত ব্যক্তিদের ছবির

ফ্রেম করে যদি কেউ ঘরে ঝুলিয়ে রাখে, তাহলে দেখতে হবে ছবিটি কেমন? যদি তাতে লোকদের ছবি পুরোপুরি অস্পষ্ট হয়, তাদের চোখ কান বা দেহের অন্য কোনো অঙ্গ পরিষ্কার না দেখা যায় তাহলে এ ধরনের ফ্রেম রাখা জায়েয। কিন্তু যদি ছবি স্পষ্ট হয় যে, চেনা যায়- এ অমুক ব্যক্তি। এটি তার নাক। এটি তার চোখ। তাহলে এ ধরণের ফ্রেম ঝুলানো জায়েয হবে না। বিশেষকরে মসজিদে বা ঘরের ভেতর নামায আদায়ের স্থানগুলোতে এধরণের ফ্রেম পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের ছবি প্রদর্শন করা

অনেক সরকারী ভবন যেমন, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, থানা সহ অন্যান্য সরকারী দফতরে বিশেষত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের ছবি প্রদর্শন করা হয়। এটি পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। ইসলামে শরীয়তে এর কোনো অনুমোদন নেই। ইসলাম তাথেকে বারণ করে। কাজেই তা পরিহার করা দরকার। নয়তো প্রদর্শনকারী ও দর্শক; সবাই গুনাহর মধ্যে শামিল হবেন। আর এর কুফল তো রয়েছেই। কেননা ছবির কারণে যে শাস্তি নেমে আসবে; তাতো ব্যাপক।

আর্ট ড্রয়িং-এর ইসলামী বিধান

আর্ট ড্রয়িং সত্তাগতভাবে নাজায়েয নয়। কিন্তু তার অবৈধ ব্যবহার তাকে নাজায়েয বানিয়ে দিয়েছে। প্রায়সময় প্রাণীর ছবি আর্ট করে পেশ করা হয়। এর মাধ্যমে ছবি তৈরির পেশা অবলম্বন করা হয়। এটি তো নাজায়েয কাজ। যদি কেউ এমন কোনো আর্ট পেশ করে, যেখানে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ক্ষুণ্ন হয়নি, তবে তা জায়েয। যেমন, কাবাগৃহ, মসজিদে নববী বা অন্য কোনো প্রাণহীন বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি করা। [আপকে মাসাইল আওর উন কা হল : ৭/৬৯]

প্রাণীর আকৃতিবিশিষ্ট খেলনা

আজকাল আমাদের ঘরে বাচ্চাদের খেলনা কমবেশ সব জায়গাতেই আছে। কিছু কিছু খেলনা হয় বিভিন্ন প্রাণীদের আকৃতিবিশিষ্ট। কিছু কিছু

খেলনা হয় বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতিমার অবয়ব বিশিষ্ট পুতুল। সেগুলো পাশে রেখেই কুরআন তিলাওয়াত, নামায ও সেজদা ইত্যাদি আদায় করা হয়। অনেক সময় নামাযের জন্যে অজু করার পর বা নামায শেষে সালাম ফেরানোর সময় সেদিকে দৃষ্টি পরে যায়। অথবা যিকিরে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় দেখা যায় যে, বাচ্চা খেলনা নিয়ে সামনে এসে পড়েছে।

উক্ত সমস্যার শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান হলো, যেই পুতুলের শারীরিক দেহকাঠামো সুস্পষ্ট নয়, অর্থাৎ কান নাক ইত্যকার অংগ পরিষ্কার ফুটে ওঠে না, নিরেট একটি আকৃতির মতো মনে হয়; এ জাতীয় পুতুল দিয়ে শিশুদের খেলাধুলা করা জায়েয। এ ধরণের পুতুল ঘরে রাখাও জায়েয। কিন্তু বাজারে প্লাষ্টিকের যে খেলনাগুলো পাওয়া যায় এগুলো পুরোপুরি প্রতিমা। এধরণের মূর্তি-প্রতিমা ক্রয়-বিক্রয় করা ও ঘরে রাখা জায়েয নয়।

আফসোসের বিষয় হলো, আজকাল এ সমস্ত মূর্তি-প্রতিমা ঘরে রাখার প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ মুসলমানদের ঘর-বাড়িগুলোকে মূর্তিখানা মনে হচ্ছে। শয়তান আজ খেলনার বাহানায় মূর্তি চূর্ণকারী জাতিকে মূর্তি লালনকারী জাতিতে পরিণত করেছে। মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করুন।

অনেক লোককে এই প্রশ্ন করতে দেখা যায় যে, হযরত আয়েশা রাযি.ও তো পুতুল দিয়ে খেলতেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। এর উত্তর হলো, হযরত আয়েশা রাযি.-এর পুতুল ছিলো অতি সাধারণ মানের পুতুল। যা শিশুরা নিজেরাই কাপড় দিয়ে সেলাই করে তৈরি করে নেয়। সেগুলোতে সঠিকভাবে অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফুটে ওঠে না। কাজেই এটি রীতিমতো মূর্তি নয়। কাজেই তা দিয়ে হারাম মূর্তিকে জায়েয করার প্রমাণ দেয়া ঠিক হবে না।

قال في حاشية المشكوة معزيا إلى اللمعات : والمراد ههنا ما تلعب به الصبية من الخرق والرقى، ولم يكن صورة مشخصة كالتصاوير المحرمة، فلا حاجة إلى ما قيل أن عدم إنكاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبها بالصورة وإبقائها في بيتها دال أن ذلك كان قبل التحريم، وان للعب الصغار مظنة للاستخفاف. – حاشية مشكوة : صـ ٢٨٢، جـ ٢

পুতুলের ব্যবসার বিধান

কোনো প্রাণীর ছবি বানানো; এটি যেমন দেহবিশিষ্ট মূর্তির আকৃতিতে হতে পারে, যাকে আরবীতে تمثال বলা হয়, অথবা এমন কোনো ছবি, যা কাপড়ে, কাগজে বা দেয়াল ইত্যাদিতে তৈরি করা হয়; এটি যেমন হাতে আঁকা হতে পারে, আবার আধুনিক মেশিনি যন্ত্র দিয়েও তৈরি হতে পারে, যাকে আরবীতে صورة বলা হয়; ছবি তৈরির এই দু'ধরণের পদ্ধতি-ই হারাম। হারাম হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, পৃথিবীতে মূর্তিপুঁজার বুনিয়াদ এই ছবি তৈরি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা থেকেই সূচিত হয়েছে। ইতোপূর্বে এ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আর মূর্তিপুঁজাই হলো শিরকের বুনিয়াদ। যার ফলে মানুষ আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের বিভিন্ন গুণাবলী ও ক্ষমতা সেই মূর্তিদের হাতে ন্যস্ত করার মাধ্যমে মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়। এ কারণেই কুরআনুল কারীম শিরক করাকে গুরুতর অপরাধ ও ক্ষমাহীন অপকর্ম হিসেবে অভিহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড় অপরাধ।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে কোনোভাবে ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য সমস্ত গুনাহ চাইলে মাফ করে দেবেন।

দ্বিতীয় কারণ হলো, تشبُّه بخلق الله অর্থাৎ সৃষ্টির বিশেষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাদৃশ্য গ্রহণ করা। এটিও অনেক বড় অপরাধ।

كما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً. هَــذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ

> নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তার চে' বড় জালিম আর কে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়? সে যেনো একটি পিপীলিকা সৃষ্টি করে দেখায়, বা একটি দানা অথবা একটি যব সৃষ্টি করে দেখায়। [বুখারী ও মুসলিম]

কাজেই যেহেতু ছবি-প্রতিমা-পুতুল ইত্যাদি তৈরি করা হারাম। কাজেই সেগুলোর ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম। কাজেই প্রাণীর পুতুল বানানো যেমন, ঘোড়া, উট, ভালুক, কুকুর ইত্যাদির পুতুল বানানো বা ফটোগ্রাফি করা, তদ্রুপ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসবের মুভি ইত্যাদি বানানো, ছবি তোলা কিংবা ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা; এ সবই হারাম। এর মাধ্যমে কোনো আয়-ইনকাম হলে সেটিও হারাম হবে। কাজেই আমাদের কর্তব্য হলো এগুলো পরিহার করা।

আল্লামা ফাতাহ মুহাম্মাদ লাখনাবী রহ. লিখেছেন,

> "সারকথা হলো, নিজে ছবি তৈরি করা বা কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা, কলম দিয়ে বা ফটোকপি করে বা এঁকে কিংবা প্রতিমূর্তি আকারে বানিয়ে নেয়া; চাই তা শুধু চেহারাই হোক কিংবা গোটা দেহেরই হোক; অনেক বড় গুনাহ। এটি সম্পূর্ণ হারাম। কাজেই কেউ যদি ছবি বানায় তাহলে তার জন্যে বিধান হলো, তাকে তাওবা করতে হবে এবং এই ছবিগুলো বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। [ইতরে হেদায়া : ১৬১]

পরিচয়পত্রে নারীদের ফটোর বিধান

জাতীয় পরিচয়পত্রে নারীদের জন্যে ছবি সংযুক্ত করাকে আবশ্যক করে আইন প্রয়োগ করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে চরম অন্যায়। এই আইন প্রয়োগকারী গুনাহগার হবে। আর নারীরা যদি একান্তই অপরাগ হন, তাহলে এই বাধ্যবাধকতার কারণে তাদের জন্যে ছবি তোলার অনুমতি থাকবে। কিন্তু সাথে সাতে তাকে ইসতিগফারও করতে হবে।

[আপ কে মাসাইল আওর উন কা হল : ৭/৪৫]

শুধু দাঁত ও চোখের ছবি তোলা

যদি শুধু দাঁতের ছবি ছাপা হয়, এর সাথে চেহারার ছবি না থাকে অথবা শুধু চোখের ছবি তোলা হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয।

[ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১৪/৩৯৩]

আইডেন্টি কার্ড বানানো জায়েয নয়

বাস, প্লেন অথবা রেলের ভাড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের জন্যে বিশেষ ছাড় থাকে। এ কারণে তাদের আইডেন্টি কার্ড বানানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই কার্ডে ছবি সংযুক্ত করতে হয়। ছবি বিহীন আইডি কার্ড সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। কাজেই এই ছাড়ের কার্ড যেহেতু ছবির ওপর নির্ভর করে। আর ছবি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজাইয ও হারাম, কাজেই যেই জিনিসের হারামের ওপর নির্ভরশীল, সেটিও হারাম। কেননা কায়েদা রয়েছে, الموقوف على الحرام حرام.

ছবি তোলা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। পূর্বের বিভিন্ন মাসআলায় আমরা সেই হাদীসগুলো পেশ করেছি। কাজেই ছাত্রদের জন্যে করণীয় হলো, বিশেষত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রদের কর্তব্য হলো, তারা যেনো আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে শুধু তার সামনেই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যে হাত বাড়িয়ে দু'আ চায়। সে যেনো নিম্নের আয়াত ও হাদীসসমূহের ওপর গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করে,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ۝

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে পথ বের করে দেন এবং এমন স্থান থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করে থাকেন। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের জন্যে একটি পরিমাণ নির্ধারিত করে রেখেছেন। [সূরা তালাক : ৩]

قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ للهِ كَانَ اللهُ لَهُ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহও তার হয়ে যান।

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غنَاهُ فِي قَلْبِه وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْته مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. – رواه الترمذي، الرقم : ٢٤٦٥

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির সমস্ত চিন্তা-ভাবনা পরকাল কেন্দ্রিক হয় আল্লাহ তার মনে অমুখাপেক্ষী মনোভাব সৃষ্টি করে দেন। তার প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করে দেন। দুনিয়া তার কাজে হেয় হয়ে ধরা দেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ওপর দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা চড়ে বসে আল্লাহ তা'আলা তার চোখের সামনে দারিদ্র রেখে দেন। তার প্রয়োজন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দেন। সে দুনিয়ার ঠিক ততটুকুই পায়, যতটুকু তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। [তিরমিযী]

قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِه.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের রিযিক দেরিতে আসে, তাহলে এই দেরি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির মাধ্যমে কামাই করতে উস্কে না দেয়। কেননা আল্লাহর খাজানায় যা রয়েছে তা আল্লাহকে রাযি না করে অর্জন করা যাবে না। [শরহুস সুন্নাহ]

قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বান্দাকে রিযিক এমনভাবে অন্বেষণ করে যেভাবে তাকে তার মৃত্যু অন্বেষণ করে। [আবূ নাঈম]

উক্ত আলোচনাটি আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/২৩৬ থেকে সংগ্রহীত।

কসমেটিকসের দোকান

কসমেটিকসের দোকানে যেইসব পণ্য বিক্রয় হবে, সাধারণত তার সবগুলো আইটেমের ওপরই প্রাণীর ছবি ছাপা থাকে। এ ধরণের জিনিস বিক্রয় করার বিধান কী?

স্পষ্টত জানা দরকার, ছবি হলো মূর্তিপূজার একটি যন্ত্র। যেমনটি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মূর্তিপূজা সূচিতই হয়েছে ছবি আর প্রতিমার পূজোর মাধ্যমে। কাজেই মূর্তিপূজা যেহেতু হারাম, কাজেই তার যন্ত্র ও মাধ্যমও হারাম অভিহিত হবে। এ কারণে কোনো প্রাণীর ফটো তোলা বা সেই ফটোকে ঘরে, দোকানে বা অন্য কোথাও দর্শনীয় করে প্রদর্শন করতেও বিভিন্ন হাদীসে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُصَوِّرُوْنَ. – أخرجه البخاري في: ٧٧ كتاب اللباس: ٨٩ باب عذاب المصورين يوم القيامة

'নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সবচে' বেশি শাস্তি ভোগ করবে ছবি অঙ্কণকারীরা। [বুখারী শরীফ]

উল্লেখিত ভূমিকার এখন আলোচিত মাসআলার সমাধান হলো, যে সব পণ্যের ওপর কোনো প্রাণীর আকৃতি-অবয়ব ও তার নমূনা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকে, এমন পণ্য তৈরি করা ও ঘরের মধ্যে রাখা জায়েয নয়। যদি এ ধরণের ছবি বা পুতুল বা নমূনা ক্রয় করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় করাও জায়েয হবে না। কেননা এগুলোর সত্ত্বার সাথে গুনাহ জড়িত রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে উপার্জিত আয়ও হালাল হবে না।

আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ছবি উদ্দেশ্য না হয়, বরং এটি অন্য কোনো জিনিসের আধীনে এসে পড়ে যেমন, কাপড়, পাত্র, বিভিন্ন পণ্যের পট বা এ জাতীয় অন্য কোনো শিল্পজাত দ্রব্য; যেগুলো মানুষ ব্যাপক আকারে ব্যবহার করে থাকে, তাহলে –যদিও এভাবে ছবি প্রদর্শন ও বিপণন শরীয়তের আলোকে জায়েয নয়– তারপরও ছবিযুক্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং তার মাধ্যমে উপার্জিত আয়ও হালাল হবে।

তবে দোকানদার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে যে, যথাসম্ভব এ সব বস্তুর ছবিগুলো ঢেকে রাখবে। সম্ভব হলে তার ওপর মার্কার দিয়ে মুছে দেবে। উপরন্তু নামাযের স্থানে রাখবে না। মোটকথা, ছবিকে কখনো উদ্দেশ্য বানাবে না।

جَازَ (بَيْعُ عَصِيرٍ) عِنَبٍ (مِمَّنْ) يُعْلَمُ أَنَّهُ (يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ... وقيل يكره لإعانته علـــى المعصية ... بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة، لأن المعصية تقوم بيعنه. – رد المحتار : ٦/٣٩١، كتاب الكراهية

হজ্বের ফিল্ম দেখাও হারাম

ইসলামের অন্যতম প্রতীক হলো হজ্ব। হজ্বের ওপর ফিল্ম তৈরি করা, সিনেমায় প্রদর্শণ করা; যেখানে বাইতুল্লাহ, আরাফাত, মিনা ইত্যকার স্থানের দৃশ্য ও অন্যান্য ইবাদত পালনের জীবন্ত দৃশ্য দেখানো হয়। এই ফিল্মের অনেকগুলো মন্দ দিক রয়েছে,

১. সত্ত্বাগতভাবেই ফিল্ম জিনিসটি শরীয়তের আলোকে নিষিদ্ধ ক্রীড়া ও বিনোদনের উপকরণ। এই ধিকৃত বিনোদনযন্ত্রকে দ্বীনি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা প্রকারান্তরে দ্বীনের প্রতি চরম অসম্মান ও বিদ্রুপ ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا. الآية

'তারা তাদের দ্বীনকে খেল–তামাশা রূপে গ্রহণ করেছে'।

২. হজ্বের মাঝে যেসব ক্রিয়াকর্ম হয়, এর অধিকাংশগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত। এই সব ক্রিয়াকর্মের শুদ্ধতা, উপকারীতা ও খোদাপ্রদত্ত হওয়া; এই বিষয়গুলো মানববুদ্ধির মাণদণ্ড দিয়ে বিচার করা মুশকিল। মুসলমানরা এগুলোকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে আপন করে নিয়েছে। যখন ইসলামের শত্রুরা এই ফিল্ম দেখবে, তখন তারা তার গভীরতা বুঝবে না। এগুলোকে তারা অর্থহীন কাণ্ডকলাপ অভিহিত করে উপহাস করবে। আর এই ফিল্ম নির্মাতা হবে সেই বিদ্রুপের আয়োজক।

৩. এই ফিল্মের মাঝে প্রাণীর ছবি ব্যবহৃত হবে। যা দেখে মজা নেয়া হবে। প্রাণীর ছবি দেখা ও দেখানো, বিশেষত পুরুষদের জন্যে মহিলাদের ছবি আর মহিলাদের জন্যে পুরুষের ছবি প্রদর্শণ করা; তাও অর্ধখোলা অবস্থায় অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

অনেক লোক এগুলো দেখা ও দেখানোকে সওয়াবের কাজ মনে করে। যখন এই কাজটি জায়েযই নয়, তখন এক নাজায়েয কাজকে সাওয়াবের কাজ মনে করা তো অনেক বড় গুনাহ। কাজেই এ জাতীয় ফিল্ম প্রদর্শন করা বা দর্শন করা; সবটাই নাজায়েয। যা পরিহার করা ফরয।

আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/১৭৩ থেকে সংগ্রহীত।

পাখিবিশিষ্ট ঘড়ির বিধান

আজকাল মার্কেটে এক ধরণের ঘড়ি পাওয়া যায়, যার মাঝে কোনো প্রাণীর ছবি বসানো থাকে। কোনো কোনো ঘড়ির মধ্যে সবসময় সেই ছবি দৃশ্যমান থাকে। আবার কোনোটির মাঝে এমনভাবে ফিটিং করা থাকে যে, ছবিটি আসে যায়। অর্থাৎ কিছু ক্ষণ পর পর প্রদর্শিত হয়। এরপর লুকিয়ে যায়।

প্রাণীর ছবি বানানো সর্বাবস্থায় নাজায়েয। এজন্যে ছবিযুক্ত ঘড়ি বানানো জায়েয নয়। এধরণের ঘড়ি ব্যবহার করাও নিন্দনীয়। এ জন্যে এধরণের ঘড়ি পরিহার করে এমন ঘড়ি ব্যবহার করতে হবে, যার মাঝে উক্ত দোষ নেই। [ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া]

মৃত ব্যক্তির ছবি তোলার বিধান

অনেক লোককে দেখা যায়, তারা মৃত ব্যক্তির ছবি তোলে রাখে। অনেক অজ্ঞান লোক মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর শায়িত অবস্থায় ছবি তোলে এবং সেগুলোকে পত্র-পত্রিকায় ছাপে। এটি কত আফসোসের কথা! এই মৃত ব্যক্তিকে এখন কবরে সোপর্দ করা হচ্ছে, সে এই মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার দয়ার কী পরিমাণ ভিখেরি! কতটা সে কাঙাল! এই মুহূর্তে তার সবচে' বেশি প্রয়োজন আত্মীয়–স্বজনের দু'আ, সদকা ও দান–খয়রাতের। অথচ এমন সঙ্গীণ মুহূর্তেও অভিশাপের কাজ করা হচ্ছে! এ কাজ করে পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার আযাবকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। কাজেই বাস্তবতা হলো, এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্যে কোনো ভালো ও উপকারী কাজ তো করাই হচ্ছে না, বরং তার ওপর যুলুম করা হচ্ছে। কাজেই মৃত ব্যক্তির স্বজনদের কর্তব্য হলো, তারা যেনো নিদেনপক্ষে এ সময় ওই হারাম কাজ করে মৃত ব্যক্তির জন্যে আযাবের কারণ না হন। ছবি তোলা, ভিডিও তৈরি করা, পত্র-পত্রিকা, টিভি ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সেই চিত্র প্রদর্শণ করার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে কোনো সাওয়াব তো পাঠানোই হচ্ছে না, বরং তার আযাবের পাল্লা ভারি করা হচ্ছে।

যদি কোনো ব্যক্তির আশঙ্কা হয়, তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ এ ধরণের ছবি তোলবে, তার ওপর এই অসিয়্যত করা আবশ্যক যে, আমার মৃত্যুর পর যেনো আমার ছবি তোলা না হয়।

মহিলাদের ছবি দেখা ও প্রদর্শণ করা হারাম

আজকাল বাজারে, দোকানে, ঘর-বাড়িতে মহিলাদের ছবি ঝুলানো থাকে। অনেক নির্বোধ এগুলো থেকে সুখ পায়। অথচ হাদীসের আলোকে যখন প্রাণীর ছবি তোলা হারাম, তখন সেগুলো থেকে মজা নেওয়া আরো বেশি হারাম। আর এক অনাত্মীয় নারীর ছবি দেখে মজা নেওয়া হুবহু তাকে দেখার নামান্তর। যা নাজায়েয ও হারাম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

متفق عليه

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো নারী অপর নারীর কাছে অবস্থান করে (তার বিবরণ জেনে) নিজ স্বামীর কাছে এমনভাবে বর্ণনা না দেয় যে, কেমন যেনো সে তাকে দেখছে। [বুখারী ও মুসলিম]

পাণিপ্রার্থী মেয়ের ছবির বিধান

কোনো মেয়ের সাথে বিয়ের কথাবার্তা ওঠলে অনেক লোক তার ছবি দেখতে চায়। সে এই বাহানা পেশ করে যে, হাদীসে এসেছে, এমন মেয়েকে আগেই দেখে নাও, যাতে পরবর্তীতে কোনো ধরণের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। ইসলামী শরীয়তমতে তার এই কাজ জায়েয নয়। এই উদ্দেশ্যে মেয়ের ছবি তোলা এবং পরবর্তীতে ছেলের কাছে সেই ছবি পাঠানো, অতপর মেয়ের সেই ছবি হাতে নিয়ে ছেলের বারবার দেখা ও তার থেকে সুখ নেওয়া; এ সবকিছু নাজায়েয ও হারাম। হাদীসের মধ্যে পাণিপ্রার্থী মেয়েকে দেখে নেয়ার যে কথা বলা হয়েছে, ব্যাখ্যাকারগণ তার সর্বোত্তম সূরাত লিখেছেন, তাকে দেখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিজের কোনো মাহরাম মহিলাকে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে মেয়ের অবস্থা ও সার্বিক বিবরণ জেনে নিশ্চিত হয়ে নেবে। যদি নিজে একবার দেখাও জায়েয।

ويجوز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وجوز مالك باذنها، وروي عنه المنع مطلقا، ولو بعث إمرأة تصفها له لكان أدخل في الخروج عن الخلاف. -لمعات شرح مشكوة، حاشية : ص : ٢٦٨ ج : ٢

বাগদত্তার ছবি রাখার বিধান

শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত বাগদত্তা নারী স্ত্রী হয় না। এখনো সে অনাত্মীয় রয়ে গেছে। বাকি আট-দশজন মহিলার মতো তাকে দেখা, তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা, কাছাকাছি আসা; এর সবই হারাম। এভাবে নিজের কাছে তার ছবি রাখা এবং তা দেখে সুখ অনুভব করা

একজন অনাত্মীয় মহিলা দেখে সুখ অনুভব করার নামান্তর। ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে যা নাজায়েয ও হারাম।

কাজেই নিজের কাছে বাগদত্তার ছবি রাখা শরীয়তমতে নাজায়েয। মহিলার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রজোয্য। অর্থাৎ যেই পুরুষের সাথে বিবাহ হবে বলে চূড়ান্ত হয়েছে, তার ছবি নিজের কাছে রাখা এবং তা দেখে সুখ অনুভব করাও জায়েয নয়। এমনকি বিয়ের পরও বিনাপ্রয়োজনে তার ছবি রাখাও জায়েয হবে না। এজন্যে খামোখা একে অপরের ছবি দেখা ও দেখানো গুনাহের কাজ।

সিনেমা দেখার কুফল

সিনেমা, ফিল্ম; এগুলো দেখলে কয়েক ধরণের গুনাহ হয়। যথা,

১. ছবি দেখে সুখ অনুভব করা হয়, বিশেষত নারীর ছবি দেখে মজা নেয়া হয়। যা সম্পূর্ণ রূপে হারাম।

২. গান শোনা হয়। এটিও শরীয়তমতে হারাম।

৩. অকাজে অপব্যয় হয়। কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী এটিও হারাম। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تُسۡرِفُوۡا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ۝

'তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পসন্দ করেন না'। [সূরা আ'রাফ : ৩১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الۡمُبَذِّرِيۡنَ كَانُوۡۤا اِخۡوَانَ الشَّيٰطِيۡنِ ؕ وَكَانَ الشَّيۡطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوۡرًا ۝

'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর কৃতঘ্ন'। [সূরা বানী ইসরাঈল : ২৭]

৪. সময় নষ্ট হয়। অথচ এই সময়ও আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নি'আমত। কোনো অনর্থক ও নিষ্ফল কাজে সময় ব্যয় করা জায়েয নয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْأِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ.

'ব্যক্তির ইসলামে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আলামত হলো, অন্যায় ও অর্থহীন বিষয় পরিহার করা'।

৫. সিনেমা দেখার কারণে ব্যক্তির চারিত্রিক অধপতন হয়। নামায, রোযা সহ বিভিন্ন ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা চলে আসে। এছাড়াও সিনেমা দেখার আরো অনেক খারাপ ও নিন্দনীয় দিক রয়েছে। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত সিনেমা দেখাকে নাজায়েয ঘোষণা করেছে। কাজেই নিজে তা পরিহার করা এবং নিজের সন্তান-সন্ততি সহ অধীনস্থদেরকে তার থেকে বাঁচিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব।

ফ্রেমের ভেতর দেব-দেবীর ছবি বাধাই করে রাখা

যদি কোনো ব্যক্তি ছবি বাধাইয়ের কাজ করে আর এতে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। যেমন, সে কাঁচের ফ্রেমের ভেতর বিভিন্ন নকশা, ছবি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বাধাই করে থাকে। যার কারণে কখনো কখনো তাকে কাফেরদের দেব-দেবীর ছবিও বাধাই করতে হয়। তাহলে একাজ করে তার আয়-রোজগার করা হালাল হবে কি?

এর উত্তর হলো, যেহেতু এটি একটি কাজ এবং এর জন্যে তাকে মেহনত করতে হচ্ছে। কাজেই সত্তাগতভাবে উক্ত আয়-রোজগার জায়েয হবে। কিন্তু যেহেতু এটি এমন কাজ, যার মাধ্যমে গুনাহের কাজে সহযোগিতা হচ্ছে, এ কারণে তা মাকরূহ ও পরিত্যাজ্য। والله أعلم بالصواب

ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া থেকে সংগ্রহীত।

ঘরে টিভি, ভিডিও রাখা ও তা দেখার বিধান

ঘরে টেলিভিশন রাখা জায়েয কিনা? এই টেলিভিশন শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ খেল-তামাশার আওতায় পড়বে কিনা? টেলিভিশনের সাথে বর্তমানে ভিডিও ভিসিআর রাখাও ব্যাপক হয়ে গেছে। যদি কেউ টেলিভিশন থেকে শুধুমাত্র খবর শোনে, তাহলে তা কী বিধান? কখনো কখনো মহিলা

উপস্থাপিকা এসে সংবাদ পরিবেশন করে? তাকে দেখা যাবে কি না? এটি একটি বহুল চর্চিত প্রশ্ন। এর উত্তর হলো,

টিভি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ খেল-তামাশা ও গান-বাদ্যের যন্ত্র। এর মাঝে সবসময় প্রাণীর ছবি প্রদর্শিত হয়। যার কারণে বেগানা নারীর ছবির ওপর পুরুষের চোখ পড়ে, তদ্রুপ বেগানা পুরুষের ছবির ওপরও নারীর চোখ পড়ে। স্বেচ্ছায়, স্বপ্রণোদিত হয়ে, আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে দেখা হয়। যা নাজায়েয। সংবাদ জানার জন্যে সংবাদ উপস্থাপনকারীর ছবি দেখা আবশ্যক নয়। কাজেই এটিও সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ সময় টিভিতে ফিল্ম দেখানো হয়। যার মাঝে অশ্লীলতা, নগ্নতা ও যৌনউত্তেজক দৃশ্যাবলীর সয়লাব থাকে। ঘরে ছোট-বড়, মা-বোন-বউ ও মেয়ে; সবাই থাকে। তারা সবাই মহাখুশিতে সেগুলো দেখে। এটি চরম নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার নিকৃষ্ট প্রদর্শণী। শিশুদের চরিত্রের ওপর এটি গভীর প্রভাব ফেলে। শৈশব থেকেই তাদের মাঝে বাজে অভ্যাশ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। পিতা-মাতা ও ঘরের বড়দেরকে এর জন্যে একদিন চরম সর্বনাশের সম্মুখিন হতে হয়। কাজেই টিভি দেখা সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করতে হবে। ভিডিও ক্যাসেটে সাধারণত ফিল্মই থেকে থাকে, কাজেই সেটিও হারাম।

ইসলামি শরীয়তের চেতনা হলো, বিনা প্রয়োজনে পুরুষেরা নারীদেরকে দেখবে না, নারীরাও পুরুষদেরকে দেখবে না। এর মাধ্যমেই তাদের মনগুলো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও যৌন চিন্তা থেকে নিষ্কলুষ থাকবে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

'আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নত রাখে, তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করে। এটি তাদের মনের পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্কলুষতার উত্তম পন্থা। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল'। [সূরা নূর]

পরবর্তী আয়াতে মহিলাদের সম্বোধন করে নির্দেশ এসেছে,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ.

'আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নত রাখে, তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করে'। [সূরা নূর]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ والْمَنْظُورَ إِلَيْهِ.

'যে ব্যক্তি কোনো বেগানা নারীকে দেখে এবং যেই বেগানা নারীকে দেখা হয়, তাদের উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিশাপ'। [মিশকাত শরীফ]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الفَجْأَةِ فَقَالَ : اصْرِفْ بَصَرَكَ. – رواه مسلم .

'হযরত জারীর রাযি. বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গায়রে মাহরাম নারীর ওপর হঠাৎ পড়ে যাওয়া দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। নবীজি বললেন, তুমি সাথে সাথে তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নেবে'। [মুসলিম শরীফ]

ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ النَّظرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٍ، فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللهِ أَبْدَلَهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِه.

দৃষ্টি হলো শয়তানের তুনীরের অন্যতম একটি বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এই তীর ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার স্বাদ সে তার মনে অনুভব করবে। [মিশকাত শরীফ]

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ مَيْمُونَة، فَأَقْبَلَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا

بِالْحِجَابِ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَجِبَا مِنْهُ، فَقُلْنَا : يَا رسولَ اللهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى؟ لاَ يُبْصِرُنَا، وَلاَ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أفَعَمْيَاوَانِ أنتُما أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه؟. – رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح.

'উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, একবার আমি ও হযরত মায়মূনা রাযি. নবীজির দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযি. আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পর্দা করে সরে যেতে বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো অন্ধ। আমাদেরকে দেখতে পায় না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দু'জনও অন্ধ নাকি? তোমরা কি দেখতে পাও না?

[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

মাজালিসে আবরার কিতাবে আছে,

فالمرأة كلما كانت مخفية من الرجال كان دينها أسلم لما روى عن الحسن البصري قال قال علي بن أبي طالب: قال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : "أيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ؟ فلم يكن عندنا لذلك جواب، فلما رجعت إلى فاطمة قلت: يا بنتَ محمد! إن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سألنا عَنْ مَسْألة فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ نُجِيْبُهُ؟ فَقَالَتْ: وَعَنْ أيِّ شَيْءٍ سَأَلَكُمْ؟ فقُلتُ: أيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَة؟ قَالَتْ : فَمَا تَدْرُوْنَ مَا الْجَوَابُ؟ قُلْتُ لَهَا : لاَ، فَقَالَتْ: لَيْسَ خَيْرٌ مِنْ أنْ لاَ تَرى رَجُلاً وَلاَ يَرَاهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَشي جَلَسْنَا إلى رَسُوْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُوْلَ الله! إنَّكَ سَأَلْتَنا عَنْ مَسْأَلَة فَلَمْ نُجِبْكَ فِيْهَا، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ أنْ لاَ تَرى رَجُلاً وَلاَ يَرَاهَا، قَالَ :

وَمَنْ قَالَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ : فَاطِمَة، قَالَ : صَدَقَتْ، إِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّيْ.

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسدون الثقب والكوى في الحيطان لئلا يطلع النساء على الرجال.

মহিলা যতোক্ষণ পুরুষের চোখের আড়ালে থাকবে, তার দ্বীনদারীত্ব ততোবেশি সুরক্ষিত থাকবে। হযরত হাসান বিসরী রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আলী রাযি. বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'নারীদের জন্যে কী উত্তম'?

আমাদের কাছে তখন এর কোনো উত্তর ছিল না। আমি বাড়ি ফিরে ফাতেমা রাযি.-কে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি প্রশ্ন করেছেন। আমরা তার উত্তর দিতে পারিনি'।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নটি কী ছিলো'?

আমি বললাম, 'নারীদের জন্যে কী উত্তম'?

ফাতেমা বললেন, 'আপনারা কি জানেন না? এর উত্তর কী'?

আমি বললাম, 'না'।

তিনি বললেন, 'নারীদের জন্যে এরচে' উত্তম আর কিছুই হতে পারে না যে, সে নিজেও কোনো বেগানা পুরুষকে দেখবে না, আর কোনো বেগানা পুরুষও তাকে দেখবে না।'

হযরত আলী রাযি. বলেন, রাতে যখন আমরা নবীজির দরবারে হাযির হলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, তখন আমরা তার উত্তর দিতে পারিনি। এখন তার উত্তর দিচ্ছি, 'নারীদের জন্যে এরচে' উত্তম আর কিছুই হতে পারে না যে, সে নিজেও কোনো বেগানা পুরুষকে দেখবে না, আর কোনো বেগানা পুরুষও তাকে দেখবে না।'

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এই উত্তর কে দিয়েছে'?

আমি বললাম, ফাতেমা।

শুনে তিনি বললেন, 'ও সত্য বলেছে। إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْــعَةٌ مِنِّــي : আরে ওতো আমারই টুকরো'।

আর সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিলো, তারা তাদের বাড়ির দেয়ালে কোনো ছিদ্র বা জানালা থাকলে তা বন্ধ করে দিতেন। যাতে করে বাড়ির মহিলারা বাইরের পুরুষদের দেখতে না পারে। [মাজালিসে আবরার : ৫৬৩ (কিছুটা তারতম্যের সাথে)]

টিভির স্ক্রীনে যেই ছবিগুলো ভেসে ওঠে, তা দেখে নির্ঘাত মনের ভেতর খারাপ যৌন ভাবনা উস্কে ওঠে। এ কারণে সেই ছবি দেখা জায়েয হবে না। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজকাল টিভি তো সংবাদ সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান সাধারণত মহিলারাই পরিবেশন করে থাকে। তারা নিজেদেরকে এতোটাই আকর্ষণীয় সাজ-গোজ সহকারে আর এমন পাতলা পোষাকে পেশ করে থাকে যে, তাদেরকে আক্ষরিক অর্থে তাদের দেহের বড় একটি অংশ উম্মুক্ত থাকে। ইসলামি শরীয়তে এই পর্যন্ত বিধান রয়েছে যে, যদি কোনো নারী এতোটাই পাতলা পোষাক পরিহিত হয় যে, যার কারণে তার দেহ বেরিয়ে আসে বা এতো টাইটফিট ও টানটান কাপড় পরিধান করে যে, এর দ্বারা তার দেহের কাঠামো ও উচু-নিচু প্রকাশ পায়, তাহলে তার সেই পোষাক দেখাও জায়েয নয়। হাদীস শরীফে কঠোর ভাষায় এর নিন্দে করা হয়েছে। সেখানে এভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর পোষাক এমনভাবে দেখে যে, তার দেহের পুরুত্ব প্রকাশ পায়, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে,

وَفِي التَّبْيِينِ قَالُوا : وَلَا بَأْسَ بِالتَّأَمُّلِ فِي جَسَدِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مَا لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ يُبَيِّنُ حَجْمَهَا، فَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ تَأَمَّلَ خَلْفَ امْــرَأَةٍ وَرَأَى ثِيَابَهَا حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ﴾

أَقُولُ : مُفَادُهُ أَنَّ رُؤْيَةَ الثَّوْبِ بِحَيْثُ يَصِفُ حَجْمَ الْعُضْوِ مَمْنُوعَةٌ وَلَوْ كَثِيفًا لَا تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْهُ. – رد المحتار : ج ٥ ص ٣٢١، كتاب الحظر والإباحة في النظر واللمس.

যদিও বলা হয় যে, টিভির স্ক্রীনে যেই চিত্র দেখা যায়, এটি প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। যদি তা মেনেও নেয়া হয়, তাহলেও উপরে বর্ণিত মন্দদিকটি এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এ কারণেই ইসলামি শরীয়তের বিধান হলো, যেভাবে বেগানা নারীর চেহারা দেখা জায়েয নয়, তদ্রুপ কোনো আয়না বা পানিতে তার প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া পড়লে সেই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব দেখাও জায়েয নয়।

الثَّانِي : لَمْ أَرَ مَا لَوْ نَظَرَ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ الْمِرْآةِ أَوْ الْمَاءِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ فَرْجٍ مِنْ مِرْآةٍ أَوْ مَاءٍ، لِأَنَّ الْمَرْئِيَّ مِثَالُهُ لَا عَيْنُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَظَرَ مِنْ زُجَاجٍ أَوْ مَاءٍ هِيَ فِيهِ لِأَنَّ الْبَصَرَ يَنْفُذُ فِي الزُّجَاجِ وَالْمَاءِ، فَيَرَى مَا فِيهِ وَمُفَادُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ الْمِرْآةِ أَوْ الْمَاءِ ، إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِالنَّظَرِ وَنَحْوِهِ شُدِّدَ فِي شُرُوطِهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحِلُّ، بِخِلَافِ النَّظَرِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَالشَّهْوَةِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ هُنَا وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ذَكَرَ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَهُمْ وَرَجَّحَ الْحُرْمَةَ بِنَحْوِ مَا قُلْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. – رد المحتار : ص : ٣٢٧، ج : ٥

অর্থাৎ যদি বেগানা নারীর প্রতিচ্ছায়া কাচ বা পানিতে পরিস্ফুট হয়, তাহলে তার বিধান কী? এ সম্পর্কে আল্লামা শামী রহ. বলেন, তার বিধান আমি সুস্পষ্টভাবে কোথাও পাইন। তবে ফিকাহবেত্তাগণ 'হুরমতে মুসাহারাত' অধ্যায়ে লিখেছেন, যদি নারীর শুধুমাত্র লজ্জাস্থানের প্রতিবিম্ব কাচ বা পানিতে পড়ে আর কেউ তা দেখে ফেলে তাহলে এর দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত

প্রমাণিত হবে না। কেননা এমতাবস্থায় মূল জিনিস দেখা হয়নি, বরং তার প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া দেখা হয়েছে। পক্ষান্তরে নারী যদি নিজেই কোনো কাচ বা পানিতে অবস্থান করে আর সেখানে তার লজ্জাস্থান দেখা যায়, তাহলে যে দেখবে তার সাথে হুরমতে মুসাহারাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কেননা এমতাবস্থায় এমন কাচ বা পানিতে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে এবং মূল জিনিসটিই চোখে পড়ছে।

উল্লেখিত আলোচনার সারাংশ হলো, যদি বেগানা নারীর প্রতিবিম্ব কোনো কাচ, আয়না বা পানিতে পড়ে, তাহলে তা দেখা হারাম নয়। কিন্তু উভয়টির মাঝে পার্থক্য হলো, দেখা বা স্পর্শ করার দ্বারা তখুনিই হুরমতে মুসাহারাত প্রজোয্য হবে, যখন তার সমস্ত শর্ত পাওয়া যাবে। কেননা নারীর ক্ষেত্রে আসল হলো, বিবাহ বৈধ হওয়া। তবে দৃষ্টির বিধান আলাদা। (অর্থাৎ তা হারাম হবে)। কেননা দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে ফেৎনা ও যৌনউত্তেজনার আশঙ্কায়। এখানে (অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দেখার সূরতে) সেই আশঙ্কা পুরোপুরি বিদ্যমান।

আল্লামা শামী রহ. বলেন, আমি শাফেয়ীদের কিতাব 'ফাতাওয়ায়ে ইবনে হজর' দেখেছি। সেখানে তিনি সেই আলোচনা এনেছেন। তাদের নিজেদের মতভেদের কথাও সেখানে বলেছেন। আলোচনা শেষে হারাম হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের সাথে একমত হয়েছেন। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। [ফাতাওয়ায়ে শামী : ৮/৩২৭]

যদি কেউ এই যুক্তি দেয় যে, টিভিতে এমন প্রোগ্রাম দেখানো হয়, যদ্বারা অনেক জ্ঞান লাভ হয়, তাহলে তাকে বলা হবে, এতে লাভের চে' ক্ষতি বেশি হয়। যা কুরআনুল কারীমের সেই মূলনীতি إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا -এর আওতায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বলেন,

وإن قال قائل أسمعها على معان أسلم فيها عند الله تعالى كـذبناه لان الشرع لم يفرق بين ذلك ولو جاز للأنبياء عليهم السلام، ولو كـان ذاللا عذاز لاجزنا سماع القيان لمن يدعي أنه لا يطربه وشرب المسكر لمن يدعي أنه لا يسكره، فلو قال عادتي أني متى شربت الخمر كففت عن الحرام لم يبح له، ولو قال عادتي اذا شهدت الامرد والأجنبيات وخلوت بهم اعتبرت في حسنهم لم يجزله ذلك، وأجيب ان الاعتبار بغير المحرمات اكثر من ذلك، وانما هذه طريقة من اراد بطريق عز وجل فيركب هواه فلا نسلم لاصحابها ولا نلتفت إليهم. — غنية الطالبين : ص : ٢٥

যদি কেউ বলে যে, নাজায়েয গান-বাদ্য শুনলে আমার আল্লাহর স্মরণের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও আবেগ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা শরীয়তপ্রবর্তক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গান-বাদ্য শোনার ক্ষেত্রে এমন কোনো বিভাজন সৃষ্টি করেননি। যদি এ ধরণের অজুহাত আর বাহানা গ্রহণ করা শুরু হয়, তাহলে আরেকজন এসে বলবে, আমি নর্তকীদের নৃত্য দেখে উত্তেজিত হই না, তাহলে তার জন্যে বলতে হবে, তোমার জন্যে নর্তকীদের গান–বাজনা জায়েয। আরেক জন এসে বলবে, আমি নেশাজাত দ্রব্য খেলে হুশ হারাই না, কাজেই তাকে বলতে হবে, তোমার জন্যে নেশা জায়েয। যদি কেউ এ কথা বলে যে, আমার অভ্যাশ হলো, আমি নেশা পান করলে সমস্ত হারাম কাজ থেকে সুরক্ষিত থাকি, এই অজুহাতে তার জন্যে নেশা পান জায়েয হতে পারে না। যদি কেউ বলে যে, আমি যখন সুন্দর অপ্রাপ্ত বালক আর বেগানা নারীদেরকে দেখি আর তাদের সাথে নির্জনে বসি, তখন আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতার কথা ভাবি আর কুদরতে মুগ্ধ হই, তাহলে এই অজুহাতে তার জন্যে এ কাজ জায়েয হতে পারে

না। তাকে বলতে হবে, এসব অজুহাত ছুড়ে ফেলো। হারাম জিনিস ব্যবহার করে নসীহত অর্জন করা, আল্লাহর কুদরতে মুগ্ধ হওয়ার বাহানা দেওয়া; এগুলো হারাম কাজ করা থেকেও অতি নিকৃষ্ট। এ সমস্ত লোকেরা হারাম আর অপকাজ করার জন্যে এ ধরণের ছুতো বের করে নিয়েছে। এরা মূলত তাদের প্রবৃত্তির অনুগামী ও অসৎ আত্মার পূজারী। আমরা তাদের এই অজুহাত শোনবো না, তাদের দিকে ফিরেও তাকাবো না। [গুনিয়াতুত তালেবীন : ২৫]

যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, টেলিভিশন হলো অবৈধ বিনোদন ও খেল-তামাশার যন্ত্র, কাজেই ঘরের ভেতর টিভি ও ভিডিও ক্যাসেট রাখা –যদি ব্যবহার না করাও হয়, তবুও– মাকরূহ এবং গুনাহের কাজ। ফিকাহর স্বতসিদ্ধ কিতাব 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'-এ বলা হয়েছে,

ولو أمسك في بيته شيئا من المعازف والملاهي كره، ويأثم، وإن كان لا يستعملها، لأن امساك هذه الأشياء يكون للهوى عـادةً. — خلاصـة الفتاوى : ج : ١، ص : ٣٣٨، كتاب الكراهية نوع في السلام.

'যদি কেউ তার ঘরে ঢোল-তবলা ইত্যকার বিনোদনযন্ত্র রাখে তাহলে মাকরূহ হবে এবং এতে তার গুনাহ হবে। যদিও সে তা ব্যবহার না করে। কেননা সাধারণত এগুলো অবৈধ বিনোদনের উদ্দেশ্যেই ঘরে রাখা হয়।

[খুলাসাতুল ফাতাওয়া : ১/৩৩৮]

একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সময় আল্লাহর দেয়া অনেক বড় নি'আমত। এর যতো মূল্যায়নই করা হোক, কমই হবে। টিভি ভিডিও দেখে আখেরাতের কোন উপকারটি হবে? বরং ক্ষতি হবে। আল্লাহর স্মরণ থেকে এটি যেমন গাফেল করে দেয়, তদ্রুপ আখেরাতের ভয়ও তাড়িয়ে দেয়। যেই জিনিস আল্লাহর স্মরণ আর মৃত্যু থেকে ভুলিয়ে দেয়, জীবনের আসল লক্ষ্য থেকে চ্যুত করে, তা অবশ্যই অলুক্ষণে আর অথর্ব। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْأِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ.

'ব্যক্তির ইসলাম সুন্দর হওয়ার আলামত হলে সে অর্থহীন ক্ষেত্রগুলো এড়িয়ে চলবে'।

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِر عَشَرَةَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ وَأَحْذَرُ النَّاسِ؟ قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ، أُوْلٰئِكَ هُمْ الأَكْيَاسُ، ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি একবার দশজন লোকের একজন হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। ইত্যবসরে জনৈক আনসারী এসে নবীজির কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর নবী! সবচে' বেশি বুদ্ধিমান ও সবচে' বেশি সচেতন ব্যক্তিটি কে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি অন্যদের চে' মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করবে এবং অন্যদের চে' যে ব্যক্তি বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। এ ধরণের ব্যক্তিরাই দুনিয়ার আভিজাত্য আর আখেরাতের সম্মান জয় করে।

কাজেই যেই সময় পাওয়া যায় তা মৃত্যু আর আখেরাতের প্রস্তুতির মধ্যে ব্যয় করা উচিৎ। অর্থহীন ও পরিণতিহীন কাজে ব্যয় করা ঠিক হবে না। কবি বলেছেন,

جز یاد دوست ہر چہ کنی عمر ضائع است

جز سر عشق ہر چہ بخوانی بطالت است

বন্ধুর স্মরণ বিনে যাহাই করিবে, তাহাই যাবে বৃথা।
প্রেমগদ্য বিনে যাহাই পড়িবে, তাহাই অসার কথা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে অর্থহীন অসার কাজ থেকে বাঁচার

তাওফীক দান করুন। সময়ের মূল্যায়ন করার সৌভাগ্য দিন। আমীন।

পরিশেষে আমি টিভির অপকারীতা সম্পর্কে এক জার্মান ডাক্তারের নিরীক্ষণ পেশ করছি। প্রবন্ধটি লাখনৌ থেকে প্রকাশিত 'সিদকে জাদীদ' ম্যাগাজিনের ২৪ আগস্ট ১৯৮৪ ঈ. সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন,

'স্কুল গামী বয়সে শিশুদেরকে টেলিভিশন দেখার অনুমতি দেয়া কোনোভাবেই ঠিক হবে না। কেননা এই টিভি দেখাটা তার ভেতর থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করার মানসিকতা নষ্ট করে দেবে। একসময় সে তার নিষ্পাপত্বও হারিয়ে ফেলবে। বস্তুর মৌলিকত্বে পৌঁছার যোগ্যতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'

শিশুদের মনস্তত্বে টিভি দেখার যেই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তার উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন,

একটি শিশু যখন টিভি দেখছে, তখন যদি তাকে বলা হয়, তোমার দাদা মারা গেছেন, তখন সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে, দাদাজানকে কে গুলি করেছে? টিভিতে সারাক্ষণ হত্যা আর অপরাধের দৃশ্য দেখার কুফলে আজ সে এই প্রশ্ন করেছে। মনস্তাত্ত্বিক ও মেধাবৃত্তিক যোগ্যতা বিনাশের সাথে সাথে এই টিভি শিশুদের স্বাস্থ্য বিশেষত তার দৃষ্টিশক্তির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে'।

এই ক্ষতিগুলো জ্বাজ্জল্যমাণ প্রমাণিত। কিন্তু আফসোসের কথা হলো, এতো সব আশঙ্কার পূর্বানুমান করে পশ্চিমা গবেষকগণ শিশুদের জন্যে যেই টিভির ব্যবহার নিষিদ্ধ করছেন, আমাদের দেশে সেই জিনিসকে ব্যাপক প্রচলিত করার জন্যে সরকারীভাবে চেষ্টা চলছে। এটিকে তারা গর্বের মনে করছে। সরকার শহরের মতো গ্রামেও টেলিভিশনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে।

আলোচনাটি 'ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া' : ১০/১৪৭ থেকে সংগ্রহীত।

গুনাহ্ থেকে বাঁচতে টিভি বিক্রি করে দেওয়া

আজকাল অনেকে তাদের ঘরে টিভি রাখে। এখন যদি কারো মনে এই গুনাহ থেকে বাঁচার প্রেরণা জাগ্রত হয় তাহলে তার জন্যে কি সেই জিনিস অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা জায়েয হবে? সেটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ কি তার জন্যে হালাল হবে?

এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল, যেহেতু টিভির অধিকাংশ ব্যবহার নাজায়েয পদ্ধতিতে হচ্ছে এবং এটি বর্তমানে অসংখ্য দ্বীনী ও পার্থিব অনিষ্টতা ও ফেতনার উপকরণ কাজেই আসল বিধান হল, এটি ঘরে রাখাও জায়েয নয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয নয়।

কিন্তু বর্তমান যুগে তার বৈধ ব্যবহারও সম্ভব। যেমন, প্রাণহীন জিনিস যথা, বিল্ডিং, স্থান, স্থাপনা, পার্ক, নদী সাগরের ঢেউ অথবা সুর্যোদয় ও সুর্যাস্তের দৃশ্য দেখার জন্য ব্যবহার করা যায়। অথবা মালপত্রের চেকিং এবং উড়োজাহাজসহ বিভিন্ন যানবাহনের সময়সূচি প্রদর্শন ও ঘোষণার জন্য ব্যবহার করা যায়। অথবা অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা যায়, কাজেই উক্ত জায়েয উদ্দেশ্যের জন্য ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে টিভি বিক্রয় করা হলে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং তার মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যও হালাল হবে।

পক্ষান্তরে টিভি যদি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা হয় যার সম্পর্কে প্রবল ধারণা হল সে ক্রয়কারী ব্যক্তি নাজায়েয কাজে ব্যবহার করবে তাহলে তার কাছে বিক্রয় করা জায়েয হবে না। গুনাহ্ হবে। কেননা এতে গুনাহের কাজে সহযোগিতা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ কারাহাতের সাথে হালাল হবে।

وفي خلاصة الفتاوي : ٣/١٠٠ : وبيع الغلام الأمرد مِمَّن يعلم أنه مِمَّن يعصي الله يكره، لأنه إعانة على معصية.

টিভি বিক্রয় করার আরেকটি জায়েয পদ্ধতি হল, তার সমস্ত পার্টস আলাদা করে পৃথক পৃথকভাবে বিক্রয় করে দিবে। এটিও জায়েয।

হযরত মুফতী আযম রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ. বলেন, যদি কোনো মুসলমান টিভি দেখার গুনাহে কাবীরা থেকে বাঁচার তাওফীক পান তার জন্য উচিত হল, টিভি ভেঙ্গে নষ্ট করে দেবেন। হ্যাঁ, তার মাঝে যদি এমন কোনো পার্টস থেকে থাকে যা অন্য কোনো জায়েয কাজে ব্যবহার করা যাবে তাহলে তা বের করে নিতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যে ব্যক্তি বা কোম্পানীর কাছ থেকে টিভি ক্রয় করেছিল, তার কাছে ক্রয়কৃত মূল্যে বা তার চেয়ে কমেও ফেরত দেয়া যেতে পারে। [আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/৩০৬]

ভিডিও, ফিল্ম ও ক্যাসেটের ব্যবসা

ব্লাঙ্ক ক্যাসেট অথবা যেসব ক্যাসেটে কুরআনুল কারীম, ওয়ায ও নসীহত অথবা এ জাতীয় কোনো ধর্মীয় মাযহাবী বা আত্মশুদ্ধিমূলক প্রোগ্রাম টেপ করা আছে অথবা এমন কোনো রেকর্ড যা শরীয়তপরিপন্থী নয়, এ সব ক্যাসেটের কারবার নিঃসন্দেহে জায়েয এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জীবিকাও হালাল। আর যে সব ক্যাসেটে গান, বাদ্য, ঢোলক, একতারা, হারমোনিয়ম এবং মিউজিকের টেপ হয়; সেসব ক্যাসেটের কারবার গুনাহের কাজে সহযোগিতার ভিত্তিতে নাজায়েয ও হারাম। তার মাধ্যমে প্রাপ্ত জীবিকাও হালাল নয়।

এছাড়া কোনো ছবি যদি কাগজ বা এ জাতীয় বস্তুর উপর এমনভাবে অঙ্কিত হয় যে, সাধারণ দৃষ্টিতে চোখে পড়ে তাহলে অবশ্যই তা নিষিদ্ধ তাসবীরের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কারণে তার ব্যবসা নাজায়েয এবং তার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থও হারাম।

ভিডিও ক্যাসেটও সত্ত্বাগতভাবে কোনো হারাম পণ্য নয়। তার মাঝে জায়েয বিষয়ও রেকর্ড করা যায়। যেমন, প্রাণহীন জিনিসের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা এমন শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, যার মাঝে কোনো প্রাণীর ছবি নেই, তাহলে ভিডিও ক্যাসেট ও তার ভেতর রেকর্ড জিনিস; উভয়টির ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং তার মাধ্যমে উপার্জনও হালাল।

আর যদি ভিডিও ক্যাসেটের ভেতর কোনো অনৈসলামিক, অগ্রহণযোগ্য ও অশ্লীল প্রোগ্রাম গচ্ছিত থাকে যেমন, ফিল্ম, গান-বাজনা, প্রাণীর ছবি ইত্যাদি তাহলে তার বিধানও ক্যাসেটের বিধানের মত। অর্থাৎ তার ভেতর

গচ্ছিত শরীয়ত পরিপন্থী জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয এবং তার মূল্যও হারাম। তবে মূল ক্যাসেটের মূল্যকে নাজায়েয বলা যাবে না।

আর যদি তার মাঝে ধর্মীয় প্রোগ্রাম থাকে, যা আলোকরশ্মির সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাহলে যদিও এটির ছবি হওয়া নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতদ্বৈততা রয়েছে, তারপরও সতর্কতাবশত এধরণের কারবার না করাই উত্তম। যদি এগুলোর ব্যবসার মাধ্যমে আয় রোজগার হয়, তাহলে সতর্কতাবশত তা সদকা করে দেবে। আর যদি ব্লাঙ্ক তথা খালি ক্যাসেটের ব্যবসা হয়, তাহলে যেহেতু তার অধিকাংশ ব্যবহার গুনাহের কাজে হয়ে থাকে, এজন্যে এক্ষেত্রে দেখা হবে, দোকানদারের নিয়্যত ও ইচ্ছা কী? যদি তার ইচ্ছে এটাই হয় যে, এর দ্বারা গুনাহের কাজ হোক, তাহলে এটি 'পাপ' ও 'পাপকাজে সহায়তা' অনুচ্ছেদের অধীনে পড়ায় নির্ঘাত হারাম হবে। এর দ্বারা উপার্জিত অর্থও হারাম হবে। আর যদি গুনাহের ইচ্ছা না থাকে, তবে এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করছে, যার সম্পর্কে প্রবল ধারণা হলো, সে এটিকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করবে, তাহলেও তার কাছে বিক্রয় করা জায়েয হবে না। বিক্রয় করলে গুনাহ হবে। কেননা এতে গুনাহের কাজে সহযোগিতা হচ্ছে। এমতাবস্থায় তার বিক্রয়লব্ধ লাভ কারাহাতের সাথে হালাল হবে। আর যদি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, যার সম্পর্কে প্রবল ধারণা হলো, সে তা জায়েয কাজে ব্যবহার করবে, তাহলে তা জায়েয এবং এমতাবস্থায় উপার্জিত আয় নিঃসন্দেহে হালাল হবে।

অতিরিক্ত জানতে দেখুন, জাওয়াহিরুল ফিকহ : ২/৪৪৭ ও জাদীদ তিজারত : ৮৪।

ফটোগ্রাফির যন্ত্র ভাঙার বিধান

কোনো ফটোগ্রাফার নাজায়েয ফটোগ্রাফির কাজ করছে। এমতাবস্থায় অন্য কোনো ব্যক্তি যদি অসৎ কাজ থেকে বাঁধা দেয়ার দায়িত্ব পালন করে তার সেই যন্ত্রসমূহ ভেঙে দেয়, তাহলে ইসলামি শরীয়তমতে তার বিধান কী? তার ওপর কোনো জরিমানা বর্তাবে কি না?

হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ. পাপের উপকরণ ভেঙে ফেলা সম্পর্কিত এক ফাতাওয়ায় লিখেছেন,

পাপের উপকরণ ভেঙে দেয়া জায়েয। নিম্নের তিন অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে কেউ ভেঙে দিলে তার ওপর জরিমানা আসবে না।

১. এই যন্ত্র অবৈধ খেল-তামাশা ও বিনোদন ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না।
২. ইমামের অনুমতিতে ভেঙেছে।
৩. খেল-তামাশা ও বিনোদনের যন্ত্রটি গায়কের হাতে রয়েছে এবং মদের মটকা মদবিক্রেতার হাতে রয়েছে।

যদি কোথাও উক্ত তিন সূরত না পাওয়া যায়, অর্থাৎ যদি সেই যন্ত্রটি এমন হয় যে, জায়েয ও নাজায়েয উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, ইমামের অনুমতি না থাকে, অথবা মদবিক্রেতার হাতে জিনিসটি বিদ্যমান না হয়, তাহলে জরিমানা বর্তাবে কি না? এ নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে কাঠের যেই অংশটি যন্ত্রের কাজে আসবে না, তার মূল্য ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। তাদের অভিমতের ওপরই ফাতাওয়া।

لفساد الزمان وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قَوْلُهُ وَقَالَ إلَخْ) هَذَا الاخْتِلَافُ فِي الضَّمَانِ دُونَ إبَاحَةِ إتْلَافِ الْمَعَازِفِ، وَفِيمَا يَصْلُحُ لِعَمَلٍ آخَرَ وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا اتِّفَاقًا، وَفِيمَا إذَا فَعَلَ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ اتِّفَاقًا، وَفِي غَيْرِ عَوْدِ الْمُغَنِّي وَخَابِيَةِ الْخِمَارِ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْسِرْهَا عَادَ لِفِعْلِهِ الْقَبِيحِ. الخ. – رد المحتار/كتاب الحظر والإباحة : ١/١٣٤، أحسن الفتاوى : ٢٦٣/٨

ভিডিও গেমসের শরয়ী বিধান

পশ্চিমা দেশগুলো জয় করে এখন আমাদের দেশেও ভিডিও গেমসের ব্যাপক প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছে। যারা এই গেমস খেলেছে এবং যারা

প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের সূত্রে যতোটুকু জানা গেছে, সেই বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে আমরা কিছু কারণ বের করেছি। যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই খেলাটিও জায়েয নয়। কারণ হলো,

১. এই খেলাটিতে দ্বীনি ও দৈহিক কোনো উপকার নেই। যেই খেলার মধ্যে দ্বীনি ও দৈহিক কোনো উপকারীতা নেই, সেই খেলা জায়েয নয়।

২. এর মাঝে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে। এটি আল্লাহর স্মরণ থেকেও গাফেল করে দেয়। এমনকি এর কারণে নামাযের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ওপরও গাফলতি চলে আসে। এমনও দেখা গেছে যে, রমাযানুল মুবারকে তারাবীহ ছেড়ে এই খেলার মধ্যে মত্ত হয়ে আছে।

৩. এর বড় একটি ক্ষতি হলো, এই খেলার অভ্যাশ হয়ে গেলে পরবর্তীতে তা ছাড়া মুশকিল হয়ে যায়।

৪. অনেকগুলো গেমে ছবি ও ভিডিও থাকে। তার চিত্রগুলো খুবই স্পষ্ট হয়ে থাকে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয।

৫. এই খেলাটির মাধ্যমে বালকেরা মনের খুশি ও স্বাদ লাভ করে। অথচ কোনো নাজায়েয জিনিস থেকে মজা নেওয়াও শরীয়তমতে হারাম। অনেক ফিকাহবিদ তো একে কুফরি বলে অভিমত পেশ করেছেন।

এছাড়াও এই খেলাটির কারণে শিশুদের মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়। তার পড়ালেখার খুবই ব্যাঘাত ঘটে। এই খেলায় মত্ত হয়ে গেলে পড়ালেখা সহ অন্যান্য গঠনমূলক কাজে তার মনে আগ্রহ থাকে না। উক্ত কারণসমূহ বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, এই খেলাটিও আল্লাহ তা'আলার নিম্নের নির্দেশের আওতায় পড়ছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ٭ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

'একশ্রেণীর মানুষ আছে, যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মনোরঞ্জক গান, বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করে এবং একে তারা প্রমোদরূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি'। [সূরা লুকমান : ৬]

হযরত হাসান রহ. বলেন, উল্লেখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ 'মনোরঞ্জক গান-বাদ্যযন্ত্র বলতে বুঝানো হয়েছে, প্রত্যেক ঐ জিনিস, যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তার স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। যেমন, উপকারীতাশূন্য খেল-তামাশা, অর্থহীন গাল-গল্প, হাসি-ঠাট্টা ও বাজে কথার মাঝে লিপ্ততা এবং গান-বাদ্য ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে তার বিধান ব্যাপক থাকবে। কাজেই যে খেলাতেই অনর্থক অর্থ ও সময়ের অপচয় ঘটবে, সেই খেলাটি উক্ত আয়াতের নিন্দের আওতায় পড়বে। যেহেতু ভিডিও গেমসের মাঝে উক্ত অনিষ্টতাগুলো রয়েছে, এ কারণে এই খেলাটি নাজায়েয। এর মাঝে সময় ও অর্থ ব্যয় করাও নাজায়েয।

[আপ কে মাসাইল : ৭/৩৩৬]

সিডির ছবির বিধান

যেমনটি পূর্বেই আমরা জেনেছি যে, বর্তমান যুগে টিভিতে প্রচারিত প্রোগ্রামে সাধারণত নাচ-গান, ড্রামা অথবা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দৃশ্য কিংবা যৌন অসভ্যতার নানা রকম চিত্র থাকে, এধরণের প্রোগ্রাম চারিত্রিক অধপতন ও নৈতিক অবক্ষয়ের পতাকাবাহী এবং মানবসমাজ বিধ্বংসী হওয়ার কারণে শরীয়তের আলোকে এ ধরণের প্রোগ্রাম দেখা হারাম হওয়ার ওপর উলামায়ে কেরাম একমত। এ কারণেই ঘরে টিভি রাখা ও তা ব্যবহার করাকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি কেউ অজ্ঞতাবশত ক্রয় করে নেয়, তাহলে তাকে এই পরামর্শ দেয়া হবে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই অভিশাপ এখুনি ঘর থেকে বের করে দিন; যাতে করে আপনার ও আপনার সন্তানদের জীবন শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে অতিবাহিত হয়। এ ধরণের অশ্লীল প্রোগ্রাম কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে দেখাও জায়েয নয়। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর ওপরও উলামায়ে কেরাম একমত। এ কারণে সমস্ত মুসলমানদের কর্তব্য হলো, অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে শরীয়তপরিপন্থী কাজকর্ম করা

থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেঁচে থাকুন এবং শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানাবলীর ওপর আমল করুন।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তা হলো, যদি এমন কোনো অশ্লীল প্রোগ্রাম না থাকে, বরং সেখানে কোনো দ্বীনি প্রোগ্রাম থাকে যেমন, কোনো ওয়ায-নসীহতের জলসা হয়, অথবা কুরআন তিলাওয়াতের মাহফিল হয় অথবা কোনো জিহাদী প্রশিক্ষণের ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারী হয় অথবা হজের প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম হয়, এধরণের দ্বীনি প্রোগ্রাম সিডিতে সংরক্ষণ করে, কম্পিউটার বা টিভি স্ক্রীনে দেখার বিধান কী? এমতাবস্থায় তো একমাত্র ছবি তোলা ও ছবি প্রদর্শণ ছাড়া অন্য কোনো অনিষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, যেহেতু প্রাণীর ছবি তোলা, সেই ছবি ব্যবহার করা এবং দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয, এ জন্যে দ্বীনি প্রোগ্রামের ওপরও মুভি তৈরি করা ও সিডির ভেতর সংরক্ষণ করা হারাম। টিভি অথবা কম্পিউটারের স্ক্রীনে এ ধরণের প্রোগ্রাম দেখা নিষিদ্ধ।

পক্ষান্তরে কিছু আলেমের অভিমত হলো, স্ক্রীনে যেই দৃশ্যগুলো দেখা যাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রিন্ট না নেয়া হবে অথবা অন্য কোনো পোক্ত পদ্ধতিতে কোনো জিনিসের ওপর অঙ্কণ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 'তাসবীর' বা ছবি বলা যাবে না। কাজেই দ্বীনি প্রোগ্রামের ওপর নির্মিত সিডি দেখার অনুমতি দেয়া উচিৎ।

কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম প্রিন্ট দেয়া ছবি আর স্ক্রীনে ফুটে ওঠা ছবির মধ্যে কোনো রূপ পার্থক্য করেন না; 'তাসবীর'-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার ভিত্তিতে এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; উপরন্তু সাধারণ পরিভাষাতেও উভয় ছবির মাঝে কোনো রূপ পার্থক্য করা হয় না; বিজ্ঞানের রথি-মহারথিদের বিশ্লেষণ অনুযায়ীও তাকে 'তাসবীর'ই বলা হয়; এ কারণে যেভাবে প্রিন্ট দেয়া ছবি বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করা নাজায়েয, তদ্রুপ ভিডিও, অডিও, সিডির ব্যবহারও নিষিদ্ধ। যেহেতু কিছু উলামায়ে কেরাম এটির নিষিদ্ধ 'তাসবীর' হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, এ কারণে আমরা স্ক্রীনে ফুটে ওঠা ছবি আর সাধারণ ছবির মাঝে

কোনো পার্থক্য না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণসমূহের আলোকে প্রমাণিত করতে যাচ্ছি; যাতে করে মুসলিম উম্মাহ টিভি, ভিসিআর, ক্যাবল, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ফিৎনা থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়; যেনো তারা ছবি দেখা ও দেখানোর গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকেন।

'তাসবীর'-এর শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

তাসবীর [تصوير] শব্দটি বাবে তাফঈল [باب تفعيل] এর মাসদার [مصدر] এবং সূরত [صـــورت] শব্দ থেকে নির্গত। আরবী শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র অনুযায়ী এটি সপ্ত প্রকারের মধ্য হতে আজওয়াফ [اجـــوف] শ্রেণিভুক্ত। কোনো কল্পিত ও ধারণাশ্রিত বিষয়কে যেমন তাসবীর [تصـــوير] বলা হয়, তদ্রূপ কোনো বস্তুগত [مـــادي] জিনিসের আকৃতি ব্রেনের ভেতর নিয়ে আসাকেও তাসবীর [تصوير] বলা হয়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, এটি তার চূড়ান্ত রূপে পৌঁছুতে হবে। مجســـمة [মূর্তি, প্রতিমা। প্রস্তর বা ধাতু নির্মিত প্রতিকৃতি]-কে সূরত [صـــورت] এজন্যেই বলা হয় যে, শিল্পী, ভাস্বর বা চিত্রকর যাই বলুন, তিনি সর্বপ্রথম কোনো বস্তুর কল্পনা করেন, এরপর সেই মুতাবেক تمثـــال [মূর্তি, প্রতিমা] তৈরি করেন। যখন তিনি তাকে চূড়ান্ত রূপ দেন, তখন তাকে সূরত [صورت] বলা হয়। কাজেই কেমন যেনো সূরত [صـــورت] ও মিসাল [مثـــال] আভিধানিক অর্থের বিচারে সমার্থবোধক বা কাছাকাছি অর্থবোধক। এভাবে যে, উভয়টির মাঝে স্থানান্তর পাওয়া যায়। যেমন, مثـــل فـــلان ওই সময় বলা হয়, যখন ব্যক্তি তার স্থান থেকে সরে যায়। صار الأمـــر এর অর্থ ঠিক তাই। এ কারণে পাথর ইত্যাদির খোদাই করা প্রতিমূর্তিকে مجســـمة [মুজাস্‌সামাহ]ও বলা হয়, تمثـــال [তিমসাল]ও বলা হয়, আবার صـــورت [সূরত]ও বলা হয়।

শায়খ আবূ হাতেম ইবনে হামদান রাযী [মৃত ৩২২ হি.] তাঁর অনবদ্য রচনা الزينـــة في الكلمـــات الإســـلامية العربيـــة [আয যীনাহ ফিল কালিমাতিল

ইসলামিয়্যাতিল আরাবিয়্যাহ] এর باب المصـــور [বাবুল মুসাওয়ার] অধ্যায়ে লিখেছেন,

وتكون الصورة معناها المثال، ومنها قيل للتماثيل تصاوير، لأنها مثلث على مثال الصور، فكأنّ كل أمر اذا انتهى إلى غايته وتمامـــه ظهـــرت صورته وبرز مثاله ويقال : كيف صورة هذا الأمر؟ أ: كيف مثاله؟ – ص : ٥٩ الجزء الأول، مطبوعة القاهرة من ١٩٥٧

লেখক সেই অর্থ ও ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট করে তুলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস. إنّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلـــى صُـــوْرَتِه-এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,

فلما صارت إلى التمام والغاية ابرزها تامه فسماها صورة لأنها صارت مثالا تاما. – ص : ٦١

অর্থাৎ যখন হযরত আদম আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামের সৃষ্টি তার চূড়ান্ত রূপে পৌঁছে, তখন তার ওপর সূরত [صورت] শব্দের প্রয়োগ যথাযথ হয়। যেহেতু এই সূরত [صـــورت] খুবই দৃষ্টিনন্দন ছিলো আর আল্লাহ তা'আলার নীতিই হলো, তিনি প্রতিটি সুন্দর জিনিসের সম্বন্ধ নিজের দিকে যুক্ত করেন, এজন্যে তিনি বলেছেন, إنّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلى صُـــوْرَتِه. । কারণ হলো,

لأنه ينسب إلى الله عز وجل من كل شيئ أشرفه وأفضـــله فكانـــت صورة آدم أحسن الصور وأشرفها. – ج : ١، ص : ٦٠

مصور الله এর কারণ দর্শিয়ে তিনি লিখেছেন,

فسمّي عزّ وجلّ نفسه مصوّرا، لأنه ابتداء تقدير الخلائق في الـــدنيا، وهو يتمّمها حتى تصير إلى غاياها التي خلقت لها في الآخرة، فتظهـــر صور الخلائق التي صارت إليها فهو المصوّر جلّ وتعالى، لا صورة له،

لأنه خالق الصّور، ولأنّه لا غاية له ولا مثال، بل هو منشئ الصّـــور والأمثلة في غاياتها تبارك الله والمصوّر.

এর বিপরীতে যখন ব্রেনের ভেতর কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের কল্পনা করা হয়, তখন তার ওপরও সূরত [صورت] শব্দের প্রয়োগ হয়। মানতিক, দর্শন শাস্ত্রের রথি-মহারথি এমনকি উলামায়ে কেরামের কাছেও একটি জ্ঞানসম্পর্কিত পরিভাষা হিসেবে সূরত [صورت] শব্দটির অর্থ সুবিদিত। যার সারকথা হলো, শাব্দিক, পারিভাষিক ও শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সূরত [صورت] ও তিমসাল [تمثال] শব্দদু'টি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ ও বোধ লালন করে।

কাগজ, কাপড় বা অন্য কোনো জিনিসের ওপর অঙ্কিত আকৃতিকেও সূরত [صـــورت] ও তিমসাল [تمثـــال] বলা হয়। তা প্রাণবিশিষ্ট হোক বা না হোক; কোনো পার্থক্য নেই।

উক্ত আলোচনার সমাপ্তি টেনে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তাসবীর [تصـــوير] শব্দটির শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, প্রিন্টের ছবি আর স্ক্রীনের ওপর দৃশ্য ছবির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টির বিধান এক। আর তা হলো, নিষিদ্ধ তাসবীর [تصوير] এর মাঝে উভয়টি অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ

আমরা যখন আলোচিত মাসআলাটি নিয় বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হই, তখন দেখতে পাই যে, তারাও আমাদের সাথে একমত হয়েছেন। তাদের বক্তব্যও হলো যে, ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি আর হাতে আঁকা ছবির মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এখানে আমরা দু'জন বিজ্ঞান বিশ্লেষকের গবেষণা পেশ করছি। একজন হলেন, জনাব আলীম আহমাদ সাহেব। তিনি করাচি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'গ্লোবাল সাইন্স'-এর প্রধান সম্পাদক।

জনাব আলীম আহমাদ সাহেব

প্রধান সম্পাদক
'মাসিক গ্লোবাল সাইন্স', করাচি

ফটো তোলা অথবা ফটোগ্রাফি (Photografhy)-এর অধীনের ডিজিটাল উপকরণ যেমন সিডি, ফ্লপিডিস্ক এবং হার্ডডিস্ক প্রভৃতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরছি :

১. প্রথম যুগের ক্যামেরা আবিস্কার করার সময় ইমেজ ফরমেশন (Image Formation)-এর যেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক মূলনীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, আজকের ডিজিটাল ক্যামেরাই বলেন বা প্রচলিত অন্য কোনো ক্যামেরার কথাই বলেন, সবখানে ইমেজ ফরমেশনের সেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক মূলনীতি কাজ করছে। অর্থাৎ ইমেজ ফরমেশনের মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আসেনি। সময়ের সাথে সাথে ক্যামেরায় ইমেজের অবস্থানের বৈশিষ্ট্যে অবশ্যই পার্থক্য এসেছে, কিন্তু তার কাজের পেছনের দিক, গঠনপ্রকৃতির মূল কাঠামো এখনও সেটাই রয়ে গেছে, যা আজ থেকে এক শ' বা সোয়া শ' বছর পূর্বে যেমন হয়ে থাকতো।

২. প্রাথমিক যুগে ক্যামেরায় তোলা ইমেজ সংরক্ষণ করার কাজ

ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর সরাসরি করা হতো। আর আজকালকের সচরাচর ব্যবহৃত ক্যামেরায় তোলা ছবি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ভেতর সংরক্ষণ করা হয়। ক্যামেরায় বসানো ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ওপর একটি বিশেষ ধরণের রসায়নিক পদার্থের নিচে বসানো হয়, যেগুলো খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা (Grains)-এর আকারে হয়। যখন ক্যামেরার ভেতর প্রবেশ করা আলো সেই দানার ওপর পড়ে তখন এই দানাগুলো নিজেদের রসায়নিক পদার্থ বদলে নেয় আর এভাবে ইমেজটি সেখানে সংরক্ষিত হয়ে যায়।

ভিডিও ক্যামেরা আর আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরায় ইমেজ তৈরি কারী আলোকে ইলেক্ট্রিক সিগনাল (Electronic Signals)-এ পরিবর্তন করে তার সাথে যুক্ত ইলেক্ট্রোম্যাগনিক টেপ (Electromagnetic Tape) যথা, ভিডিও টেপ অথবা অন্য কোনো মাধ্যম যেমন, ফ্ল্যাশ, মেমোরি অথবা ডাস্টের ওপর ডিজিটাল অবস্থায় সংরক্ষণ করে নেয়া হয়।

৩. ভিডিও ক্যামেরা অথবা ডিজিটাল ক্যামেরায় সংরক্ষিত ইমেজ যদিও গঠনপ্রণালী অথবা বাহ্যিক বিবেচনায় ছবি হয় না, কিন্তু অর্থগত ও সদৃশ্যগতভাবে সেটি ইমেজই হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যা হলো, যখন ইমেজ প্রকাশ করার সময় হয়, তখন তাকে প্রথমে ঠিক যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, ঠিক সেই ইমেজের আকারেই প্রকাশিত হয়। অন্য কোনো সূরতে প্রকাশিত হয় না। এ কারণেই বিজ্ঞানের বিশেষ পরিভাষায় সেই কোড্স (Codes)-এর ভেতর লুকায়িত ইমেজকে ইমেজই বলা হয়।

৪. উক্ত থিউরি আরেকটু খোলাসা করে বলছি। আজকাল ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত স্থির ও সচল চিত্র একটি বিশেষ ধরণের কোডস (Codes) বা ফরমেট (Farmats)-এর আকারে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন, mpeg, tiff, bmp, wmf, jpeg, gif ইত্যাদি। যখন এই ফরমেটে ধারণকৃত তথ্য প্রকাশ করার সময় হয়, তখন সেটি একমাত্র ছবির আকারেই প্রকাশিত হয়। যদি তাকে অন্য কোনো আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করাও হয়, তাহলে প্রথমত সেটি তো প্রকাশ হবেই না। আর

যদি প্রকাশিত হয়ও, তাহলে নির্ঘাত অর্থহীন ও অপক্ষেত্র রূপে দেখা যাবে। যার দ্বারা এটাই বুঝে আসে যে, ডিজিটাল মাধ্যমে ধারণকৃত ইমেজকে খোদ কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষাতে ছবিই বলা হয়, অন্য কিছু নয়।

৫. কোনো ইমেজ প্রকাশ করার তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তর হলো, ফটোগ্রাফিক প্লেট/ফিল্ম, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টেপ অথবা কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষিত যে কোনো ইমেজ চূড়ান্ত স্তরে এসে বাহ্যিক ও অর্থগত, উভয়দিক বিবেচনায় ইমেজই হয়, চাই সেটিকে টিভি স্ক্রীনে প্রকাশ করা হোক অথবা কম্পিউটার মনিটরে প্রদর্শণ করা হোক, কিংবা সাধারণ কাগজে ছাপা হোক কিংবা ফটোগ্রাফিক পেপারে প্রিন্ট দেয়া হোক।

৬. এক্ষেত্রে একটি বেশ বড় ও ব্যাপক ভুল সংশোধন করা সঙ্গত মনে করছি। অনেকে মনে করে, কম্পিউটারে সকল কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। এটি কোনোভাবেই ঠিক নয়। কম্পিউটার তার নিজের কোনো কাজ নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম নয়। বরং কোনো মানুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী (যাকে পরিভাষায় কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলা হয়) মানুষের আবিস্কৃত যন্ত্র ও উদ্ভাবিত মাধ্যমের সাহায্যে কাজ করে কোনো পরিণতি পেশ করে।

৭. সবশেষে একটি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সমীচিন মনে করছি। তা হলো আমরা এতোক্ষণ যেই সব পরিভাষা ব্যবহার করেছি, এর সবগুলোই সাইন্সি ও টেকনিক্যাল পরিভাষা। কাজেই তার থেকে সেই বোধও বেরিয়ে আসবে, যা সাইন্স সম্মত হবে। কাজেই এমন কোনো পরিভাষা যদি দ্বীনি কোনো পরিভাষার সাথে সদৃশ্য রাখ, তাহলে তাকে কখনই দ্বীনি পরিভাষায় বিকল্প মনে করা যাবে না।

আলীম আহমাদ
প্রধান সম্পাদক. মাসিক গ্লোবাল সাইন্স, করাচি
৪/৫/২০০৪ ঈ.

জনাব তাফসীর আহমাদ

সিনিয়র ডিপ্লোমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার. উরদূ গবেষণা বিভাগ
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ কম্পিউটার এন্ড ইমার্জিং সাইন্স, লাহোর

তাসবীর বা প্রতিচ্ছবি, যাকে সাধারণ পরিভাষায় ফটোগ্রাফি () বলা হয়, তাকে অবশ্যই তিনটি স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়।

প্রথমটি হলো, ইমেজের ধারণ বা ফরমেশন (Formation)।
দ্বিতীয়টি হলো, ধারণকৃত ইমেজের সংরক্ষণ বা প্যারসিসটন্স (Persistence)।
তৃতীয়টি হলো, ইমেজের প্রকাশ বা প্রেজেন্ট্যাশন (Presentation)।

প্রথম যুগের ক্যামেরা আবিস্কার করার সময় ইমেজ ফরমেশন (Image Formation)-এর যেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক মূলনীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, আজকের ডিজিটাল ক্যামেরাই বলেন বা প্রচলিত অন্য কোনো ক্যামেরার কথাই বলেন, সবখানে ইমেজ ফরমেশনের সেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক মূলনীতি কাজ করছে। অন্যভাবে বললে, ইমেজ ফরমেশনের মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আসেনি। চাই সচরাচর প্রচলিত ক্যামেরা দিয়েই ছবি তোলা হোক অথবা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ফটোগ্রাফি করা হোক।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আয়না বা পানিতে তৈরি ছবি আর ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণকৃত ছবি পরস্পরে ভিন্ন।

আয়না বা পানিতে তৈরি ছবি স্ক্রীন (Screen)-এ প্রদর্শণ করা যায় না। এজন্যে তাকে ভার্চুয়াল ইমেজ (Virtual Image)ও বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ক্যামেরায় তোলা ছবি পর্দায় প্রদর্শণ করা যায়। এ কারণে তাকে রিয়্যাল ইমেজও (Real Image) বলা হয়।

এখানে স্ক্রীন (Screen) বলতে উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো ফিজিক্স্রিয়াল

(Physical) মাধ্যম, যার ওপর ইমেজ প্রদর্শণ করা যায়। যেমন, ফটোগ্রাফিক প্লেট অথবা ফটোসেনসেটিভ ডটস (Photosensitive Diodes) সমৃদ্ধ সিসিডি স্ক্রীন (CCD Screen) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় যে বিষয়ের কথা বলা হলো অর্থাৎ ধারণকৃত ইমেজের সংরক্ষণ বা প্যারসিসটন্স (Persistence)। সময়ের সাথে সাথে এটি বদলাতে থাকে। প্রথম দিকে এই কাজটি সরাসরি ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ওপর সরাসরি করা হতো। প্রচলিত ক্যামেরায় এখনো সেই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

ক্যামেরায় বসানো ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ওপর একটি বিশেষ ধরণের রসায়নিক পদার্থের তলানি বসিয়ে দেয়া হয়। যা খুবই খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা (Grains)এর আকারে হয়ে থাকে। যখন ক্যামেরার ভেতর প্রবেশ করা আলো এই দানার ওপর পড়ে তখন এই দানাগুলো তার রসায়নিক পদার্থ বদলে ফেলে। আর এভাবে তার ওপর ইমেজটি সংরক্ষিত হয়ে যায়।

ভিডিও ক্যামেরা আর আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরায় প্রবেশকারী আলোকরশ্মির ইলেক্ট্রিক সিগনাল (Electronic Signals)-এ পরিবর্তন করে তার সাথে যুক্ত ইলেক্ট্রোম্যাগনিক টেপ (Electromagnetic Tape) যথা, ভিডিও টেপ অথবা অন্য কোনো মাধ্যম যেমন, ফ্ল্যাশ, মেমোরি অথবা ডাস্টের ওপর ডিজিটাল অবস্থায় সংরক্ষণ করে নেয়া হয়।

ভিডিও ক্যামেরা অথবা ডিজিটাল ক্যামেরায় সংরক্ষিত ইমেজ যদিও গঠনপ্রণালী অথবা বাহ্যিক বিবেচনায় ছবি হয় না, কিন্তু অর্থগত ও সদৃশ্যগতভাবে সেটি ইমেজই হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যা হলো, যখন ইমেজ প্রকাশ করার সময় হয়, তখন তাকে প্রথমে ঠিক যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, ঠিক সেই ইমেজের আকারেই প্রকাশিত হয়। অন্য কোনো সূরতে প্রকাশিত হয় না। এ কারণেই বিজ্ঞানের বিশেষ পরিভাষায় সেই কোড্স (Codes) এর ভেতর লুকায়িত ইমেজকে ইমেজই বলা হয়।

তৃতীয় যে স্তরের কথা বলা হলো, সেটি হলো ইমেজের প্রকাশ বা

প্রেজেন্ট্যাশন (Presentation)। ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্ম, ইলেক্ট্রিক সিগনাল (Electronic Signals) অথবা কেনো ডিজিটাল মাধ্যম (Digital Medium) এ সংরক্ষিত কোনো ইমেজ যখন প্রকাশ করার স্ত রে পৌঁছে, তখন সে বাহ্যিক ও মৌলিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিই হয়ে যায়। চাই তাকে টিভি স্ক্রীনে প্রদর্শন করা হোক, বা কম্পিউটার মনিটর অথবা ফটোগ্রাফিক পেপারে বের করা হোক।

এখানে একটি কথা খোলাসা করা সঙ্গত মনে করছি যে, টিভি স্ক্রীন অথবা কম্পিউটার মনিটরে যেই ইমেজ তৈরি হয়, যদিও সেটি বিন্দু (Dots) আর পিক্সেল (Pixols)-এর সমষ্টির মাধ্যমে তৈরি হয়। কিন্তু বিন্দু (Dots) আর পিক্সেল (Pixols) এর এই ধারণা নতুন কিছু নয়। যদি সাধারণ ছবি অর্থাৎ কাগজে মুদ্রিত ছবির ব্যাপারটি ধরা হয়, তাহলে তাকেও অনেকগুলো বিন্দুর সমষ্টি বলতে হবে। তাকেই যখন কম্পিউটারের স্ক্রীনে প্রদর্শন করা হবে, তখন সেই বিন্দুকে পিক্সেল বলা হবে। এছাড়া কম্পিউটার স্ক্রীনে প্রকাশিত ছবিকে কাগজের ওপর সেভাবেই প্রিন্ট দেয়া যায় যেভাবে সাধারণ কোনো ছবিকে কাগজে ফুটিয়ে তোলা যায়। কাজেই সারকথা হলো, প্রদর্শণের সময় ডিজিটাল ছবি আর সাধারণ ছবির মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না।

তাফসীর আহমাদ

সিনিয়র ডিপ্লোমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার. উরদূ গবেষণা বিভাগ
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ কম্পিউটার এন্ড ইমার্জিং সাইন্স, লাহোর

আকাবির উলামার ফাতাওয়া

বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী প্রমাণিত হলো যে, ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকরা ছবির সাথে আসল ছবির মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধতার মাঝে উভয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখন আমরা সিডি, ভিডিও ও মুভি সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধমালা পেশ করছি; যা তাঁদের লেখা ফাতাওয়ার বিভিন্ন কিতাবে গ্রন্থবন্ধ রয়েছে।

আশা করি এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ সঠিক পথের নির্দেশনা পেয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত সিডি ও ভিডিওর স্থির ও সচল চিত্র সম্পর্কে আমাদের মাঝে যেই উদাসীনতা রয়ে গেছে, আশা করি আমরা তাথেকে তাওবা করার সুযোগ হবে এবং আগামীতে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হবো।

আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করছি, তিনি মুসলিম উম্মাহকে টিভি, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ফেৎনা থেকে নিরাপদ রাখুন এবং অধমের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা কবূল করে নিন। আমীন।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إلاَّ بِاللهِ.

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ.

মুফতীয়ে আযম, পাকিস্তান

بسم الله الرحمن الرحيم

عن أبي مالك الأشعري قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَشْرَبَنَّ نَاس مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا، يُعْزَف عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِف وَالْمُغَنِّيَات، يَخْسِف اللَّه بِهِمْ الْأَرْض، وَيَجْعَل مِنْهُمْ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير. ـــ السنن لابن ماجة

হযরত আবূ মালেক আশ'আরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের একদল লোক মদের নাম বদলে তা পান করবে। তাদের সম্মুখে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান করবে। আল্লাহ তা'আলা এ লোকগুলোকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেবেন আর তাদের কিছু লোকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন। [সুনানে আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ শরীফ]

দোজাহানের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ সম্পর্কে এই উম্মতের একদল লোকের অপকৌশল বের করার যেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আজ শুধু সেই মদ কেন্দ্র করেই নয়, বরং আরো অনেক হারাম জিনিসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করছে। শরীয়ত কোনো জিনিসকে যেই নামে হারাম করেছে, তার ওপর নতুন সমাজের নতুন রং আর নতুন লেবেল সেটে, নাম বদলে দিয়ে বিনাভয়ে দেদারছে ব্যবহার করছে। আর তারা মনে মনে ভাবছে যে, এই কূটকৌশল তাদেরকে খোদায়ী পাকড়াও থেকে বাঁচিয়ে দেবে। অথচ বাস্তবতা হলো,

کارہا باخلق آری جملہ راست
باخدا تزویر و حیلہ کے رواست

যদি তারা একটি গভীর দৃষ্টিতে দেখতো, তাহলে তাদের চোখে ফুটে ওঠতো যে, আসলে তাদের এই অপকৌশল তাদেরকে একটি গুনাহ থেকে বাঁচানোর পরিবর্তে দু'টি গুনাহে লিপ্ত করে দিয়েছে। এখন তারা দু'ভাবে অপরাধী। একটি হলো খোদ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ। আর দ্বিতীয়টি হলো, তার ওপর কোনো প্রকার অনুশোচনাবোধ সৃষ্টি না হওয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত করা থেকে উদাসীন হওয়া। মদের নাম এলকোহল আর স্প্রিট রেখে হালাল করে নিচ্ছে। ছবি তোলার নাম ফটোগ্রাফি রেখে জায়েয করে নিচ্ছে। পুরাতন ঢোল-তবলা ছেড়ে তার স্থানে গ্রামোফোন আর মিউজিক নিয়ে আসছে আর এই নামের বদৌলতে হুরমত থেকে বের হয়ে যাচ্ছে! সুদের নাম মুনাফা দিয়ে আর ঘুষের নাম সেবার অধিকার রেখে প্রকাশ্যে তার লেনদেন করছে!

وَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكِي وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'ফটো ও ফটোগ্রাফি'। এটিই সে কূটকৌশলের ধারাবাহিকতায় আরেকটি সংযোজন। ইসলামি শরীয়ত যেখানে ছবি তোলাকে হারাম করেছে এবং তার ব্যবহারকে নাজায়েয ঘোষণা দিয়েছে, সেখানে বর্তমান যুগের একদল আলোকিত মননের দাবিদার মুসলমান এর ওপর নতুন রং চড়িয়ে প্রাচীন যুগের ছবি ছেড়ে একটি নতুন পদ্ধতি বানিয়ে নিয়েছে, এর নতুন নাম দিয়ে ব্যবহার শুরু করেছে। এখন তারা নিজেদেরকে হুরমত ও নিষিদ্ধতার ফাতাওয়া থেকে শঙ্কাহীন মনে করে বসে গেছে। যারা শুধু আধুনিক শিক্ষার মাঝে থেকে চোখ খুলেছে এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠেছে, তাদের এ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। প্রখ্যাত কবি আকবর মরহুমের ভাষায়,

انہوں نے دین کو کب سیکھا ہے، رہ کر شیخ کے گھر میں
پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

গুরুর শরনাপন্ন হয়ে
তারা কবে দ্বীন শিখেছে,
বড় হয়েছে কলেজ ঘুরে,
সাহেব-ঘরে খেটে মরেছে।

আফসোস আর অভিযোগ হলো ঐ ব্যক্তিদের নিয়ে, যারা কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে শুধু জাহেলই নয় বরং কখনো কখনো নিজেদেরকে সবজান্তা মনে করে আইম্মায়ে ইজতিহাদ আর সালফে সালেহীনের ওপর আঙ্গুল তোলার দুঃসাহসী হতেও দেখা যায়। ছবি তোলার নাম ফটোগ্রাফি দিয়ে তাদেরকে তা জায়েয হওয়ার ফাতাওয়া ছুড়তেও দেখা যায়।

ছবি আর ফটোর মাঝে পার্থক্যকারীদের প্রমাণের উত্তর

'ছবি' আর 'ফটো'-এর মাঝে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে তাদের প্রমাণসমূহের শক্তিমত্তা দেখুন,

প্রথম দলীল : ফটো পূজনীয় নয়

তারা ফটো জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব দলীলের আশ্রয় নেয়, তন্মধ্য হতে সবচে' বড় দলীল হলো,

"ফটো ইবাদতের কাজে ব্যবহৃত হয় না"।

তাদের এই যুক্তির ওপর আমার প্রথম আপত্তি হলো, এখনো ভারতে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীকে পাওয়া যায়, যারা তাদের গুরুদের ফটো পূজা করে। এছাড়া শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে ছবির সূচনা হওয়াটা আবশ্যক করে না যে, এখনো তার পূজা হতে হবে। বরং সেই ছবি প্রারম্ভিক শিরকের অন্যতম একটি শিরক। যদিও এটি বর্তমানে পূজনীয় নয়, কিন্তু আগামীতে তার পূজনীয় হয়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। নয়তো হযরত ঈসা, হযরত মারইয়াম আলাইহিমাস সলাতু ওয়াস সালামসহ অন্যান্য নবীর ছবিগুলো প্রথমদিকে শুধুমাত্র তাদের স্মৃতি সতেজ রাখা ও নিজের কাছে স্রেফ একটি স্মারক রেখে দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। এটি কোনো প্রারম্ভিক শিরক ছিলো না। কেননা তখন তাকে পূজা করার কোনো খেয়াল তাদের ছিলো না। কিন্তু কিছু কাল পর সেই ছবিই তাদের মূর্তিপূজার মাধ্যম হয়ে গেলো। যদি মেনে নেয়া হয় যে, ফটো ইবাদতের কাজে আসে না এবং আগামীতে আসার সম্ভাবনা নেই, তাহলে এর থেকে বড়জোর এতোটুকু বুঝে আসবে যে, প্রারম্ভিক শিরকের

মাঝে ফটো অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ প্রারম্ভিক শিরকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই ফটো হারাম হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। এটি অন্যতম একটি কারণ মাত্র। আরো অনেক কারণ তো রয়েছে। আর যখন কোনো জিনিসের হারাম হওয়াটা অনেকগুলো কারণের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন তার মধ্য হতে কোনো এক কারণের চলে যাওয়াটা তাকে হালাল করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, একজন অপরাধীর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অপরাধ রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, আদালত অবমাননা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন যদি তার পক্ষে সাক্ষী দাড়িয়ে তাকে হত্যার অপরাধ থেকে বেকসূর প্রমাণিত করে দেয়, তাহলে শুধু এতটুকুই তাকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং তার ওপর অন্য অপরাধগুলোর শাস্তি বহাল থাকবে। ছবি ব্যবহারের বিষয়টিও অনেকটা অনুরূপ। আমি আমার পুস্তিকায় যেমনটি দেখিয়েছি যে, এতে অনেকগুলো অপরাধ জড়িত রয়েছে। প্রারম্ভিক শিরক, কাফেরদের সাথে আবশ্যিক সদৃশ্য, রহমতের ফেরেশতা আসতে বারণ করা ইত্যাদি।

এখন যদি ধরে নেয়া হয় যে, ছবি হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ প্রারম্ভিক শিরকের হওয়ার বিষয়টি ফটোর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, তাহলে এর দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই ফটো হারাম হওয়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে গেছে? ছবি ব্যবহারের অন্য সব কারণ নিঃসন্দেহে ফটোর মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন, কাফেরদের সাথে সদৃশ্য, রহমতের ফেরেশতাদের বিদ্বেষ; এগুলো কি তার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়? হ্যাঁ, উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বড়জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, তার শাস্তির পরিমাণ কিছুটা কম হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ছবি ব্যবহারকারীকে যেই শাস্তি দেয়া হবে, তার তুলনায় সে শাস্তি কম পাবে?

এখন অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ছবি তোলার যেই বিধান, ফটোগ্রাফিরও সেই বিধান। অর্থাৎ প্রাণীর ফটো নেয়া পুরোপুরি হারাম। আর প্রাণহীন জিনিসগুলোর মধ্য হতে যেগুলোর পূজো হয়, সেগুলোর ফটো তোলাও হারাম। অন্যান্য ক্ষেত্রে ছবি ব্যবহারের যেই বিধান, ফটোরও অনুরূপ বিধান। আমরা সামনে আরো বিশদ আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় দলীল : ফটো আয়নার মতো

তারা তাদের দ্বিতীয় দলীল হিসেবে এই যুক্তি পেশ করে যে,

> "ফটোগ্রাফি মূলত প্রতিচ্ছবি। যেভাবে আয়না, পানি সহ অন্যান্য স্বচ্ছ জিনিসগুলোর ওপর সূরতের প্রতিবিম্ব পড়ে, ফটোও অনেকটা তাই। পার্থক্য হলো এতোটুকু যে, আয়নার প্রতিচ্ছবি স্থায়ী হয় না। আর ফটোর প্রতিচ্ছবি রসায়নের সাহায্যে স্থায়ী হয়। নয়তো একজন ফটোগ্রাফার তো অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি বা গঠন করে না"।

এই দলীলের সারকথা হলো, তারা ফটোকে আয়না, পানি ইত্যকার প্রতিচ্ছবির সাথে তুলনা করছেন। অর্থাৎ যেভাবে আয়নার প্রতিচ্ছবির মাঝে হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই, তদ্রুপ ফটোর ছবিও একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাহলে কেনো তাকে হারাম বলবেন? খানিকটা গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে স্পষ্টতই বুঝে আসবে যে, তাদের এই তুলনা কিয়াস শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। একজন আলেমের দক্ষতা আরো বেশি হওয়া দরকার যে, কেনো তার চোখে এরকম বৈসদৃশ্য দুটি বস্তুর মধ্যকার পার্থক্য ধরা পড়ে না? সে কিভাবে তাদের একটির ওপর অপরটির বিধান প্রয়োগ করতে চাচ্ছে?

ফটোর ছবি আর আয়নার প্রতিচ্ছবির মধ্যে পার্থক্য

১. সবচে' বড় পার্থক্য হলো, –যাকে তারা স্বীকারও করেছেন– আয়না ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি স্থায়ী হয় না, পক্ষান্তরে ফটোর প্রতিচ্ছবি রসায়নিকের সাহায্যে স্থায়ী হয়। তারা এই পার্থক্যকে তুচ্ছ মনে করে উপক্ষো করতে চায়। অথচ এই পার্থক্যটাই ছবি আর প্রতিচ্ছবির মৌলিক পার্থক্য। একটি প্রতিচ্ছবিকে যতক্ষণ পর্যন্ত রসায়নিকের সাহায্যে স্থায়ী করে নেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি প্রতিচ্ছবিই থেকে যায়। যখন তাকে রসায়নিকের সাহায্যে স্থায়ী করে নেয়া হয়, তখন সেটি প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব থেকে বেরিয়ে ফটো হয়ে যায়। কেননা প্রতিচ্ছবি বা ছায়া ব্যক্তির একটি অস্থায়ী প্রতিবিম্ব মাত্র। যা তার থেকে আলাদা হতে পারে না। একারণেই কোনো

আয়না বা পানিকে যতক্ষণ প্রতিচ্ছবিধারী ব্যক্তির মুখোমুখি করে রাখা হয়, ততক্ষণ সেই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব বাকি থাকে। যখনই তাকে তার সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, তখন সে তার সাথে সরে যায়। মানুষ যখন রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন মাটিতে তার ছায়া পড়ে। কিন্তু এই ছায়া সবসময় ব্যক্তির অনুগামী হয়ে থাকে। সে যেদিকে চলে, তার ছায়াও সেদিকে চলে। মাটির কোনো বিশেষ অংশে এই ছবি বা প্রতিবিম্ব ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী ও অনঢ় হয় না, যতক্ষণ না তাকে কোনো বিশেষ ব্যবস্থাপনা বা রসায়নের সাহায্যে কিংবা অঙ্কণ করে অথবা রং-তুলি দিয়ে সেই ছবি এঁকে না নেয়া হয়।

মোটকথা হলো, একটি প্রতিচ্ছবিকে যখন কোনো পদ্ধতিতে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া হয়, তখনই সেটি ছবি হয়ে যায়। একটি প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব যতক্ষণ পর্যন্ত অস্থায়ী প্রতিচ্ছবি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটি হারামও হয় না, মাকরূহও হয় না। চাই সেটি আয়না, পানি বা অন্য কোনো স্বচ্ছ জিনিসে প্রতিবিম্বিত হোক, বা ফটোর কাঁচের ওপর পড়ুক। যখন সেটি তার সীমা ছাড়িয়ে ছবির সীমায় চলে আসবে, চাই তা রসায়নের সাহায্যে হোক, বা আঁকাআঁকি ও রেখা টানার মাধ্যমে হোক এবং চাই এই ফটো ক্যামেরার কাঁচের ওপর থাকুক অথবা আয়না ইত্যকার স্বচ্ছ জিনিসের ওপর থাকুক। (স্থায়ী হয়ে যাওয়ার কারণে ফটো হয়ে যাবে)। এমতাবস্থায় তার ওপর ফটোর বিধান প্রজোয্য হবে। মোটকথা, রসায়নের সাহায্যে স্থায়ী করার পূর্বে ক্যামেরার কাঁচের ওপর ভেসে থাকা প্রতিচ্ছবিও কিন্তু হালাল ও জায়েয। যেভাবে আয়না, পানি ইত্যাদির কোনো প্রতিচ্ছবিকে যদি কোনো প্রযুক্তি বা রসায়নের সাহায্যে স্থায়ী করে নেয়া হয়, তখন সেটিও হারাম ও নাজায়েয হয়ে যায়। তখন সেটিও ক্যামেরার ছবির বিধানের আওতায় চলে আসে।

আজ যদি কেউ এমন কোনো প্রযুক্তি বা রসায়ন আবিস্কার করে যে, যখন সেটিকে আয়নায় লাগিয়ে দেয়া হবে তখন আয়নার সামনে যেই দাঁড়াবে, তার ছবি স্থায়ী হয়ে যাবে অথবা কোনো ব্যক্তি যদি সেই ছবিকে কোনো বিশেষ কলম বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে আয়নার ওপর এঁকে নেয় তখন

নির্ঘাত সেই আয়নার ছবিটিও এখন নিষিদ্ধ ফটোর বিধানের আওতায় চলে আসবে।

এখানে তাদের আরেকটি সংশয় খণ্ডন করা আবশ্যক মনে করছি। তা হলো, তারা বলেছেন, "একজন ফটোগ্রাফার তো অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি বা গঠন করে না"। এখানে আমাদের জানতে হবে, تخليق اعضاء وتكوين [অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি বা গঠন করা]-এর কী অর্থ?

এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিসের একেকটি অঙ্গ নিজ হাতে বানাবে।

দ্বিতীয়টি হলো, কোনো যন্ত্রের সাহায্যে বানাবে।

যদি আপনি শুধু প্রথম অর্থই ধরেন, তাহলে যে ব্যক্তি কোনো মেশিনের সাহায্যে লোহা, তামা বা অন্য কোনো ধাতু দিয়ে মূর্তি বা প্রতিমা বানায়, অথবা কোনো কাঠামো বা ধাঁচে ফেলে যে ব্যক্তি মূর্তি বা প্রতিমা বানায়, তার এই কাজটি হারাম হবে না? আশ্চর্য কথা। তাহলে তো বলতে হবে, যে ব্যক্তি কলমের সাহায্যে ছবি আঁকে সেও তো সরাসরি নিজের হাত দিয়ে বানাচ্ছে না। তার এ কাজটিকেও কি হারাম বলা যাবে না?

আপনার এই নীতি মেনে নেয়া হলে শুধু ফটোগ্রাফিই জায়েয হবে না, বরং মূর্তি, প্রতিমা ইত্যকার সমস্ত ছবি বানানোও হালাল হয়ে যাবে। যার অনিষ্টতা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আর যদি কোনো মাধ্যমের সাহায্যে ছবি বানানোও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টির বিধানের আওতায় চলে আসে, তাহলে যেভাবে মেশিন বা যন্ত্রের মাধ্যমে মূর্তি বা প্রতিমা তৈরি করা এবং কলমের সাহায্যে অঙ্কণ করাটা تخليق اعضاء وتكوين [অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি ও গঠন করা]-এর বিধানের মাঝে শামিল, তদ্রুপ রসায়ন ও প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যামেরার প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ী করাটাও تخليق اعضاء وتكوين [অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি ও গঠন করা]-এর মধ্যে শামিল।

আর যখন মেশিন, যন্ত্র বা কাঠামোর সাহায্যে মূর্তি তৈরি করা, কলম দিয়ে ছবি আঁকা; এ সব হারাম, তখন ফটোর ছবিকে রসায়নের সাহায্যে স্থায়ী

করা কেনো হারাম হবে না? যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, একজন ফটোগ্রাফার تخليق اعضاء وتكوين বা অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি বা গঠন করে না, তাহলে বড়জোর এতোটুকু প্রমাণিত হবে যে, ফটোগ্রাফির মাঝে تشبه بالخالق বা স্রষ্টার সাথে সদৃশ্য আবশ্যক হয় না। অথচ ফটো বা ছবি হারাম হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ নয়। আমরা পূর্বেই জানিয়েছি যে, আরো দু'টি বড় কারণও রয়েছে। একটি হলো, এটি প্রারম্ভিক শিরকের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয়টি হলো, কাফেরদের সাথে সদৃশ্য। ফটোগ্রাফির মাঝে নিঃসন্দেহে এ দু'টি বিদ্যমান। আর আমরা পূর্বে এ কথাও বলেছি যে, কোনো ছবির মাঝে যতোক্ষণ পর্যন্ত হারাম হওয়ার কারণসমূহ থেকে নিদেনপক্ষে একটি কারণও বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ছবি জায়েয হবে না। এ কারণে ফটোর মাঝে تخليق اعضاء وتكوين [অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টি বা গঠন] না হলেও তা নাজায়েয থাকাই সঙ্গত। আমরা আমাদের মূল আলোচনা অর্থাৎ ছবি আর আয়নার প্রতিবিম্ব; এ দু'টির পার্থক্য নিয়ে আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। একটি কারণ তো পেশ করলাম, যা তারা মেনে নিবেন।

২. আয়না ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি আর ফটোর মাঝে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, আয়নার প্রতিচ্ছবির মাঝে কাফেরদের সাথে সদৃশ্যের অপরাধ পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে ফটোর মাঝে পাওয়া যায়। আরেকটু খোলাসা করে বলছি, পানি ইত্যাদির মাঝে নিজের চেহারা দেখা কাফেরদের বিশেষ প্রতীক নয়। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঘটেছে, বলেও বর্ণিত রয়েছে। অথচ দেয়ালে ফটো ঝুলানো রোমান ক্যাথলিকসহ অন্যান্য মূর্তিপূজারী কাফের গোষ্ঠীর কার্য্যপদ্ধতির সাথে সদৃশ্যপূর্ণ।

৩. আরেকটি পার্থক্য হলো, পরিভাষায় আয়না ইত্যাদির প্রতিচ্ছবিকে কেউ ছবি বলে না। পক্ষান্তরে একজন অতি সাধারণ মানুষও ফটোকে ছবিই বলবে। আমি সামনে সেই প্রমাণও দিচ্ছি। এ কারণে ফটোর ওপর ছবির বিধান প্রজোয্য হওয়াই অধিক সঙ্গত, আয়নার বিধান নয়।

এখানে তিনটি বড় বড় পার্থক্যের কথা বললাম, যা ফটোকে আয়না

ইত্যকার প্রতিবিম্ব থেকে আলাদা করে দেয়। কাজেই ফটোগ্রাফির ছবিকে আয়নার প্রতিচ্ছবির ওপর তুলনা করা অবান্তর কিয়াস। যা শুধু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বিবেকের বিচারেও পরিত্যাজ্য।

তৃতীয় দলীল : আরববিশ্বের ফতোয়া

তারা তাদের স্বপক্ষে এই দলীল পেশ করে যে,

> "বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্ত আলোকিত মননের অধিকারী উলামায়ে কেরামের অভিমত হিসেবে এটাই পাওয়া যায় যে, ফটোগ্রাফি ছবি আঁকা (مصـــورى) নয় এবং ফটোকে তারা ছবি (تصـــوير) বলেন না। এ কারণেই মিশর, মরক্কো, ইরান, কনস্টেন্টিনোপলের সমস্ত শীর্ষস্থানীয় পাগড়িধারী বুযুর্গদেরকে আমরা কাগজের আলখেল্লায় ভারতবর্ষে ঘুরাফেরা করতে দেখি।"

তাজ্জব না হয়ে পারছি না। একজন আলোকিত মননের অধিকারী আলেম; যিনি নিজেকে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও সালফে সালেহীনের তাকলীদের মুখাপেক্ষী মনে করেন না! তিনি কিভাবে (নিজের মনোবৃত্তির সমর্থন পাওয়া মাত্রই) এখন নিজের সমকালীন ব্যক্তিত্বদের সামনে নতশীর হয়ে পড়ছেন!

আর সেই স্বাধীন কলম; যা ইসলামের মহান পূর্বসূরীদের অনুসরণকে একটি অন্ধকার অধ্যায় মনে করে! যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম (যাঁদের মধ্যে অনেক সাহাবীও রয়েছেন)-এর কথাকে নির্দ্বিধায় ভুল অভিহিত করতে কেঁপে ওঠে না! সেই কলম কী করে নিজের অল্প ক'জন সমবয়সী লোকের ফাতাওয়া হাতে নিয়ে মুসলমানদের জন্যে একটি হারামকে হালাল করতে চাচ্ছে?.... অথচ এটা কি আফসোসের বিষয় নয় যে, যখন নিজের অভিমতের বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন হযরত আলী রাযি. ও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর কথাও শুনতে মন চায় না। আর পক্ষে আসলে গুটিকয়েক সমবয়সী লোকের কথাও দলীল হয়ে যায়? বিশেষকরে এমতাবস্থায় যখন, তার বিরুদ্ধে হাজারো আলেমের ফাতাওয়া

বর্তমান। কাজেই মরহুম কবি আকবরের কবিতার সূরে বলতে হয়,

دل کو بھا جائے تو اکبر کی خرافات اچھی

'মনের সাথে মিলে গেলে মোঘল সম্রাট আকবরের মনগড়া রুসুমও ভালো'।

আমি জানি না, আলোকিত মনন আর অন্ধকারাচ্ছন্ন মনন নিরুপণ করার জন্যে তাদের কাছে কী মাপকাঠি আছে? যার কারণে তারা ভারতের ভেতরের ও বাইরের হাজারো উলামায়ে কেরামকে আলোকিত মননের রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছেন না। যাদের অপরাধ শুধু একটাই। আর তা হলো, শরীয়তের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে দুঃসাহস আর ঔদ্ধত্য দেখিয়ে দ্বীনকে নিজেদের মনোবৃত্তির অনুগামী বানান না; এবং তারা ইসলামের সুমহান পূর্বসূরীদেরকে নিজেদের চে' কুরআন ও হাদীসের অধিক জ্ঞানী মনে করে তাদের যে কোনো সিদ্ধান্তকে নিজেদের অভিমতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

যদি বাস্তবেই এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে তারা আলোকিত মনন হওয়া থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে এই বঞ্চনা তাদের জন্যে মহাগৌরব। তাদের আর আলোকিত মনন হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের অন্ধকার মননের সামনে ওদের হাজারো আলোকিত মনন মাটি–ধুলোয় লুটোপুটি খাবে।

خداگواه که جرم ما ہمیں عشق است
گناه گبر و مسلماں بجرم ما بخشد

তার এই কথার ওপরও আমার আপত্তি রয়েছে যে, যেই সব উলামাকে তার পরিভাষায় 'আলোকিত মনন' বলা যায়, তাদের প্রত্যেকে এই মাসআলায় তার সমর্থক হয়ে ফটো আর ফটোগ্রাফিকে হালাল মনে করেন। বরং এখন তো সেই পারিভাষিক আলোকিত মননের অধিকারী ব্যক্তিত্বরা –যারা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ফটোকে শুধু জায়েযই মনে করতেন না, বরং কার্যত মুসলমানদেরকে তার শিক্ষাও দিতেন– যখন তাদের নিজেদের শেষ পরিণতির কথা পড়েছে, তখন তারা নিজেদের ভুল ধারণা থেকে তাওবা করে (যেমনটি একজন মুসলমানের করণীয়) পরিষ্কার ভাষায় সত্য স্বীকার

করেছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জনাব আবুল কালাম আযাদকে স্বাগত জানাই। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, এই সাইয়্যেদ সাহেব (অর্থাৎ সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী সাহেব [তিনিও তার মৃত্যুর পূর্বে ফটোর মাসআলায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিলেন]) ও তার অন্যান্য সমচিন্তার লোকদেরকে জনাব আযাদ সাহেবের পথ ধরার তাওফীক দিন। আমা দেখেছি যে, জনাব আযাদ সাহেব একটি দীর্ঘ সময় তার পত্রিকা 'আল হেলাল' ছবি সহ ছাপতেন। কিন্তু পরে নিজ ভুল বুঝতে পেরে সেই অবস্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সেমতে যখন শেষ জীবনে তার কয়েকজন ভক্ত তাঁর ওপর একটি স্মারকগ্রন্থ লেখে তখন তারা সেখানে তার ছবি সংযুক্ত করতে চেয়েছিলো। তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাদের নিষেধ করে দেন। তাদের চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছেন,

> "ছবি তোলা, রাখা ও প্রকাশ করা; সবই নাজায়েয। এটি আমার সাংঘাতিক ভুল ছিলো যে, আমি ছবি তুলেছি ও 'আল হেলাল'-কে ছবি সহ ছেপেছি। আমি আমার সেই ভুল থেকে তাওবা করেছি। আমার পেছনের সেই ভুলগুলো লুকানো উচিৎ, তাকে নতুন করে প্রচার করা কিছুতেই সমীচিন হবে না।"
>
> **[আবুল কালাম আযাদ]**

লক্ষ্য করুন, এখানে তার কাছে ফটো তোলার অনুমতি চাওয়া হয়েছিলো। যার উত্তরে তিনিও ফটোকেও তাসবীর [تصوير] এর আওতায় এনে লিখেছেন,

"ছবি তোলা, রাখা ও প্রকাশ করা; সবই নাজায়েয"।

এর দ্বারা মাওলানা সুলাইমান নদভী সাহেবের পেশ করা আলোকিত মননের দাবীদারদের প্রমাণের গোমরও ফাস হয়ে গেছে। তারা বলেছিলেন,

> "ফটোগ্রাফিটি কোনোভাবেই ছবি আঁকা (مصورى) নয় এবং ফটোকেও ছবি (تصوير) বলা যায় না"।

জনাব মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেব তো আপনার পরিভাষায়

অন্ধাকারাচ্ছন্ন মননের অধিকারী নন। আপনি তো তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, যাদের একটি ছবিই ছবি হালাল হওয়ার শ্রেষ্ঠ ফতোয়া।

আল্লাহ তা'আলা আযাদ সাহেবকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও তার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমার এই নিবেদনের মাধ্যমে আল্লাহ চাহেন তো যেসব অজুহাতের ওপর ভর করে ফটো ও ফটোগ্রাফিকে হালাল ও জায়েয মনে করো হয়, সেগুলোর একটিও অনুসরণযোগ্য থাকবে না। একটি অতি দুর্বল ভিত্তিমূলের ওপর ভর করে একটি প্রকাশ্য হারামকে হালাল করে দেয়া কত বড় দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্বের পরিচয়! এটি কোনোভাবে আল্লাহর ভয়ে ভীত মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উদাহরণ; যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসের ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই উম্মতের একদল লোক লেবেল বদলে নিয়ে মদ পান করবে। আজ তাদের মতো একদল লোক ছবির নাম বদলে ফটো নাম দিয়ে তা হালাল করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠেছে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মহা আপদ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

আহকার মুহাম্মাদ শফী'

[আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহপ্রার্থী][২]

উক্ত আলোচনাটি আলাতে জাদীদাহ : ৮৯-৯৬ থেকে সংগ্রহীত।

---

[২]. এটি প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। এর কিছু দিন পর মাওলানা নদভী রহ. নিজের গবেষণার ওপর পুনর্দৃষ্টি দিয়ে পূর্বের ফাতাওয়া থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সাথে ঐক্যমত্ব প্রকাশ করার মাধ্যমে সত্যপন্থী আলেমদের চিরাচরিত অভ্যাশকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে, বিশেষত উলামাদেরকে তাঁর আদর্শের অনুগমন করার তাওফীক দিন। আমীন।

বান্দা মুহাম্মাদ শফী'

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ.

ফকীহুল আসর
সংকলক. আহসানুল ফাতাওয়া

প্রশ্ন :

ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে কোনো অনুষ্ঠান বা মাহফিলের পূর্ণ বিবরণী সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে ভিসিআরের মাধ্যমে সেই মাহফিলের গোটা দৃশ্য দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, এটি কি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ তাসবীর [تصویر] এর আওতায় পড়বে? কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম একে তাসবীর [تصـــویر] মনে করেন না। কারণ, তার স্থায়ীত্ব নেই। এটি ইলেক্ট্রিক কণার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। যা আসে আর যায়। অনেক আলেম একে প্রতিচ্ছবি মনে করেন। এক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে পারলে উপকৃত হতাম। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

উত্তর : الجوَابُ باسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ.

এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো গভীর মনোযোগ সহকারে শুনুন!

১. ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে কোনো অনুষ্ঠানের দৃশ্য ধারণ করে রাখার এই কাজটি ছবি তোলার একটি উন্নত রূপমাত্র। যেভাবে প্রাচীন যুগে ছবি তৈরি করা হতো হাত দিয়ে। ক্যামেরা আবিষ্কৃত হওয়ার মাধ্যমে ছবির ব্যাপারটি উন্নতি করে। হাতের পরিবর্তে মেশিন দিয়ে ছবি তৈরি হচ্ছে। ফলে বিষয়টি সহজ হয়ে গেছে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক টেকসই হচ্ছে। বর্তমানে নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আরো উন্নত করছে, আরো নতুনত্ব সৃষ্টি করছে। আগে যেখানে শুধুমাত্র স্থির চিত্র তোলা যেতো, এখন সচল, চলন্ত ও ছুটন্ত দৃশ্যও ধারণ করা যায়। সংরক্ষণও করা যায়। যদি কেউ বলে যে, এতে স্থায়ীত্ব নেই, তাহলে ভুল হবে। এটি শুধুমাত্র টিভি

স্ক্রীনে স্থির থাকে না। ছবিগুলো এখানে চলে, দৌড়োয়, লাফ দেয়, উছলে ওঠে।

এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এগুলো সেই ছবিই, যা কোনো একসময় সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। পার্থক্য হলো এখানে যে, ক্যাসেটের ফিতার মাঝে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, খালি চোখে সেই ফিতাকে খালি মনে হয়। সেখানে কোনো কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেই ছবি মুছে নিশ্চিহ্ন হয় না। নয়তো ভিসিআরে পরে কিভাবে তা দেখা যায়?

২. যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, সেটি মুছে যায়। পরে আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড়ে ওঠে। এভাবে প্রতিমুহূর্তে সে যায় আর আসে, তাহলে এখানে অনিষ্টতা আরো বেশি। কারণ তখন বারবার ছবি তৈরি করার গুনাহ হবে।

৩. একে ছায়া বলাও ঠিক হবে না। কারণ ছায়া সবসময় আসল বস্তুর অনুসারী হয়। এখানে আসল বস্তু মরে গেলেও সেই ছবি রয়ে যায়।

৪. যদি মেনে নেয়া হয় যে, এটি স্থায়ী নয় এবং এটি ছায়ামাত্র, তাহলে বলবো, সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্য কখনো বুঝবে না। ভিডিওর বিষয়টিকে ছাড় দেয়া হলে ছবি জায়েয হওয়ার তালে হাওয়া লেগে যাবে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন যেই স্থির ছবি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম, সেটিকেও হালাল মনে করার হিড়িক পড়ে যাবে।

৫. ছবি কি, ছবি নয়? তা সামাজিক পরিভাষা অনুযায়ী নির্ধারণ করা উচিৎ। বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের ওপর নয়। আর সাধারণ পরিভাষায় এটিকে ছবিই মনে করা হয়। যেমন, সুবহে সাদিক, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত; এগুলোকে শরীয়ত কোনো সূক্ষ্ম বিদ্যা আর শাস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল রাখেনি। বরং প্রকাশ্য ও সরল আলামতের ওপর রেখে দিয়েছে।

৬. যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, যখন জনসাধারণকে বারংবার ঘোষণা করে বুঝিয়ে দেয়া হলে তারা বুঝে যাবে, তাহলেও এখানো সাধারণ ছবির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ফ্যাসাদ হবে; যার একটি উপরে বলা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, কোনো জিনিসের জায়েয নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি তার

সাধারণ ব্যবহার ও জনসংশ্লিষ্টতা সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয়। স্বল্প ব্যবহারকে ব্যবহারশূন্য ধরে নিয়ে জায়েয নাজায়েয নিরুপণ করা হয় না। আমাদের নিকটবর্তী অতীতেই আমরা এই কা- হতে দেখেছি যে, একদল দ্বীনশূন্য চিন্তাবিদ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবি সিনেমা দেখা জায়েয ঘোষণা করেছে এই যুক্তিতে যে, সিনেমা হলের স্ক্রীনে যেই সূরত ভেসে ওঠে, এটি ছবি নয়, ছায়া মাত্র। তাদের এই ঘোষণার মাধ্যমে যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে নগ্ন অশ্লীল ফিল্ম দেখার যেই উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়া হয়েছে, তা আজ কারো কাছেই গোপন নয়। তারা একটি নাজায়েয হারাম কাজকে জায়েয মনে করে দেদারছে লিপ্ত হয়ে যায়। সেই ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন হলো কতিপয় আলেমের এই নতুন গবেষণা যে, ভিডিওর মাঝে যেহেতু ছবিগুলো স্থির থাকে না, কাজেই তাকে তাসবীর বলা যাবে না। যে সমস্ত লোকেরা টিভি ইত্যাদিকে নাজায়েয মনে করে এতো দিন মুখ ফিরিয়ে ছিলো, তারা এই সুযোগ পেলে লাফিয়ে ওঠবে। তারা জায়েয ও অশ্লীলতামুক্ত দৃশ্য দেখার বাহানায় ধীরে ধীরে প্রতিটি খারাপ প্রোগ্রাম, নাচ-গান-বাদ্য, নগ্ন ও অশ্লীল দৃশ্য দেখতে শুরু করবে। এটি শুধু সম্ভাবনাই নয়, বরং বাস্তব। আমার অনেক বাহ্যিক মুসলমানকে দেখেছি যে, তারা মুসলমানদের ওপর বৈশ্বিক জুলুম, অত্যাচার আর জেহাদের দৃশ্য দেখা ও দেখানোর বাহানায় টিভি ও ভিসিআর ক্রয় করে। এরপর তারা অশ্লীল নাটক ও ছবি দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। এভাবে আমাদের যুবক সম্প্রদায় দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংসের সম্মুখিন হচ্ছে। বেশ কিছু নিষ্ঠাবান যুবককে আমরা দেখেছি যে, কোনো বিশেষ সংগঠন বা জিহাদী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার পর তাদের ভেতর পূর্বের দ্বীনি ও জেহাদী মানসিকতা ধ্বংস হয়ে গিয়ে তারা একসময় পথচ্যুতি ও বিভ্রান্তির অতলান্তে হারিয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে কী হলো, এই টিভির কারণে দ্বীন ও জিহাদের উপকারীতার পরিবর্তে খোদ তাদের নিজেদের দ্বীন ও জিহাদেরই চরম ক্ষতি হয়ে গেলো।

اللهم انا نعوذ بك من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، أنت العاصم ولا ملجــأ ولا منجأ منك إلا إليك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ٢٠/ جمادى الثانية ١٤١٧ هــ

উক্ত আলোচনাটি আহসানুল ফাতাওয়া থেকে সংগ্রহীত।

দারুল ইফতা. দারুল উলূম করাচির ফতোয়া

প্রশ্ন :

হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী সাহেব মা. জি. ও
হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রঊফ সাহেব মা.জি.

আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

আমার প্রশ্নটির উত্তর জানিয়ে বাধিত করুন। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন। প্রশ্নটি হলো, টিভিতে ছবি দেখা যায়। সেখানে যেমন নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রন দেখা যায়, গান-বাজনা বাজে, তদ্রুপ আযান, না'ত ও আরবী ভাষা শেখার প্রোগ্রাম ও শিশুদেরকে কুরআনুল কারীম শেখানোর প্রোগ্রামও দেখানো হয়। রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রশ্ন হলো, ঘরে টেলিভিশন রাখা ও দেখা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন? জানিয়ে বাধিত করুন।

বান্দা আরেফ আহমদ
১৬/১২/১৪০৫ হি. করাচি

উত্তর :

বর্তমান পরিস্থিতিতে টেলিভিশনের মাঝে অনেকগুলো মন্দ, হারাম ও অশ্লীল বিষয় রয়েছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হলো :

১. গান বাজানো, ঢোল–তবলা–সারেঙ্গি ইত্যাদি বাজানো শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয। টিভির অধিকাংশ প্রোগ্রামেই এগুলো থাকে। এগুলো যখন থাকে, তখন আর ছবি থাকার দরকার নেই, স্রেফ এগুলোর কারণেই তো টিভির কোনো প্রোগ্রাম দেখা ও শোনা জায়েয নেই।

২. একজন বেগানা পুরুষের জন্যে কোনো বেগানা নারীকে বা তার কোনো ছবি বা প্রতিচ্ছবি বেগানা পুরুষকে দেখা জায়েয নয়। যেভাবে আয়নার মধ্যে কোনো বেগানা নারী-পুরুষের জন্যে একে অন্যের প্রতিবিম্ব দেখা

জায়েয নয়। টিভিতে যেসব প্রোগ্রাম হয়, সেখানে অবশ্যই বেগানা নারী-পুরুষ থেকে থাকে। সাধারণত বেগানারাই সেগুলো দেখে থাকে।

৩. যেই বিষয় কেন্দ্র করেই সেখানে প্রোগ্রাম পরিবেশন করা হোক না কেনো; টিভি দেখার ফরে সাধারণত নির্লজ্জতা, আত্মসম্মানহীনতা, অশ্লীলতা, অশিষ্টাচার, নোংরামী সহ বিভিন্ন প্রকার অপরাধ খুব দ্রুততার সাথে ব্যক্তির চরিত্রে অনুপ্রবেশ করে। এভাবে একটি সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। বাস্তবতা হলো, আপনি টিভি দেখার পরিণতি দেখুন, দেখবেন, একটি শরীয়তপরিপন্থী ও খুবই বিপজ্জনক পরিণতি নেমে আসছে।

অবশ্য যদি টেলিভিশনের কোনো প্রোগ্রাম উপরোল্লেখিত হারামসমূহ ও অন্য সব ফ্যাসাদ ও নষ্টামি থেকে মুক্ত হয়, চূড়ান্ত পবিত্র হয়, তাহলে তা জায়েয হতে হলে নিম্নের শর্তসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। আমরা যতটুকু গবেষণা করেছি, দেখতে পেয়েছি যে, টিভির প্রোগ্রামগুলো তিন ধরণের হয়ে থাকে :

১. বিভিন্ন ঘটনার ছবি সংযুক্ত ফিল্ম টিভিতে দেখানো হয়।
২. ঘটনাপ্রবাহ ও প্রোগ্রাম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
৩. ঘটনার ছবিবিহীন ফিল্ম রেকর্ডিংয়ের মতো প্রথমে বানিয়ে নেয়। যেখানে শব্দের সাথে সাথে কিছু দেখার মতো নয়, এমন নকশাও টেপ হয়ে যায়। এরপর তাকে যথোপযুক্ত স্থানে বসিয়ে নেয়। তখন তার থেকে শব্দের মতো ছবিও এসে যায়।

প্রথম প্রকারটি যতোই পবিত্র হোক, সেখানে ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক যতো প্রোগ্রামই শেখানো হোক, নিঃসন্দেহে তা তাসবীর (تصـــوير) বা ছবি। আর প্রাণীর ছবি দেখা ও দেখানো হারাম। সেই ছবি স্থির হোক আর সচলই হোক; কোনো পার্থক্য নেই। কেননা যেভাবে প্রাণীর ছবি তৈরি করা হারাম, তদ্রুপ বিনা কারণে ইচ্ছেকৃতভাবে তা দেখাও হারাম। যেমনটি নিম্নের ইবারত থেকে প্রমাণিত হয়।

وهذا كله مصرّح في مذهب المالكية ومؤيد بقواعد مذهبنا ونصه عن المالكية مـــا ذكره العلاّمة الدردير في شرحه على مختصر الخليل حيث قال يحرم تصوير حيوان

عاقل أو غيره إذا كان كامل الاعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم يدم على الرّاجح كتصويره من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرّم حـــرام. بلوغ القصد والمرام. ص : ١٩ وكذا في تصویر کے احکام، تـــاليف حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی : ص : ٧٧

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদ প্রমাণ সংগ্রহ করতে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর পুস্তিকা তাসহীহুল ইলম ফী তাক্ববীহুল ফিল্ম (تصحيح العلم في تقبيح الفلم) দেখুন।

তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূরতে যা কিছু দেখানো হয়, তাকে অকাট্যভাবে তাসবীর (تصوير) বা ছবি বলতে পারছি না। তবে ভেবে দেখার মতো বিষয় হলো, টিভির কোনো প্রোগ্রাম সম্পর্কে প্রতিটি সময় প্রতিটি স্থানে প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে নিশ্চিত হবে যে, এই প্রোগ্রামটি কি ফিল্ম আকারে আসছে না সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে? মাসআলা যেহেতু হারাম হওয়া- না হওয়া নিয়ে। এ ধরণের প্রেক্ষাপটে হারাম হওয়ার সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। কাজেই এমন বুনিয়াদের ওপর নিঃশর্তভাবে টিভি দেখা জায়েয মনে করা বা বলা ঠিক হবে না। বিশেষকরে যখন অসংখ্য না জায়েয ও অশ্লীল প্রোগ্রাম টিভির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে টিভি ক্রয় করা, ঘরে রাখা ও দেখা কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না।

- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সিলেটি
দারুল ইফতা. দারুল উলূম করাচি-১৪
১১/১/১৪০৬ ঈ.

উত্তরটি সঠিক
বান্দা আবদুর রঊফ
দারুল ইফতা. দারুল উলূম করাচি-১৪

উত্তরটি সঠিক
অধম মুহাম্মাদ তকী উসমানী
১২/১/১৪০৬

মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানভী শহীদ রহ.

টিভি ও ভিডিও ফিল্মের ক্যামেরা দিয়ে যেই ছবি তোলা হয়, আপাতদৃষ্টিতে যদিও তা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তা ভেতরে অবশ্যই সংরক্ষিত আছে। এগুলোকে টিভিতে দেখা যাবে, দেখানোও যাবে। একে অবশ্যই তাসবীর (تصـــويـر) বা ছবির বিধান থেকে বের করা যাবে না। বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, হাত দিয়ে ছবি তৈরির প্রাচীন রীতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ছবি তোলার একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি আবিস্কার করেছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত যখন ছবিকে হারাম অভিহিত করেছে, তখন ছবি তোলার যেরকম পদ্ধতিই আবিস্কৃত হোক না কেনো, সেই ছবি অবশ্যই হারাম হবে।

আমার অভিমত হলো, হাত দিয়ে বানানো ছবির তুলনায় ভিডিও ফিল্ম ও টিভিতে অনিষ্টতা ও জঘন্যতার পরিমাণ অনেক বেশি। টিভি ও ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে আজ প্রতিটি ঘর সিনেমা হল হয়ে গেছে ...। আজ বুঝে আসছে যে, ছবির বিরুদ্ধে ইসলামী শরীয়ত কেনো এতো কঠোর? কেনো শরীয়ত ছবি তোলাকে হারাম বলেছে? ছবি তৈরিকারীকে কেনো অভিশপ্ত ও কিয়ামতের দিন সবচে' বেশি দ-প্রাপ্ত বলেছে? টিভির মাধ্যমে ওঠে আসা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার এই সর্বগ্রাসী সয়লাবকে জায়েয ও হালাল অভিহিত করার কোনো সুযোগই নেই।

বাকি থাকলো একটি কথা। অনেকে বলে বেড়ায় যে, টিভি কিছুটা হলেও তো উপকার রয়েছে। আরে ভাই! মদ, শূকর, সূদ ও জুয়ায় কি কিছুটা উপকার নেই? কিন্তু কুরআনুল কারীম তো এই সমস্ত উপকারীতার ওপর এভাবে রেখা টেনে দিয়েছে, وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا [আর এ দু'টির লাভের চে' গুনাহের পরিমাণ বড়]।

অনেককে এই যুক্তি দিতেও শোনা যায় যে, ভিডিও ফিল্ম ও টিভির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ করা হচ্ছে। আমাদের এলাকায় টিভিতে ইসলামী

প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়। তাদের কাছে বিনয়ের সাথে আমার জিজ্ঞাসা যে, এই দ্বীনি প্রোগ্রামগুলো দেখে কয়জন অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন? কয়জন বেনামাযী নামাযী হয়েছেন? কয়জন গুনাহগার তাওবা করে সাচ্চা মুসলমান হয়ে গেছেন?

এগুলো স্রেফ ধোকা। অশ্লীলতার এই যন্ত্রটি আদ্যোপ্রান্ত সত্তাগত নাপাক, এটি অভিশপ্ত। এটির নির্মাতা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। এধরণের ইসলামপ্রচার আমাদের কোন কাজে আসবে? বরং টিভির এই দ্বীনি প্রোগ্রাম বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম। শি'আ, মির্যায়ী, ধর্মত্যাগী, কমিউনিস্ট এবং অপরিপক্ত ইলমধারী লোকেরা এই দ্বীনি প্রোগ্রামগুলোর জন্যে টিভিতে যায়। মুখের ওপর সত্য-মিথ্য, কাচা-পাকা যাই উঠে আসে, উগড়ে দেয়। তাদের মুখে লাগাম লাগানোর মতো কেউ নেই। তাদের কথাগুলোর কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা? তা নির্ণয় করারও কেউ নেই। এখন বলুন, এতে কি ইসলামের প্রচার হচ্ছে না কি ইসলামের সৌন্দর্য বিমণ্ডিত চেহারাকে বিকৃত করা হচ্ছে?

বাকি থাকলো একটি কথা যে, অমুক অমুক লোক এ কথা বলেছে, এ কাজ করেছে। এটি আমাদের জন্যে জায়েয হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

- মুহাম্মাদ ইউসুফ

[আল্লাহ তাঁকে ক্ষমার চাদরে জড়িয়ে নিন]

২০/১১/১৪০৬ হি.

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী শহীদ রহ.

হাকীমুল উম্মাত ও মুজাদ্দিদে মিল্লাত

১. মনের খুশির উদ্দেশ্যে ছবি দেখা হারাম

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছেকৃতভাবে মন খুশি করার উদ্দেশে দেখে, তাহলে হারাম হবে। আর যদি ইচ্ছে ছাড়া দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আমাকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, যদি শিল্প হিসেবে দেখা হয়? আমি বললাম, আর্টিস্টের শিল্প তো দূর কোন ছাই? মহান স্রষ্টার অনেক সৃষ্টিও তো দেখা হারাম। যেমন, অপ্রাপ্তবয়স্ক শশ্রুহীন বালক ও নারী-মহিলাদেরকে যদি কেউ আল্লাহর সৃষ্টিসৌন্দর্য্য হিসেবে দেখে। তাদের এই ছলচাতুর্য ফুকাহায়ে কেরাম ধরে ফেলেছেন। তারা লিখেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি মদের দিকে আনন্দের জন্যে তাকায়, তাহলে হারাম হবে। কেননা কায়েদা হলো, ভালো জিনিস দেখলে তার প্রতি লোভ সৃষ্টি হয়।

(এরপর হযরত মুচকি হেসে) বলেন, একবার এক ভাড় এসে বললো, আজ আমি সাহারানপুরের শিক্ষক মাওলানা মাযহার সাহেবেকে নিরুত্তর করবো। সে মাওলানা সাহেবের কাছে এসে প্রশ্ন করলো, যদি কোনো ব্যক্তি দেহপসারিণীকে এই নিয়্যতে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে যে, আল্লাহ তা'আলা কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে কেমন হবে?

উত্তরে হযরত বললেন, তুমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছো, সেটি গিয়ে দেখো। এখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুশলতা আরো বেশি প্রকাশ পেয়েছে। এতো ছোট স্থান থেকে এতো বড় তুমি কিভাবে বের হয়েছো?

জাদীদ মালফুযাত : ২২৯

২. ছবি তোলা ব্যক্তির পেছনের নামায পড়ার বিধান

অনেক লোক প্রাণীর ছবি তোলে ও তোলায়। ইসলামী শরীয়তমতে এ ধরণের লোকদের পেছনে নামায পড়ার কী বিধান?

এ ব্যাপারে হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী রহ. লেখেন,

নিরবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের আলোকে তাসবীর বা ছবির হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। এর ওপর গোটা উম্মত একমত। অনেক লোক হাতে তৈরি করা ছবি আর ক্যামেরায় তোলা ছবির মাঝে পার্থক্য করে। এটি কোনোভাবে ঠিক নয়। কেননা যখন ছবি তোলা হারাম, তখন তার যতো রকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে, তার সবগুলোই হারাম হবে। নাম বদলানোর কারণে বা পদ্ধতি বদলানোর কারণে হারাম হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে না। কারণ হলো, ছবি হারাম হওয়ার সেই মৌলিক কারণ –এটি শিরকের ভিত্তি– ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। একটি কথা তো সবাই জানে যে, ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলা ও তোলানো দ্বারা সেটাই উদ্দেশ্য, যা পূর্বে হাতে তৈরি ছবি দ্বারা পূরণ করা হতো। এই ফটোর মাঝে একজন ফটোগ্রাফারের ঠিক সেই এখতিয়ার চলে, যা পূর্বে একজন শিল্পী তার হাতের ছবির ক্ষেত্রে পেতো। কাজেই হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় ধরণের ছবি সমান।

কাজেই যে ব্যক্তি নিজের ছবি তোলেছে এবং যে ব্যক্তি ছবি তুলে দিয়েছে উভয়জনই হারাম করেছে। উভয়ের কবীরা গুনাহ হয়েছে। বেশ কিছু হাদীসের আলোকে তারা অভিশপ্ত ও ফাসেক। এ ধরণের ব্যক্তিদের পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি। এ ধরণের ছবি ঘরে বা নিজের কাছে রাখা মারাত্মক গুনাহ ও হারাম।

হযরতুল আকদাস মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ আলী থানভী রহ. উক্ত ফাতাওয়া সত্যায়ন করে লিখেছেন,

هذا هو الحقّ وماذا بعد الحقّ إلا الضّلال.

- আশরাফ আলী

২৩ রজব ১৩৫৬ হি.

উক্ত আলোচনাটি ইমদাদুল আহকাম : ৪/৩৮৪ থেকে সংগ্রহীত।

তাশ ও শতরঞ্জ খেলার বিধান

'কিফায়াতুল মুফতী' কিতাবে হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. লেখেন,

তাশ, চওসর (এক প্রকার ক্রীড়াবিশেষ) শতরঞ্জ চিত্ত বিনোদন ও খেল-তামাশার উদ্দেশ্যে খেলা মাকরূহে তাহরীমি। সাধারণত যারা এসব খেলে তারা এই উদ্দেশ্যেই খেলে। উপরন্তু এ ধরণের খেলার মাঝে লিপ্ত হওয়াটা প্রায় সময় ফরয ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় এটি হারামের সীমায় নেমে যায়।

> عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِه. -رواه مسلم، كذا في المشكوة
>
> হযরত বুরায়দা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নরদাশীর খেললো, সে ব্যক্তি কেমন যেনো নিজের হাত শূকরের রক্ত-মাংস দিয়ে রাঙালো। [মুসলিম শরীফ]

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ রহ. এ বিষয়ে একমত যে, নরদাশীর খেলার যেই বিধান, তাশ ও শতরঞ্জ খেলারও একই বিধান। যেখানে নরদাশীর খেলাকে অন্যতম কবীরা গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে তাশ ও শতরঞ্জ খেলার বিধান কী হতে পারে? একটু অনুমান করে নিন। মহান আল্লাহ মুসলমানদের হিদায়েত দিন।

[আপকে মাসায়িল কা হল]

মাযাহিরে হক জাদীদ গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে,

নরদাশীর হলো চওসর খেলার একটি প্রকার। পারস্যের রাজা শাহ বূরবন আর্দশ্রাবন বাবুক খেলাটি আবিষ্কার করেছেন। যেহেতু শূকরের মাংস শুধু সত্তাগতভাবে নাপাকই নয়, বরং তার প্রতি অন্য সব নাপাকের তুলনায় বেশি ঘৃণাবোধ হয়। এজন্যে তাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে লোকেরা এই খেলা ছেড়ে দেয়।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, শুধু নরদাশীরের মাধ্যমে খেলা সমস্ত উলামায়ে কেরামের মতে হারাম। চওসার পদ্ধতিতে খেলুক অথবা নরদার তখতার আকৃতিতে খেলুক বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে খেলুক; উক্ত বিধানের মাঝে কোনো তারতম্য আসবে না। অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, শতরঞ্জ খেলাকারী অভিশপ্ত। এই খেলার দিকে যে তাকাবে, ঐ ব্যক্তির সাথে শূকরের মাংস ভক্ষণকারীর সাথে কোনো পার্থক্য নেই।

[কানযুল উম্মাল, হাদীস নং : ৪০৬৩৬]

কুকুর পালা অনেক বড় গুনাহ

আজকাল অনেক লোককে দেখা যায়, তারা কুকুরকে অনেক ভালোবাসে। নিজের সাথে শোয়ায়। পার্কে নিয়ে ঘুরে। কখনো বুকের সাথে মিশিয়ে বসে থাকে। এভাবে শখ করে কুকুর পালা জায়েয কি না? এক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধান কী? কুকুর একটি নাপাক প্রাণী। তাকে এতোটা গভীর করে ভালোবাসতে ইসলামী শরীয়ত অনুমতি দেয় কি?

এর উত্তর হলো, বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালা, তার সাথে মেশা, তাকে এমনভাবে ভালবাসা যে, তার গলায় হাত রেখে ঘুরবে, অথবা তাকে বিছানায় নিয়ে শোবে; এগুলো সকল ইমামের সম্মতিক্রমে নাজায়েয ও গুনাহ।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْـــبٌ أَوْ تَصَاوِيْرُ. مشكوة / ص : ٣٨٠

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে। [মিশকাত শরীফ]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِه كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. - أخرجه البخاري في: ٧٢ كتاب الذبائح والصيد: ٦ باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية

> হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুকুর পালবে, অথচ তার চতুষ্পদ জন্তুর পাহারার প্রয়োজনও নেই বা শিকার ধরার প্রয়োজনও নেই, ঐ ব্যক্তির আমলনামা থেকে প্রতিদিন দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যাবে। [বুখারী শরীফ]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিনোদনের নিয়্যতে কুকুর পালে তার নেক আমল থেকে অনেক বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায়।

এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, শস্যখেত, জন্তুর পাল ইত্যাদি পাহারা দেওয়া এবং শিকার করার প্রয়োজনে কুকুর পালার অনুমতি রয়েছে। এটি গুনাহ নয়। হাদীসে বর্ণিত তিরস্কার তার ওপর প্রজোয্য হবে না। উপরন্তু হযরত জাবের রাযি. বলেন,

> আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরে ধরে কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা মদীনা ও তার আশপাশের এলাকার কুকুরগুলো মেরে ফেলেছিলাম। এমনকি যেই মহিলা গ্রাম থেকে আসতো আর তার সাথে কুকুর থাকতো, আমরা সেটিকেও মেরে ফেলতাম। এরপর বিধান শিথিল হয়ে আসে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাধারণ কুকুর মারতে নিষেধ করলেন। নির্দেশ দিলেন, দুই বিন্দু বিশিষ্ট কুচকুচে কালো কুকুর পেলে মেরে ফেলবে। কেননা ওটি শয়তান। [মুসলিম শরীফ]

কাজেই বিনা প্রয়োজনে শখ করে কুকুর পালার এই অসভ্যতা পরিহার করা আমাদের অনিবার্য দায়িত্ব।

ক্যারাম বোর্ড খেলার বিধান

আজকাল কিছু তরুণ ও যুবককে দেখা যায়, মহল্লার মোড়ে একত্র হয়ে খুব আগ্রহের সাথে ক্যারাম বোর্ড খেলে। এই খেলায় যেভাবে শারীরিক কোনো উপকার নেই, তদ্রুপ দুনিয়া–আখেরাতের কোনো ফায়দা নেই। শুধু সময় ও অর্থের অপচয়ই ঘটে। হাতে অন্য কিছু আসে না। যুবকদেরকে দেখা

যায়, তারা এই খেলার মাঝে এমনভাবে মত্ত হয়ে যায় যে, নামাযসহ অন্য শরঈ বিধানগুলোর প্রতি তাদের কোনো মনোযোগই থাকে না। অথচ ইসলামী শরীয়ত অনুপোকারী খেলা থেকে নিষেধ করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْأِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ.

'ব্যক্তির ইসলামে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আলামত হলো, অন্যায় ও অর্থহীন বিষয় পরিহার করা'।

এ কারণে ক্যারামবোর্ডের মতো অনুপোকারী খেলাধুলা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী।

এভাবে কিছু লোককে দেখা যায়, তারা ক্যারামবোর্ডের দোকান বসায়। সেখানে খেলার ব্যবস্থা করে। এখান থেকে পয়সা কামায়। নাচ-গানের আসর বসায়। যার কারণে অনেক লোক সেখানে ছুটে যায়। অবোধ বালকেরা পর্যন্ত ভীড় জমায়। কেমনযেনো শৈশব থেকেই কমবয়সী শিশুদের নৈতিকতা ও মানসিকতা ধ্বংস করার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে।

যদি এই দোকানটি গলির ভেতর হয়, তাহলে তো সেখানকার হট্টগোলের কারণে আশপাশের লোকদের খুবই সমস্যা হয়। অথচ কাউকে কষ্ট দেওয়াও ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হারাম। এ কারণে ক্যারামবোর্ডের দোকান পরিচালনাকারী জনগণকে কষ্ট দেয়ার এই গুনাহের মাঝে সমান দোষী হবে। তার উপার্জনও পবিত্র হবে না। আল্লাহর কাছে তাকে চরম অপরাধী হিসেবে দাঁড়াতে হবে।

এ কারণে এ ধরণের জীবিকা থেকে তাওবা করা জরুরী। সেটি ছেড়ে কোনো হালাল জীবিকা গ্রহণ করা তার আবশ্যিক দায়িত্ব।

সিডির মাঝে কোনো আলেমের বক্তৃতা শোনা

যদি সিডি অথবা ভিডিওর মাঝে কোনো আলেমের বক্তৃতা ধারণ করে কম্পিউটার অথবা টিভির মাধ্যমে শোনা হয় আর স্ক্রীনে সেই আলেমের ছবিও ফুটে ওঠে, তাহলে ইসলামী শরীয়তমতে এর অনুমতি রয়েছে কি?

এই ব্যাপারে আমাদের নিবেদন হলো, ইসলামী শরীয়তে প্রাণীর ছবি

হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। এখন যদি বক্তৃতা শোনার সময় স্ক্রীনের ওপর ছবি ফুটে ওঠে তাহলে যেই জিনিসকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন, তা জায়েয হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অনেক লোকের ধারণা হলো, এই প্রযুক্তিগুলোকে ভালো উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এগুলোর মাধ্যমে অকল্যাণই ছড়াবে, কল্যাণ ছড়াবে না। কেননা শুধু দ্বীনি তথ্য সরবরাহ করা ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়। বরং ইসলাম প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহোভিমুখী হওয়া। আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা। নিজের মানসিকতা পবিত্র করা। চেতনা পরিশুদ্ধ করা। পরকালের চিন্তা উদ্বেলিত করা। এই উদ্দেশ্যগুলো টিভি অথবা গুনাহের অন্যসব যন্ত্র দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

এ কারণে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো, ইসলাম প্রচারের জন্যে তারা শুধু জায়েয পদ্ধতিই গ্রহণ করবেন। একমাত্র এটিই আল্লাহর কাছে কবূল হবে। শুধু এর মাধ্যমেই তার কাছে সাওয়াব পাওয়া যাবে। এগুলো ছেড়ে অন্য কোনো অবৈধ পদ্ধতি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের পরিচয় হবে না। অন্যের জন্যে নিজের আখেরাত নষ্ট করা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

এভাবে সাধারণ মুসলমানদেরও দায়িত্ব হলো, নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্যের পরিবর্তে পবিত্র শরীয়তের অনুসরণ করুন। দ্বীন শিখুন শরীয়তের সীমার ভেতরে থেকে। আর এর ওপরই আমল করুন। শয়তানী ও রহমানী উভয় নৌকায় পা দেয়া থেকে বিরত থাকুন। এমন নয় যে, হাতের কাছে যখন যেটি পাবেন, সেটিতেই উঠে বসবেন।

یا مسلماں اللہ اللہ

یا برہمن رام رام

حج بھی کعبے کا کیا گنگا کا اشنان بھی

خوش رہے رحمن بھی راضی رہے شیطان بھی

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুধু এক আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই দায়িত্ব।

জামিয়াতুর রশীদের ফাতাওয়া

প্রশ্ন :

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ সাহেব দা.বা.
জামিয়াতুর রশীদ আহসানাবাদ, করাচি

আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

আজকাল সিডি বের হয়েছে। এর মাঝে বিভিন্ন কারীদের কিরাআত ও উলামায়ে কেরামের বয়ান থাকে। ঘরের ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, মা-বোন একত্র হয়ে এক বেগানা পুরুষের চেহারা দেখে এবং তার কাছ থেকে কুরআন শোনে বা মাসআলা-বয়ান শোনে। এটি করা কি জায়েয? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমি ফাতোয়া জানতে চাচ্ছি।

শরীফ আহমাদ
আওরঙ্গি টাউন
১৪/৬/২০০৪ ঈ.

উত্তর : الجوَابُ باسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ.

সিডির যেই ছবি স্ক্রীনে ফুটে ওঠে আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সেটি তাসবীর বা ছবির বিধানের আওতায় পড়ে। আর ছবি ব্যবহারের ওপর বিভিন্ন হাদীসে অভিশাপ এসেছে। যেমন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। [মিশকাত শরীফ]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىّ ومُسْلِم

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সবচে' বেশি শাস্তি দেবেন ছবি তৈরিকারীদেরকে। [বুখারী ও মুসলিম]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ.

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছবি সম্বলিত কোনো জিনিস রাখতেন না। পেলেই ভেঙ্গে ফেলতেন। [মিশকাত শরীফ]

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম রহ. বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা হারাম অভিহিত করেছেন। ছবির দিকে তাকানোকেও নাজায়েয বলেছেন। কাজেই প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট সিডির মাঝে যদি কোনো আলেম বা কারীও থেকে থাকেন, তবুও তা দেখা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। মহান পূত পবিত্র সত্তা আল্লাহই সব কিছু সম্পর্কে অধিক অবহিত।

ইহসানুল্লাহ শায়েক
[আফাল্লাহু আনহু]
দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, করাচি

উত্তরটি সঠিক
মুহাম্মাদ [আফাল্লাহু আনহু]
১৬/৬/১৪২৫ হি.

উত্তরটি সঠিক
সাঈদুল্লাহ [আফাল্লাহু আনহু]
১৬/৬/১৪২৫ হি.

ছবিযুক্ত ঈদকার্ডের বিধান

প্রশ্ন : আজকাল বাজারের যত্রতত্র ঈদকার্ডের স্টল বসানো হয়। এই সব কার্ড অনেক রকম প্রাণীর ছবি সাটা থাকে। কোনোটির মাঝে নর-নারীর অশ্লীল ছবিও থাকে। ইসলামী শরীয়তমতে এ ধরণের কার্ড ক্রয় করার বিধান কী? যদি কেউ এগুলো ব্যবহার করতে চায়, তাহলে তার বিধান কী হবে? জানিয়ে বাধিত করুন।

উত্তর : الجَوَابُ بِاسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ.

ছবি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সবচে' বেশি শাস্তি দেবেন ছবি তৈরিকারীদেরকে। [বুখারী ও মুসলিম]

যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছবি সম্বলিত কোনো জিনিস রাখতেন না। পেলেই ভেঙ্গে ফেলতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

এই সমস্ত হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, খুব প্রয়োজন ছাড়া প্রাণীর ছবি তোলা, সেই ছবি দেখা, বিক্রি করা, ক্রয় করা ও নিজের কাছে রাখা নাজায়ে এবং হারাম। কাজেই যেসব ঈদকার্ডের ওপর কোনো প্রাণীর ছবি হবে, বিশেষকরে যদি অশ্লীল ছবি থাকে, তাহলে তা বিক্রি করা, ক্রয় করা, সেগুলোর দিকে তাকানো অথবা কোনো বন্ধু বা আত্মীয়র কাছে পাঠানো শরীয়তমতে নাজায়েয ও হারাম। তদ্রুপ এ ধরণের ব্যবসা থেকে লব্ধ মুনাফাও হারাম হবে।

সমস্ত মুসলমানদের কর্তব্য হলো, ছবিযুক্ত ঈদকার্ড ব্যবহার আপনিও ছেড়ে দিন এবং অন্যদেরকেও এথেকে বাঁচিয়ে রাখুন। সমস্ত মুলমানের কর্তব্য হলো, সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা কামালুদ্দীন মুসতারশিদ সাহেব

মাওলানা কামালুদ্দীন মুসতারশিদ সাহেব তাঁর লেখা شعائی تصاویر کی حقیقت [শু'আ'ঈ তাসাঈর কী হাকীকত] গ্রন্থে প্রমাণিত করেছেন যে, ডিজিটাল ক্যামেরার ছবি অন্য সব ছবির মতোই হারাম। এর ওপর তিনি সেখানে বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত ও যুক্তিঋদ্ধ প্রমাণ পেশ করার পর লেখেন,

অনেককে এ কথা বলতে শোনা যায় যে, ঠিক আছে, আমরা স্বীকার করছি, ছবি তোলা ও ব্যবহার করা জায়েয নেই। কিন্তু আজকাল ব্যাপক জনলিপ্ততার কারণে এর থেকে বাঁচা যাচ্ছে না। কাজেই আমরা ব্যাপকারে ছবির মাঝে লিপ্ত মুসলমানদেরকে গুনাহগার বানানোর পরিবর্তে আমরা কেনো ছবির অনুমতি দেবো না, তাহলে সবাই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।

আমি বলবো, এটি একটি অপকৌশল। যদি আজ একে বুনিয়াদ বানিয়ে উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করে নেন, তাহলে আগামীকাল এরচে' বেশি হারাম জিনিস এই মূলনীতির অধীনে এনে হালাল ঘোষণা দেয়া হবে। আগামী দিনের মুফতী সাহেবেরা তাদের পূর্ববর্তীদের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি করে হারাম ধরবে আর তাকে হালাল করতে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ যখন মদপান ব্যাপক হয়ে যাবে, তখন ঠিক এ কথাই উঠবে যে, সমস্ত লোককে মদ্যপ আর গুনাহগার অভিহিত করার পরিবর্তে আমরা কেনো এই মদের নাম পরিবর্তন করে দেই না! তাহলে লোকেরা পূর্বের মতো পান করতে পারবে আর তারা গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

ঠিক তেমনই হবে, যেমনটি হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, যখন অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যাবে, তখন একদল তথাকথিত মুফতী এসে তার থেকে বাঁচার জন্যে এই কৌশল প্রস্তাব করবে যে, আমরা কেনো তাদের জন্যে 'মুত'আ বিয়ে' জায়েয বলছি না, তাহলে এই বেচারারা যিনা থেকে বেঁচে যেতো।

সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, গুনাহের ব্যাপকতাকে জায়েয করার হাতিয়ার বানানো খুবই মন্দকাজ। কেননা যেসব গুনাহ অল্প বা বিরল হয়, তার কারণে সর্বগ্রাসী আযাব নেমে আসার আশঙ্কা হয় না। কিন্তু যখন কোনো গুনাহের মাঝে সবাই লিপ্ত হয়ে যায়, তখন ধারাবাহিক আযাব নেমে আসার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। যদি ব্যাপক জনলিপ্ততা যুক্তিগ্রাহ্য অজুহাত হয়ে থাকে, তাহলে কিয়ামত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? কেননা কিয়ামতের আলামত হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, এ সময় গুনাহ এতো বেশি ব্যাপক হয়ে যাবে যে, লোকেরা একে মন্দ মনে করবে না। যদি ব্যাপক

জনলিপ্ততা গুনাহ না হওয়ার দলীল হতো, তাহলে তো পূর্বের উম্মতদের ওপর আযাব আসতো না। কেননা প্রতিটি জাতি ব্যাপকারে কোনো এক গুনাহে লিপ্ত ছিল। তখন কি সেই যুগের নবীগণ তাদের জন্যে সেই গুনাহের নাম পরিবর্তন করে জায়েয করে দিয়েছিলেন? না তাদেরকে আযাব নেমে আসার ধমকি দিয়েছিলেন? আসহাবুস সাবত কি এই কারণে বাদর আর শূকরে পরিণত হয়নি যে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে খোদাদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়নি?

মুফতী আযম মুফতী মুহাম্মাদ শফী' সাহেব লিখেছেন,

"কোনো গুনাহের ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাওয়াটা তাকে হালাল করতে পারে না। বরং এর কারণে আল্লাহর আযাব নেমে আসার আশঙ্কা অধিক প্রবল হয়ে যায়"। [তাসঈর কে শরঈ আহকাম : ৫৩]

আসল কথা হলো, শরীয়তের পরিভাষায় 'ইব্‌তিলায়ে আম' (ابتلاء عام) নামে যেই শব্দ রয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, সবাই কোনো কাজ করলে তা জায়েয হয়ে যায়। তাহলে তো যে সব এলাকার সমস্ত লোক দাড়ি সেভ করে, সেখানে বাইর থেকে কেউ এলে তার জন্যেও দাড়ি সেভ করা জায়েয হওয়া উচিৎ। অথচ শরীয়তের বিধান হলো, হয় সেই এলাকা ছেড়ে চলে যাও আর না হয় দাড়ি রাখো। সূদখোরদের কলোনি অথবা বস্তিতে বসবাস করার মতলব এ নয় যে, সেখানকার জন্যে সূদ জায়েয হয়ে গেছে।

বরং এর মতলব হলো, যখন কোনো ব্যক্তির জন্যে কোনো কাজের সমস্ত জায়েয পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং নাজায়েয ও মাকরুহ ব্যতীত কোনো পথ খোলা দেখা যায় না, অথচ তার জন্যে সেই কাজ না করে গত্যান্তর নেই। তখন একমাত্র তার জন্যেই ইসলামী শরীয়ত সেই নাজায়েয পথ দিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন, কোনো ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে বা তাকে বিদেশ ভ্রমন করতেই হবে। একমাত্র তার জন্যেই পাসপোর্টের প্রয়োজনে ছবি তোলার অনুমতি রয়েছে। এখন ছবি তোলার বিষয়টিকে এই যুক্তি দিয়ে ব্যাপক করা যে, অধিকাংশ লোক যখন টিভি দেখছে, কাজেই সবার জন্যে টিভি দেখার অনুমতি দিতে হবে, এর কী

অর্থ? বিভিন্ন হাদীসে কি বলা হয়নি যে, যখন সর্বগ্রাসী ফেৎনা ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরেই থেকে যাও অথবা সমাজ ছেড়ে বনে বাদাড়ে চলে যাও।

মিডিয়ার বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার অজুহাত

একটি যুক্তিকে বাহ্যিক দিক থেকে বেশ যৌক্তিক ও ভারী মনে হয় যে, যখন প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রোপাগাণ্ডা চলছে এবং প্রতিদিন তার মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। এখন যদি দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট মুসলমানদের ঈমান রক্ষার জন্যে মিডিয়ায়, বিশেষত ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার ময়দানে ইসলামের শত্রুদের পরাজিত না করা হয়, তাহলে তারা যেমন এই ময়দান দখল করে নেবে, তেমনি বেশ কিছু মুসলমানদের অন্তরাজ্যও দখল করে বসবে।

আসলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, কোনো প্রোপাগাণ্ডার মোকাবেলায় এতো দূর অগ্রসর হওয়া জায়েয ও প্রমাণিত আছে কি না? উটপাখি হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কতোটুকু অনুমোদিত? যখন আমাদের প্রতিপক্ষ বেশ-ভুষা বদলাবে, তখন আমাদেরও কি বদলাতে হবে? বাস্তবেই কি ছবির মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের দাঁতভাঙা জবাব দেয়া যাবে?

আমাদেরকে উক্ত প্রশ্ন এবং এ জাতীয় আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর বের করতে হবে। ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর কার্যপদ্ধতি এটাই ছিলো যে, প্রতিপক্ষের প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও তারা সবসময় নিজেদের কার্যপদ্ধতির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন এবং এই বিষয়গুলোর প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দিতেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে মুনাফেক গোষ্ঠীসহ তাবৎ কাফের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমানরা কখনো এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি যে, তাদের আসরে, তাদের আড্ডায় গিয়ে তাদের সমালোচনা করেছেন বা তাদের সাথে বিতর্ক করেছেন বা বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। বরং কুরআনুল কারীমের সাধারণ শিক্ষা অনুযায়ী তাদের কথাগুলো আমলে

না নিয়ে নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী দাওয়াত জারী রেখেছেন। এটিই কাম্য।

দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের জন্যে রহমতের নবী ও সত্যের আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরীত হয়েছিলেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে একেকটি করে চিঠি পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আসলে ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করা দরকার। তাদের সাথে প্রয়োজনে বিতর্কও করতে হবে। কিন্তু এসব কিছু করতে হবে ইসলামের সীমারেখার ভেতর থেকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামী মৌলনীতি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ যদি কারো ভাগ্যে হিদায়াত না লিখে রাখেন, তাহলে গোটা দুনিয়ার বক্তা আর বিতার্কিক এসেও তাকে হিদায়াতের পথের ওপর উঠিয়ে আনতে পারবে না। এর বিপরীতে যার কপালে হিদায়াত রয়েছে, সে একটি অতি সাধারণ ও অতি সরল কথাতেও সরল পথে উঠে আসতে পারে।

মু'তাযিলা, খাওয়ারেয সহ অন্য সব বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর মোকাবেলা করার জন্যে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম ইলমে কালাম প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ উলামায়ে কেরাম তাদের এই পদ্ধতি পসন্দ করেননি। এমনকি অনেকে তো ইলমে কালাম সম্পর্কে কঠিন কথা বলেছিলেন। অথচ ইলমে কালামের জন্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা হয়নি।

এসব কথা না হয় বাদই দিলাম। যদি আমরা তাদের ওই যুক্তি মেনে নেই, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, ইসলামে দাওয়াত দানকারীর জন্যে কর্মক্ষেত্রের ময়দানে কোনো কারিকুলাম নেই, কোনো রূপরেখা নেই। বরং তার জন্যে সময়ের চাহিদা মুতাবেক নিজেদের বেশ-ভূষা বদলানোর অনুমতি রয়েছে। যেমন, ধরুন, একটি আসরে একমাত্র শ্মশ্রুহীন লোকেরাই আসতে ও বসতে পারে। তারা সেখানে কোনো দাড়িশোভিত লোককে প্রবেশ করতে দেয় না। তাদের কোনো কথাই তারা শোনতে চায় না। তাহলে কি দাওয়াত দানকারীর জন্যে এই অনুমতি রয়েছে যে, সেও নিজের বেশ-ভূষা

বদলে তাদের মতো হয়ে যাবে; যাতে করে তারা তার কথা শোনে।

যদি কোথাও মিউজিক, মদ আর জুয়ার আসর বসে, তাহলে কি একজন মুবাল্লিগের জন্যে উটপাখি হয়ে সেখানে যাওয়ার অনুমতি থাকবে? না, থাকতে পারে না। কেননা দ্বীনের তাবলীগের জন্যে কোনো গুনাহ করার অনুমতি নেই।

আরেকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, টিভি ইত্যকার ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় ওয়ায-নসীহত করার সময় আত্মপ্রদর্শণের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে আজকাল দুনিয়ার আর অর্থের প্রতি লোভ-লালসার রমরমা অবস্থা চলছে। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

> "এমন কিছু নেক কাজও আছে, যার মাঝে মানব-প্রবৃত্তির চাহিদা খুব সহজেই ঢুকে যেতে পারে। যার ফলে সেটি এতো সুস্বাদু মনে হয়, যেভাবে মধুমিশ্রিত ঘি খেতে সুস্বাদু লাগে"।

তাঁর কথার সাথে কথা মিলিয়ে আমি শতভাগ বিশ্বাসের সাথে বলবো, আত্মপ্রদর্শণের সুযোগ থাকার কারণে যদি তাকে সেই পদ্ধতিতে দ্বীনের তাবলীগ করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তাতে লাভের চে' ক্ষতির পরিমাণ ঢের বেশি হবে। কেননা তখন তার ওপর এমন লোকদের কব্জা হবে, যারা ইসলামের চেহারা বিকৃত করে দেবে। কেননা আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষলব্ধ ফলাফল এটাই যে, এ ধরণের পরিস্থিতিতে সেই সব লোকের হাতেই চালিকাশক্তি চলে যায়, যাদের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামীতার চে' নিজের মান-মর্যাদাই বেশি প্রিয়। তাদের বক্ষে ইলমের দৌলত ছাপিয়ে বস্তুবাদি প্রাচুর্যের মোহ জেকে বসে।

আমরা আজ পর্যন্ত এটাই দেখেছি যে, যারাই ইসলামের প্রতিনিধি হওয়ার দাবিদার হয়ে টিভি এবং পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির পিঠে চড়ে বসেছেন, তাদের কথা যখন মিডিয়ার মাধ্যমে সবার সামনে এসেছে, তখন তার দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি তো দূরের কথা, বরং শক্তি হ্রাসই হয়েছে। তাদের দলীলগুলোর মাঝে ইসলামের সাথে মানানসই শক্তি ও প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে না। কেননা এধরণের লোক সাধারণত গভীর ইলমের অধিকারী হন না।

তারা মুখস্থ দু'কথা শিখে এসেছেন আর স্কলার নাম ধারণ করে জুড়ে বসে গেছেন। যারা জায়্যিদ উলামা, যাদেরকে জাতির সত্যিকার মুখপাত্র বলা যায়, তারা সবসময় এই ময়দান থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন।

আমি নিশ্চিত, যদি টিভি জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেয়া হয়, তাহলে ওই সব মহল এথেকে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে, যার গভীর, বিস্তৃত ও দৃঢ় ইলম থেকে শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সুখ্যাতির পাগল। তারা এই ফতোয়ার আড়ালে এমন সব দলীল-প্রমাণ মিডিয়ায় ছাড়বেন এবং এমন এমন ফতোয় প্রকাশ করবেন, যার দ্বারা হিদায়াত তো হবেই না, বরং নতুন নতুন গোমরাহীর পালে হাওয়া দেবেন। তখন فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا [নিজেও পথহারা এবং অন্যদেরকেও পথহারা করতে সমান ব্যস্ত]-এর সেই হাদীস দিবালোকের ন্যায় সত্য হয়ে আমাদের সামনে ফুটে ওঠবে। তাদের সেই কাকস্বরের নিচে উলামায়ে হকের আওয়াজ হারিয়ে যাবে। তখন মিডিয়ায় এমন নৈরাজ্য দেখা দেবে যে, কোনো ভদ্র মানুষের সেখানে গিয়ে নিজের আওয়াজ বুলন্দ করার রুচি হবে না; সাহসও হবে না।

টিভি ও ইন্টারনেট সম্পর্কে হাদীসে কি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী এসেছে?

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সমস্ত ফেৎনা সম্পর্কে পূর্বেই তার উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যদিও তার সেই পবিত্র যুগে এসব নাপাক জিনিসের নাম-গন্ধও ছিলো না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে সেগুলো উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাথে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলতেন যে, সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টি খুব সহজেই বুঝে ফেলতেন ও ধরে ফেলতেন। সেমতে বুখারী শরীফের একটি বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, হযরত উরওয়া রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উসামা রাযি. থেকে শুনেছি, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তাইয়্যেবার একটি পাথরের তৈরি .ইমারতের ওপর চড়লেন। এরপর বললেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? আমি তোমাদের ঘরগুলোর

ভেতর ফেৎনা নেমে আসার স্থানগুলো এমনভাবে দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে মানুষ চোখ মেললে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরার স্থানগুলো দেখতে পায়।

[বুখারী শরীফ, কিতাবু ফাযায়িলিল মদীনা]

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ. - أخرجه البخاري في: ٢٩ كتاب فضائل المدينة: ٨ باب آطام المدينة

বর্তমান যুগে মহাশূন্যে অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে। বিষুব রেখার আশপাশে হাজারো উপগ্রহ স্থাপন করা আছে। যেগুলো বিভিন্ন রকম উচ্চতায় অবস্থান করছে। কোনোটি দশ-বারো হাজার উপরে। এমনকি কোনোটি চল্লিশ হাজার কিলোমিটারের মতো উচ্চতায় অবস্থান করছে। মোবাইল ফোনই হোক বা অন্য কোনো তথ্য সরবরাহ কারী মাধ্যমই হোক; এগুলো সবসময় সেই উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ রাখে। আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন যে, আলোকরশ্মিগুলো মহাশূন্যের মাঝে ছোট ছোট অসংখ্য কণার আকারে তরঙ্গায়িত হয়। শব্দতরঙ্গও অনেকটা এরকমই। যার কারণে আজ দুনিয়ার কোনো নগর-শহর ও সভ্যতা এমনকি মদীনা মুনাওয়ারাহ পর্যন্ত টিভি ও ইন্টারনেট থেকে শূন্য নয়। কাজেই এ কথা সঠিক যে, মহাশূন্য থেকে সেই ঘরগুলোতে বৃষ্টির মতো ফেৎনা বর্ষিত হচ্ছে।

আপনি পেছনে এই কথা পড়েছেন যে, যদি আলোকরশ্মির দীর্ঘ তরঙ্গ চার শ' থেকে সাত শ' পঞ্চাশ ন্যানোমিটারের ভেতর হয়, তাহলে তা মানবচোখে দেখা যায়। কিন্তু এরচে' কম বা বেশি দীর্ঘ তরঙ্গের আলোকরশ্মি দেখা মানবসাধ্যের বাইরে। যেমন, রিমোট কন্ট্রোল, এক্সরে মেশিন ইত্যাদির আলোকরশ্মি।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা যেই শক্তি দান করেছিলেন, তা কারো জানতে বাকি নেই। সে কারণে তিনি সেই ফেৎনাগুলো সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পেরেছিলেন।

কাযী ইয়ায রহ. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে যেভাবে সামনে দেখতে পেতেন, সেভাবে পেছনেও দেখতে

পেতেন। অন্ধকারের মধ্যে সেভাবে দেখতে পেতেন, যেভাবে আলোর মধ্যে দেখতে পেতেন। তিনি ফেরেশতা ও শয়তান দেখতে পেতেন; এটি তো অসংখ্য হাদীসে প্রমাণিত। বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়ানোর সময় তো তিনি তার লাশও দেখেছিলেন। যখন কুরাইশের লোকেরা নবীজির মে'রাজের ওপর আপত্তি করে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো, তখন তিনি সেই বাইতুল মুকাদ্দাস দেখে দেখে তাদের একেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। যখন তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ করছিলেন, তখন এক নজর কা'বা ঘর দেখেনিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি সপ্তর্ষিম-লস্থ নক্ষত্রপুঞ্জে এগারোটি তারকা দেখেছি। এগুলো নবীজি কল্পচোখে বা অন্তর্চোখে দেখেননি। চর্মচোখেই দেখেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সহ প্রমুখ ইমাম হতে এ কথাই বর্ণিত আছে।

وهذه كلّه محمولة على رؤية العين وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. الخ

যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামকে এমন তাজাল্লী দিয়েছিলেন যে, তিনি দশ ক্রোশ [তিন মাইল] দূর থেকে অন্ধকার রাতে পাথরের ওপর পিপড়েকে দেখতে পেতেন, হতে পারে, সেই আল্লাহ আমাদের নবীজিকে মে'রাজের পর সেই শক্তি দান করেছিলেন। [আশ শিফা : ১/৪৩]

সিডি, টিভি, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সম্পর্কে জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নোরী টাউন, করাচি-এর ফতোয়া

প্রশ্ন : ১ :

বর্তমান যুগে ছবিযুক্ত সিডির সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। টিভি অথবা কম্পিউটারের পর্দায় এধরণের প্রোগ্রাম দেখা বা কোনো আলেমের ওয়ায-তাকরীর শোনার শরীয়তে কী বিধান? কোনো আলেমের টিভি চ্যানেলে গিয়ে বয়ান করার বিধান কী?

সাঈদ আহমাদ
মুজাহিদ কলোনি
নাযিমাবাদ, করাচি

উত্তর : حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

একটি কথা আমাদের স্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে যে, ছবিযুক্ত সিডির মাধ্যমে প্রোগ্রাম দেখা অথবা কোনো আলেমের ওয়ায-নসীহত শোনা; কোনোভাবেই জায়েয নয়। যেমনটি বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমানিত হয় :

قَالَ النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تصاوير. مشكوة / ص : ٣٨٠

যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। [মিশকাত শরীফ : ৩৮০]

এরকম অনেকগুলো হাদীসে বলা হয়েছে যে, ছবি তোলা হারাম। সে ছবি আঁকবে বা তোলবে, তার ওপর কঠিন শাস্তি নেমে আসভে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না।

তদ্রুপ ওয়ায-তাকরীরের জন্যে উলামায়ে কেরামের টিভিতে যাওয়াও জায়েয নয়। এর এক কারণ হলো, ছবি। দ্বিতীয় কারণ হলো, টিভি ইত্যাদিকে গঠন করা হয়েছে অবৈধ খেল-তামাশা ও চিত্তবিনোদনের জন্যে। কাজেই দ্বীনি ক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যবহার ভুল ও নাজায়েয বৈ কিছু নয়। فقط والله أعلم।

ফযল মা'বূদ
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নোরী টাউন করাচি
১৯/১০/১৪৩৮ হি. / ১/১১/২০০৭ খ্রি.

উত্তরটি সঠিক
মুহাম্মাদ আবদুল মাজীদ দীনপূরী
১৯/১০/১৪২৮ হি.

উত্তরটি সঠিক
মুহাম্মাদ আবদুল কাদের
১৯/১০/১৪২৮ হি.

প্রশ্ন : ২ :
ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরণের প্রোগ্রাম থাকে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করার কী বিধান? দলীলভিত্তিক উত্তর কামনা করছি।

সাঈদ আহমাদ
মুজাহিদ কলোনি
নাযিমাবাদ, করাচি

উত্তর : حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

এটি একটা নির্জলা সত্য যে, আজ পৃথিবী আধুনিকতার পথে ছুটছে। প্রতিদিন কোনো না কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এসে আমাদের চোখ ধাধিয়ে দিচ্ছে। যেই কাজ করতে বা যে জিনিস দেখতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়তো, সেই সব সমস্যা ও পেরেশানিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার খুব সহজলভ্য ও সহজসাধ্য করে দিয়েছে। এখন ঘণ্টার কাজ মিনিটে আর মিনিটের কাজ সেকেন্ডেই করে ফেলা যায়। যেমন, যদি কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন পড়ে তাহলে এক ক্লিকেই দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরীর কিতাবাদি ঘরে বসেই পড়ে ফেলা যায়।

উপরন্তু যেভাবে পত্র-পত্রিকা, কিতাবাদি, রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইট, ডিশ ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম তাবলীগের ময়দানে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ক'দিন হলো, এই ময়দানে নতুন একটি হাতিয়ার এসেছে। যার মাধ্যমে নতুন রণকৌশলে ইসলাম ও তার ভিত্তিমূলের ওপর আক্রমনের পায়তারা চলছে। আর সেটি হলো ইন্টারনেট। এটি আগাগোড়া একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এটির কর্মক্ষেত্র ও কর্মোদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারকারীর মানসিকতা, ধরণ ও কার্যপদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ব্যবহারকারীর ওপর বর্তায়।

ইন্টারনেটের ব্যাপারে এ কথা বলা যায় যে, এটি সত্তাগতভাবে কোনো সফটওয়ার নয়। এটি কোনো হার্ডওয়ারও নয়। বরং হাজার, লাখ কম্পিউটারের পারস্পরিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম মাত্র। এটি যেমন কোনো ব্যক্তির জন্যে নয়। তেমন এটি কোনো একক ব্যক্তির মালিকানাভুক্তও নয়। আমাদের জানামতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এটিকে পরিচালিত করছে না। সহজশব্দে আমরা এভাবে বলতে পারি, এটি একটি কাজ করার মাধ্যম। যা ব্যবহার করে বিভিন্ন কম্পিউটারের মাধ্যমে লোকেরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্যে শুধু এই কাজটুকু করতে হবে যে, এই নেটওয়ার্কের অংশ হওয়ার জন্যে তাকে ইন্টারনেট সার্ভিস রাইডার [সেবা প্রদানকারী] থেকে তাকে কানেকশন নিতে হবে। এর সাথে সাথে ইন্টারনেট নিজের চিন্তাধারা

ছড়ানো এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে ব্যবহার করার একটি মাধ্যম মাত্র। যেহেতু এর ওপর বিভিন্ন বাতিল গোষ্ঠীর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এ কারণে তার অধিকাংশ প্রোগ্রাম ইসলামের বাইরে যাচ্ছে; বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে ইসলামের পরিচয় ও প্রচার, বিশুদ্ধ আকাঈদ ও চিন্তাধারার বিকাশ, বাতিল ধর্মবিশ্বাসের অপনোদন ও খ-ন এবং ফিকাহ ও ফাতাওয়ার সহজলভ্যতার জন্যে, উপরন্তু যে কোনো জায়েয লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা ইসলামী শরীয়তমতে জায়েয। সেখানে দ্বীনি প্রোগ্রাম করাও সঠিক। এর সাথে সাথে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বয়ান, কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত ও তাফসীর ইন্টারনেটে ছবি ও ফটো ছাড়া প্রকাশ করা জায়েয আছে। এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ইন্টারনেটে ভেসে থাকা নগ্ন ছবি ও অন্যান্য নিষিদ্ধ প্রোগ্রাম যেমন, অশ্লীল দৃশ্য, নগ্ন ও অর্ধনগ্ন, অরুচিকর ও অসভ্য ফিল্ম) দেখা ও শোনার কোনো অনুমতি নেই।

কম্পিউটার আধুনিক যুগের এমনই এক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে উপকারী ও ক্ষতিকর উভয় ধরণের কাজ নেয়া যায়। অবশ্য এতে চেষ্টা করতে হবে যে, তার মন্দ দিক ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই শাখাটির শাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং জায়েয প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। فقط والله أعلم।

মুখতার আহমাদ
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নোরী টাউন করাচি
১৯ শাওয়াল ১৪৩৮ হি. / ১ অক্টোবর ২০০৭ খ্রি.

উত্তরটি সঠিক
মুহাম্মাদ আবদুল মাজীদ দীনপূরী
১৯/১০/১৪২৮ হি.

উত্তরটি সঠিক
মুহাম্মাদ আবদুল কাদের
১৯/১০/১৪২৮ হি.

টিভিতে উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ করার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা সাঈদ আহমাদ জালালপূরী দা. বা.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى!

যেমনটি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, আজকাল মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলে ইয়াহুদি লবি, তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস ও নিমকখোরদের রাজত্ব। তারা ইসলাম ও ইসলামের বিধানকে বিকৃত করে পেশ করছে। তারা মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসী এবং ইসলামকে একটি অপালনীয় ধর্ম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এভাবে সেখানে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসআলা ও ধর্মবিশ্বাস হিসেবে যেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়ে শোনানো হয়, সেখানেও বাতিল ও বাতিল পূজারীদের ধর্মবিশ্বাস ও চেতনাকে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ এবং হকপন্থীদের অবস্থানকে ঠুনকো ও অবাস্তব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তাদের সেই উপস্থাপনা এতোটাই চাতুর্যপূর্ণ হয়ে থাকে যে, তা শোনে একজন সাধারণ মানুষ –যে এতো দিন পর্যন্ত হক ও হকপন্থীদের সাথে লেগে ছিলো– এখন নিজের হককে বাতিল আর তাদের বাতিলকে হক মনে করতে শুরু করে। এমনকি পড়াশোনা জানা শিক্ষিত ভদ্রজনেরা –যারা হকপন্থী লোকদের সাথে উঠাবসা করতো– তারা এখন নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করছে। তারা এখন মনে করতে শুরু করছে যে, আমাদেরকে এতো দিন যা কিছু বলা হয়েছে এবং যা কিছু পড়ানো হয়েছে, বাস্তবতা সম্ভবত তারচে' ভিন্ন। এই ভীষণ দুশ্চিন্তাজনক অবস্থার কারণে অস্থির হয়ে দ্বীনদরদী মুসলমানদের খায়েশ হয় যে, হকপন্থী উলামায়ে কেরামেরও টিভির প্রোগ্রামে আসা প্রয়োজন। এই ফেৎনার মোকাবেলা করার জন্যে তাদেরও এই ময়দানে নেমে আসা দরকার। জাতিকে মূল সত্য সম্পর্কে সচেতন করা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

টিভি, সিডি ও ক্যাবেল চ্যানেলের জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেয়া উচিৎ। যার কারণে জাতির প্রতি ব্যথা লালনকারী একদল উলামায়ে কেরামকে বলতে শোনা যায় যে, এখন তো টিভি, সিডি ও ক্যাবল চ্যানেলের এই কর্দমাক্ত জলাভূমিতে নেমে এতে ডুবে যাওয়া মুসলমানদেরকে উঠিয়ে বের করে নিয়ে আসা উচিৎ। যদি এখনো এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয়, তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয় যে, ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের স্বাতন্ত্র শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

জাতি ও দেশ, দ্বীন ও মিল্লাতের এই দরদীদের জোর অনুরোধ হলো, যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে এমন ইসলামী চ্যানেল খোলা হোক, যা দেখে মুসলমানরা তাদের দ্বীন, মাযহাব এবং ঈমান ও আকাঈদ নিরাপদ রাখবে। যদ্বারা মুক্ত স্বাধীন বেদ্বীন টিভি চ্যানেলগুলোর বিষ ভরা প্রোগ্রামগুলো থেকে নব প্রজন্ম নিরাপদ রাখা যাবে। দ্বীন ও মাযহাব, ঈমান ও আকাঈদ এবং ইলম ও আমলকে কুরআন-সুন্নাহর মাপকাঠিতে রেখে গোটা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহকে পথ দেখানো যাবে।

দেখা যাচ্ছে যে, এই 'মুখলিস' ভাইদের চিন্তা ও চেতনা ইখলাসপ্রসূত। তাদের আবেগ সত্য। বাহ্যদৃষ্টিতে এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজনও বটে। কারণ হলো, টিভি ও সিডির মাঝে মুক্ত স্বাধীন লাগামহীন প্রোগাম, লেকচার, মিথ্যা ড্রামা, অশ্লীল ফিল্ম আর নির্লজ্জ দৃশ্যগুলো এতো বেশি ক্ষতি করছে না, যতোটা এই তথাকথিত দ্বীনি প্রোগ্রামগুলো মুসলমানদের আকাঈদ ও চিন্তা-চেতনাকে বরবাদ করছে। এর কারণ অবশ্যই এটাই যে, কোনো ব্যক্তি ফিল্মকে নেক ও সওয়াবের কাজ মনে করে দেখে না। সেখানকার চরিত্রগুলোকে সত্য মনে করে গ্রহণও করে না। বরং অতি সাধারণ মুসলমানও সেগুলোকে মন্দ, অশ্লীল ও গুনাহের কাজ মনে করে দেখে থাকে। এর বিপরীতে এ ধরণের নামসর্বস্ব প্রোগ্রামগুলোকে দ্বীনি ও মাযহাবী প্রোগ্রাম মনে করে দেখা হয়ে থাকে। এগুলোর আলোকেই দর্শকেরা নিজেদের জীবনের চতুর্সীমা নির্ধারণ করে থাকে। এ কারণে এ কথা বলা অবশ্যই বাহুল্য হবে না যে, বর্তমানের টিভি চ্যানেলগুলোর নামসর্বস্ব দ্বীনি প্রোগ্রামগুলো নতুন প্রজন্মের জন্যে নগ্ন নীল ফিল্ম থেকেও বেশি ক্ষতিকর।

এখন প্রশ্ন হলো, এগুলোর পথ বন্ধ করার উপায় কী? এ ক্ষেত্রে দু' ধরণের অভিমত পাওয়া যায়। একটি মহলের প্রস্তাবনা হলো, টিভি চ্যানেলগুলোতে আস্থাভাজন উলামাদের যাওয়া উচিৎ। টিভির এই ময়দানে নেমে দ্বীনের শত্রুদের মুখোমুখি মোকাবেলা করা উচিৎ। অথবা নিজেদের জন্যে পৃথক একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করে তাদের কোমর সেভাবেই ভেঙে দেয়া দরকার যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

কিন্তু উম্মতঘনিষ্ঠ একদল আস্থাভাজন নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম তাদের এই প্রস্তাবনার শুধু প্রতিবাদই করেন না, বরং কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের অবস্থান হলো –এবং তা অবশ্যই যথার্থ– যে,

১. ... اَنَّ السَّيِّئَةَ لاَ تُدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ [গুনাহ্ দিয়ে গুনাহ দমন করা যায় না]। কাজেই টিভিতে এসে টিভির খারাবিগুলো দূর করতে চাওয়া এমনই এক ভুল। যেমন, পেশাবের ময়লা পেশাব দিয়ে ধুলে যেমন পবিত্রতা অর্জিত হয় না। এটি যেমন ভুল, ওটিও তেমনই এক ভুল।

২. টিভি ও সিডির প্রোগ্রাম ছবি ছাড়া হয় না। ছবি তোলা ও তোলানো সম্পূর্ণ নাজয়েয ও হারাম। এর ওপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন। এই ছবি প্রাচীন পদ্ধতিতে হাতে তৈরি হোক আর রসায়নিক পদ্ধতিতে নির্মিত হোক অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি হোক; সর্বাবস্থায় হারাম। এর ওপর গোটা উম্মত একমত।

৩. ছবি তোলার ওপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্টতম শাস্তি ভোগের ধিক্কার দিয়েছেন। বলেছেন, কিয়ামতের দিন ছবি তৈরিকারীকে বলা হবে, পৃথিবীতে তুমি প্রাণীর ছবি বানিয়ে আমার সদৃশ্য ও সমতা দেখানোর অপচেষ্টা করেছিলে। কাজেই আজ সেই ছবির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে জীবিত করে দেখাও। বাস্তব হলো, এটি মানবসাধ্যের বাইরে। যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এতোটা স্পষ্টভাবে বলার পরও কি কোনো বুদ্ধিমান মানুষের এই দুঃসাহস হবে যে, সে যেনে বুঝে আল্লাহর শাস্তিকে গলায় জড়িয়ে নেবে?

৪. যেহেতু টিভি এবং ডিভিডির গঠন ও কাঠামো অবৈধ খেল–তামাশা আর চিত্তবিনোদনের জন্যে। এ কারণে সেগুলোকে দ্বীনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যবহার করা শুধু ভুলই নয়, বরং দ্বীনকে অসম্মান ও অপদস্থ করার নামান্তর। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মদের বিশেষ পাত্র যথা, হিনতম, দুব্বা, নাকীর, মুযাফ্‌ফাত ইত্যাদিকে পাক করে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি, বরং সেগুলোকে এ কারণে ভেঙে-চুরে চুরমার করার নির্দেশ দিয়েছিলো যে, এগুলো হলো মদের স্মারক। যা হারাম পানীয়র জন্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বানানো হয়েছিলো, যেমনটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমনের পর তাদেরকে বিশেষত এই সব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করে বলেছিলেন যে,

وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّــتِ.– الصـــحيح للبخاري/ ج : ١ ص : ١٣

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি চার ধরণের মদিরাপাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। পাত্রগুলো হলো, হিনতম, দুব্বা, নাকীর ও মুযাফ্‌ফাত'। [বুখারী শরীফ : ১/১৩]

যদি ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হারাম ও নাপাক পানীয়র জন্যে বিশেষভাবে তৈরি পাত্রগুলো অথবা মদের প্রতীক বলে বিবেচিত মদীরাপাত্রগুলো ব্যবহার করতে অথবা সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি না দেয়, তাহলে টিভি, ডিভিডি অথবা এ ধরণের অন্যান্য জিনিসগুলো –যা অবৈধ খেল-তামাশা ও চিত্ত বিনোদন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতই হয় না– সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার কিভাবে অনুমতি দেবে? অথবা এগুলোর মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি কীভাবে দেবে?

৫. এভাবে এই যুক্তিও বোধগম্য নয় যে, অন্যদেরকে গুমরাহি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে নিজেকেও সেই গুনাহ ও গুমরাহি করতে হবে; যা থেকে সে নিজেই অন্যদেরকে নিষেধ করছে। কোনো অতি সাধারণ বিবেক

ও বুদ্ধির অধিকারী কোনো ব্যক্তি কি এটা মেনে নেবে যে, একটি গুনাহ দূর করার জন্যে আরেকটি গুনাহ করতে হবে! যখন কোনো ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির জীবন বাঁচানোর জন্যে নিজের পার্থিব জীবনকে সংকটের মুখে ফেলে না, তখন কিভাবে –শুধু এতোটুকু সম্ভাবনার ওপর যে, হতে পারে কেউ সত্যপথে এসে যাবে– কেউ কি নিজের আখেরাতের চিরস্থায়ী যিন্দেগী বরবাদ করতে পারে? সে কি তাকে সংকটের মুখে ফেলতে পারে? কেউ কি এ কাজ করতে প্রস্তুত হবে? যদি কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এহেন কাজ করে তাহলে শরীয়ত ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তার কী অনুমতি রয়েছে? যদি তার উত্তর না বাচক হয়ে থাকে –এবং তার উত্তর অবশ্যই 'না' হবে– তাহলে উলামায়ে কেরামকে কেনো এভাবে আত্মহত্যা করার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে? আর যদি তার উত্তর হ্যাঁবাচক হয়ে থাকে, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চৌদ্দশ' বছরের দীর্ঘ সময়ে এমন এক–আধটি উদাহরণ দেখাতে পারবেন? যে কেউ অন্যকে হিদায়াত করার খায়েশে নিজে গুমরাহির পথ ধরেছেন? যদি এক মুহূর্তের জন্যে এটিকে মেনেও নেয়া হয়, তাহলে শরীয়ত কি তার অনুমতি দেবে? কোনো ব্যক্তি কি এমন আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিতে আদিষ্ট? না, না, অবশ্যই না।

৬. যদি উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের আদর্শ ব্যক্তিত্বগণ টিভিতে আসতে শুরু করেন, তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, এই অবৈধ খেল–তামাশা ও চিত্ত বিনোদনের যন্ত্রটির ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণকে কিভাবে বাঁচানো যাবে? বরং তখন বিষয়টি আরো কঠিন ও দুরুহ হয়ে পড়বে। যখন উলামায়ে কেরাম নিজেই টিভির স্ক্রীনে জ্বলজ্বল করবেন, তখন তিনি অন্যদেরকে কিভাবে তা দেখা ও ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করবেন? তখন কি তাদের পক্ষে জনগণকে বাঁধা দেওয়া সম্ভব হবে? তখন কি তাদের কথা তারা শোনবে?

বর্তমান পৃথিবীর একটি বিশাল বড় দল এখন পর্যন্ত টিভির ব্যবহারকে নাজায়েয ও নতুন প্রজন্মের জন্যে ক্ষতিকর বিষ জেনে আসছেন। এখন যদি উলামায়ে কেরাম টিভির ব্যবহারের অনুমতি দেন বা এক্ষেত্রে

শিথিলতা প্রদর্শণ করেন, তাহলে কি তারা প্রভাবিত হবে না? এতে কি মুসলমানের ঘরে নতুন সভ্যতা বা বেদ্বীনি নিয়ে আসার যিম্মাদার সেসব অতি উৎসাহী উলামায়ে কেরাম হচ্ছেন না? যারা টিভিকে জায়েয করতে অতি তৎপর।

৭. ধরে নিলাম, যদি উলামায়ে কেরাম জনসাধারণকে এর থেকে বাঁধা দিতেও চান, তখন কি জনসাধারণের এ কথা বলার অধিকার থাকবে না যে, যেভাবে আপনি দ্বীনি প্রোগ্রামের জন্যে টিভিতে যান ... এবং এটি আপনার জন্যে জায়েয হয় ... তাহলে আমরা যদি শুধু দ্বীনি প্রোগ্রাম দেখার জন্যে টিভি নেই এবং এ উদ্দেশ্যে টিভি দেখি তাহলে এটি কেনো নাজায়েয হবে? বলুন, তখন তার উত্তর কী হবে?

যদি ধরে নেই, উলামায়ে কেরাম জায়েয প্রোগ্রাম দেখার জন্যে টিভিকে জায়েয অভিহিত করেন এবং এভাবে ঘরে ঘরে টিভি ঢুকে যায় তাহলে এর কী গ্যারান্টি রয়েছে যে, এই টিভি দিয়ে নষ্ট, ভ্রষ্ট, অশ্লীল ও ঈমানবিধ্বংসী প্রোগ্রাম দেখা হবে না? অথবা এ দিয়ে গোটা দুনিয়ার নীল ছবিগুলো দেখা হবে না? তখন এর দ্বারা গুনাহ ও বদকাজের বাধ ভেঙে পড়বে না? একবার যদি ঘরে টিভি ঢুকে যায়, এরপর কি কোন অনুষ্ঠান জায়েয আর কোন অনুষ্ঠান নাজায়েয? সেটি ভেবে দেখার কেউ অপেক্ষা করবে?

৮. যদি উলামায়ে কেরাম টিভির প্রোগ্রামে আসতে শুরু করেন এবং টিভির বিতর্ক অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন, তাহলে এর কী গ্যারান্টি রয়েছে যে, ইয়াহুদি-হিন্দুদের বংশধরেরা উলামায়ে কেরামের চিন্তাধারা ও কথাগুলো হুবহু টিভিতে সম্প্রচার করে দেবেন?

অথচ বাস্তবতা হলো, আমরা বারংবার প্রত্যক্ষ করেছি যে, যখন কোনো আলেম দ্বীনের সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে শুরু করেন, তখন শুধু তার কাছ থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নেয়া হয়নি, বরং তার যেই কথাগুলো টিভি ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর চিন্তা-চেতনার বাইরে চলে যায়, তারা সেগুলো সেন্সর করে ফেলেন। তালেবান সরকারের সময় শহীদ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ. এ ধরণের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তিনি নিজেই আমাকে জানিয়েছেন যে,

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক প্রথমে তো আমাকে দিতেই চাচ্ছিলো না। যখন আমি নিজেই বলতে শুরু করি, তখন সে বারংবার আমার কথা কেটে যেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখন আমি তার এ কাজের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করি, তখন যদিও সে তাতে নাক গলানো বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আমার ইন্টারভিউর যে অংশটি সরকার ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর চেতনা ও মানসিকতার পরিপন্থী ছিলো, সে সেগুলো কেটে দিয়েছে। হযরত মুফতী সাহেব রহ. আমার কাছে স্বীকার করেছেন,

> 'আমি ভেবেছিলাম, টিভিতে অংশগ্রহণ করলে জনগণের সামনে দ্বীনের মৌলিকত্ব ফুটে ওঠবে .... এ কারণেই আমি যোগদান করেছিলাম.... কিন্তু পরিবর্তীতে বুঝলাম, আমার ধারণা সঠিক ছিলো না। এ ধরণের অনুষ্ঠানে যোগদান করা ঠিক হবে না। কেননা এ ধরণের আলোচনা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবতাকে প্রকাশ করা নয়, বরং বাস্তবতাকে বিকৃত করা।'

৯. দুনিয়া জানে যে, টিভি ও সিডির উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার করা নয়, বরং সমাজ নষ্ট করা। বরং দেখা যায়, টিভি ও ডিভিডির আসল উদ্দেশ্য হলো, পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ভব্যতা এবং বেদ্বীনি কালচার ছড়িয়ে দেয়া। বাস্তব হলো, যে সমস্ত প্রোগ্রামে দ্বীন ও শরীয়ত এবং ইসলামী কৃষ্টি ও কালচারের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব হবে, তাকে ইয়াহুদি গোষ্ঠী ও তার এজেন্টরা কীভাবে সহ্য করতে পারে?

১০. ধরে নিলাম, মুসলমানরা নিজেদের মতো করে একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করলো। তাহলে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হলো, প্রাণীর ছবি থাকা অবস্থায় সেই চ্যানেল কিভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হয়? তাসবীর বা ছবির ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান ও তার প্রমাণ আমরা ইতোপূর্বে উপস্থাপন করেছি।

চলুন, এক মিনিটের জন্যে আমরা ছবি সহ্য করে নিলাম। তখন কি সাধারণ দর্শক এ ধরণের টিভি চ্যানেল দেখতে পসন্দ করবেন? যদি হ্যাঁবাচক উত্তর হয়, তাহলে বলুন, মেহরাব মিম্বারের কথাগুলো কেনো তাদের কানের ভেতর ঢুকে না? অথচ মিহরাব মিম্বারে তো এ কথাগুলোই

বলা হয়। আপনিই বলুন, যেই কথা মেহরাব মিম্বার থেকে বলা হলে কানে যায় না, সেই কথা টিভি থেকে তারা কেনো শুনবেন? আসলে লোকেরা এই উদ্দেশ্যেই টিভি দেখে যে, সেখানে এমন "অনেক কিছু (?) দেখা যায়" যা মেহরাব ও মিম্বারে দেখা যায় না। কাজেই যেই টিভিতে সাধারণ মানুষদের কাঙ্খিত রংরাঙা দৃশ্য থাকে না, তাকে কেউ দেখবেও না।

সাধারণ মানুষদের সেই রঙীন মানসিকতার ওপর 'মিরাসী' নাটকের একটি সংলাপ মনে পড়ে গেলো; যেখানে সে জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে চিহ্নিত করে তার শ্রোতাবর্গকে সম্বোধন করে বলেছিলো :

'আরে শুনছো! একবার আমি দেখলাম, আমি মরে গেছি। আমাকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। আমার হিসাব-কিতাব শুরু হয়েছে। তখন ফেরেশতারা আমাকে বললো : তোমার গুনাহ ও নেকি সমান সমান। এখন বলো, তুমি কোথায় যেতে চাও? সেখানে তোমাকে পাঠিয়ে দেই। আমি মৌলভীদের কাছ থেকে শুনেছিলাম, জান্নাত অনেক ভালো জায়গা। এজন্যে আমি বললাম : আমাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দাও। যখন আমি জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি তা দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। সেখানে কোনো আড়ম্বরই নেই। না সূরঝঙ্কার আছে, না বসন্ত আছে। চিত্ত বিনোদনের কোনো আয়োজনই চোখে পড়ল না। ওখানে মসজিদের ইমাম সাহেবকে পেলাম। তার সাথে কয়েকজন দাড়িওয়াল লোক দেখতে পেলাম। যাদের কারো হাতে বদনা, আর কারো হাতে মুসল্লা। এলাকার দু'চার জনকে এদিক ওদিক ঘুরতে দেখলাম।

আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : এরচে' ভালো কোনো জায়গা আছে? তারা জানালেন : এর থেকে ভালো কোনো জায়গা তো নেই। অবশ্য যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে জাহান্নাম দেখাতে পারি। আমি বললাম : অবশ্যই। সেমতে যখন আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন গিয়ে দেখি, আমাদের গ্রামের চৌধুরী সাহেব, মালিক সাহেব, খান সাহেব, এককথায়

> গ্রামের সব নামী লোক আসন পেতে বসে আছে। সেখানে কণ্ঠশিল্পীরা গান গাইছে। নর্তকীরা তাদের নৃত্য পরিবেশন করছে। আসর জমে রমরমা অবস্থা। মদীরাপাত্র উপচে মদ গড়িয়ে পড়ছে। সকল আলোকিত মনন, আধুনিকতা পূজারী বন্ধুজন ও সমাজের অগ্রসর শ্রেণির লোকেরা একত্র হয়েছে। ওখানে গিয়ে তো মজাই এসে গেলো।

যদিও এটি একটি নাটুকে সংলাপ। কিন্তু খানিকটা ভেবে দেখলে বুঝে আসবে যে, আজকালকের জনগণ সেই রঙীন জগৎই খুঁজে বেড়ায়। এর জন্যে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেলেও তাদের কোনো আপত্তি নেই। এর বিপরীতে সাদাকালো খালেস দ্বীনি প্রোগ্রাম তাদের মন ছুয়ে যায় না। এর বিনিময়ে জান্নাতপ্রাপ্তিও তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারে না।

চলুন, আমরা মেনে নিলাম, লোকেরা 'খালেস দ্বীনি ও শরঈ টিভি' দেখবে। তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে, ইয়াহুদি এজেন্ট ও আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটগুলো এই চ্যানেল চলতে দেবে? না, কখনই দেবে না। আমাদের সামনে 'আল-জাযিরা' টিভির উদাহরণ রয়েছে। সম্প্রতি সেই টিভির প্রচার কার্যক্রম জ্যাম করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সেই টিভি চ্যানেল কি গোটা পৃথিবীর টিভি সম্প্রচার আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবে? কখনই পারবে না। এর জন্যে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের উদাহরণই যথেষ্ট। বীর বাহাদুর আমেরিকা ও তার মিত্রজোট শক্তিগুলো এই দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতিটি ইট এজন্যেই খুবলে খেয়েছে যে, তারা বৈশ্বিক কুফরি রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ হতে অস্বীকার করেছিলো। তাদের যেই পরিণতি হয়েছিলো, আপনার এই টিভি চ্যানেলেরও সেই পরিণতি হবে।

১১. তাদের একটি যুক্তির উত্তর বাকি রয়ে গেছে। তারা বলে, যদি কাফের ও বেদ্বীন শক্তি টিভিকে ইসলামের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে আমরা কেনো সেটিকে ইসলাম প্রচারের জন্যে ব্যবহার করতে পারবো না? বাহ্যত, তাদের এই আবেগ ভালো। কিন্তু এখানে সেই সমস্যা সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। তা হলো, ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনো নাজায়েয ও হারাম মাধ্যম অবলম্বন করা জায়েয নয়।

যদি ইসলাম প্রচারের জন্যে কোনো নাজায়েয মাধ্যম গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে চোরদের সংশোধন করার জন্যে চোর হতে হবে। ব্যভিচারীদের সংশোধন করার জন্যে ব্যভিচারী হতে হবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত কাফেরদের সংশোধন করার জন্যে কাফেরদের দলে নাম লেখাতে হবে। পৃথিবী জানে, পৃথিবীর কোনো সভ্য আইন এর অনুমতি দিতে পারে না।

এ ছাড়াও যদি ধরে নেই, ইসলাম প্রচারের জন্যে কোনো অসৎ, নাজায়েয বা হারাম মেনে নেয়ার অনুমতিও দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে কি আগামীর জন্যে نهى عن المنكر [অসৎ কাজ থেকে বাঁধা দেয়া]-এর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে না? তখন প্রত্যেক অপরাধী তাদের অপরাধের স্বপক্ষে এই খোড়া যুক্তি পেশ করবে যে, আমি সবকিছু ইসলাম প্রচারের স্বার্থে করেছি। তখন যেখানেই কোনো চোর, ডাকাত, লম্পট, মদ্যপ এবং খুনি হাতে নাতে ধরা খাবে, সে এ কথা বলেই ছুটে যাবে যে, আমি কোনো চোর, ডাকাত, লম্পট, মদ্যপ ও খুনি নই। আমি তো লোকদের সংশোধনের জন্যে এই সূরত ধরেছি। তাহলে বলুন, এর দ্বারা কি গোটা সমাজ অপরাধ আর গুনাহের চারণভূমি আর লীলাভূমি হয়ে যাবে না?

১২. ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে শুধু এতোটুকুই আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা আমাদের হাতের কাছে যেই হালাল উপকরণ ও জায়েয মাধ্যম প্রস্তুত পাবো, কেবল সেগুলোকেই তার সম্ভাবনার সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করবো। এগুলো দিয়েই কুফর ও বাতেলের পথ আগলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবো। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আমরা খামোখা নিত্য নতুন পদ্ধতি আর নাজায়েয অস্ত্র ব্যবহার করার চেষ্টা করতে যেয়ে গলদঘর্ম হবো।

যদি তার প্রয়োজনই হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার অনুমতি দিতেন। তখন কুফর ও শিরকির প্রচারে যেই মাধ্যম ও উপকরণগুলো ব্যবহৃত হচ্ছিলো, নবীজিকে সেগুলো ব্যবহার করারও অনুমতি দান করতেন। অথচ এমনটি ঘটেনি।

আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে বিভ্রান্ত করার জন্যে মানবসন্তানের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়া এবং দূরে বসে তার ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

কিন্তু কলিযুগের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই ক্ষমতা দেননি। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন হাদীসে পেয়েছি যে, শয়তান মানবদেহের ভেতর এমন ভাবে ছুটতে পারে, যেভাবে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত ছুটছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মানবরক্তে এভাবে ছোটার অনুমতি বা ক্ষমতা পেয়েছেন? না, পাননি।

এভাবেই শয়তান মানবমন ও ব্রেনের স্ক্রীনের ওপর নিজের কুমন্ত্রণার মাধ্যমে গুনাহ ও বদকাজের উলঙ্গ ও নীল ফিল্ম দেখিয়ে তাদেরকে গুনাহ ও খারাপ কাজের ওপর প্রলুব্ধ করছে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবমন ও ব্রেনের ওপর কর্তৃত্ব করার শক্তি দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে,

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ○

'আপনি একজন ভীতি প্রদর্শণকারী ছাড়া আর কিছুই নন'।

[সূরা ফাতির : ২৩]

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ○

'আপনি তাদের নেগরান নন'। [সূরা গাশিয়া : ২৩]

যদি তার অনুমতি বা প্রয়োজন হতো, তাহলে শয়তানকে কুফর ও শিরকির প্রচারের জন্যে যেই শক্তি ও সক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম প্রচারের জন্যে সেই উপকরণগুলো দিয়ে সুসজ্জিত করা আরো বেশি প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন বোধ করেননি, তাহলে কি [নাঊযুবিল্লাহ] আমরা আল্লাহ তা'আলা থেকেও ইসলাম প্রচারের আরো বেশি আগ্রহী ও মানবজাতির জন্যে হিদায়াত ও রাহনুমাঈর অধিকতর দরদী! এর উত্তর যদি না হয়ে থাকে –এবং অবশ্যই এর একমাত্র উত্তর : না– তাহলে আমাদেরকে শরীয়তের সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্যে অতিরঞ্জিত দরদী সাজার প্রয়োজন নেই।

১৩. এভাবে টিভি ব্যবহার জায়েয হওয়ার জন্যে এই দলীলও খুব বেশি গুরুত্ব রাখে না যে, যদি আমরা টিভিতে মুসলমানদের পথপ্রদর্শণের দায়িত্ব

পালন না করি, তাহলে দ্বীনবিরোধী শক্তিগুলো এটিকে দ্বীন বিকৃত করার কাজে ব্যবহার করবে। এতে ইসলামের চেহারাই বদলে যাবে। ইসলাম তার আসল অবস্থার ওপর অক্ষুণ্ন থাকবে না।

কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা চিরকালীন রীতি হলো, নির্ঘাত ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং হতে থাকবে। কিন্তু এটা কখনোই সম্ভব হবে না যে, ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বা বিকৃত হয়ে যাবে বা তার চেহারা বদলে যাবে বা ইসলাম তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলবে। যেমনটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মুসলমানদের একটি দল অবশ্যই এমন হবে; যারা ইসলামের আসল অবস্থার ওপর অবিচল থাকতে চেষ্টা ও সাধনা করে যাবেন। তারা প্রবৃত্তির অনুগামী আর বিদআতী মহলের উড়িয়ে দেয়া ধুলো পরিষ্কার করে দেবেন। কোনো বিরুদ্ধবাদী অপশক্তি তাদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।'

আজ সোয়া চৌদ্দশ' বছর কেটে গেছে। আল-হামদুলিল্লাহ। ইসলাম এখনো পূর্বের মতোই সতেজ ও সবুজ আছে। মানবমনের ওপর শয়তানের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও দূরনিয়ন্ত্রিত সম্মোহনী শক্তি থাকা সত্ত্বেও এখনো ইসলাম সংরক্ষিত আছে। আগামীতেও ইসলাম আল্লাহ চাহেন তো অক্ষুণ্ন থাকবে। ভবিষ্যতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভূবনেও কেউ ইসলামের চেহারায় কালিমা লেপন করতে পারবে না।

১৪. টিভি ও ভিডিও ফিল্ম দিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো, যারা টিভি দেখে, তারা কোনো সদিচ্ছা ও সংশোধনের নিয়্যতে তার প্রোগ্রামগুলো দেখে না। বরং চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যেই এগুলো দেখে থাকে। কারণ, পৃথিবীর সবাই জানে, টিভি তে যাদেরকে দেখা যায়, এরা কোনো আস্থাভাজন ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব নন, বরং এরা বাজারি ও খ্যাতিপাগল লোক। এ কারণেই আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি যে, কোনো ব্যক্তি টিভির 'বরকতে' ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে শহীদ আলেমে দ্বীন হাকীমুল আসর মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ.-এর একটি উত্তর পড়ুন ও গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

অনেককে এই যুক্তি দিতেও শোনা যায় যে, ভিডিও ফিল্ম ও টিভির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ করা হচ্ছে। আমাদের এলাকায় টিভিতে ইসলামী প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়। তাদের কাছে বিনয়ের সাথে আমার জিজ্ঞাসা যে, এই দ্বীনি প্রোগ্রামগুলো দেখে কয়জন অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন? কয়জন বেনামাযী নামাযী হয়েছেন? কয়জন গুনাহগার তাওবা করে সাচ্চা মুসলমান হয়ে গেছেন?

এগুলো স্রেফ ধোকা। অশ্লীলতার এই যন্ত্রটি আদ্যোপ্রান্ত সত্তাগত নাপাক, এটি অভিশপ্ত। এটির নির্মাতা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। এধরণের ইসলামপ্রচার আমাদের কোন কাজে আসবে? বরং টিভির এই দ্বীনি প্রোগ্রাম বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম। শি'আ, মির্যায়ী, ধর্মত্যাগী, কমিউনিস্ট এবং অপরিপক্ক ইলমধারী লোকেরা এই দ্বীনি প্রোগ্রামগুলোর জন্যে টিভিতে যায়। মুখের ওপর সত্য-মিথ্য, কাচা-পাকা যাই উঠে আসে, উগড়ে দেয়। তাদের মুখে লাগাম লাগানোর মতো কেউ নেই। তাদের কথাগুলোর কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা? তা নির্ণয় করারও কেউ নেই। এখন বলুন, এতে কি ইসলামের প্রচার হচ্ছে না কি ইসলামের সৌন্দর্য বিমণ্ডিত চেহারাকে বিকৃত করা হচ্ছে?

[আপ কে মাসায়িল আওর উন কা হল : ৭/৩৯৮]

১৫. উলামায়ে কেরামকে টিভিতে আসার পরামর্শ এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিৎ যে, আল্লাহ না করুন– এমন যেনো না হয় যে, অন্যদের সংশোধন করার চিন্তায় টিভিতে আসা হযরত একসময় নিজেরাই ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলবেন। কাজেই প্রচণ্ড সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি শয়তানের একটি গভীর চাল। কারণ, যারা টিভিতে আসতে শুরু করবেন, তারা নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় থাকবেন না। বিশেষকরে যারা টিভির অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার প্রবক্তা, তাদের কাছে তো এদের কোনো কথা, কাজ ও ফতোয়ার ধর্তব্যই থাকবে না। কাজেই তখন অন্যের সংশোধন

হোক বা না হোক, নিজে তো বিতর্কিত হয়ে যাবেন। আর দেশ ও জাতির এই পথপ্রদর্শকদের বিতর্কিত হয়ে যাওয়া শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের জন্যে অনেক বড় বিজয় নয় কি? কারণ হলো, বাতিল পূজারীরা কখনো চায় না যে, মুসলমানরা কাফের বা মুশরিক হয়ে যাক। বরং তাদের খায়েশ ও চেষ্টা হলো, মুসলমান যেনো মুসলমান না থাকে। নিদেনপক্ষে যেনো বিশ্ববাসীর কাছে আস্থার প্রতীক হয়ে না থাকে। ব্যাপারটি যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে যে, টিভিতে অংশগ্রহণকারী এবং এই অংশগ্রহণকরাকে জায়েয স্বীকারকারী উলামা যখন টিভির অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন, তখন তারা নিজেদের অবস্থানকে সত্য ও বাস্তবসম্মত আর প্রতিপক্ষের অবস্থানকে ভুল ও অসঙ্গত প্রমাণিত করবেন। ঠিক তাদের মতো করে যারা তাদের প্রতিপক্ষ হবেন, তারাও তাদের অবস্থানকে যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে সঙ্গত প্রমাণিত করবেন আর প্রতিপক্ষের অবস্থানকে ভুল বলবেন।... যা তাদের প্রাকৃতিক ও যৌক্তিক অধিকার ...। আর এভাবেই মতদ্বৈততার অন্তহীন ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত হবে কি? এটাই হবে যে, সত্যপথের পথিকেরা নিজেরাই পরস্পরে বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন। এর মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। কেননা তারা প্রকৃত বিচারে মুসলিম উম্মাহ ও উলামায়ে কেরামের একতা ও যূথবদ্ধতাকেই সবচে' বেশি ভয় পায়। এটাই তাদের সবচে' বড় এলার্জি।

১৬. টিভিতে ওয়ায-নসীহত ও বক্তৃতা, নাটক ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপকারীদেরকে অবশ্যই এই দৃষ্টিকোণটি বিচার করতে হবে যে, যেই স্টেজে আর যেই স্থানে নগ্নতা ও উলঙ্গপনা নির্ভর নির্লজ্জ ঈমানবিধ্বংসী ফিল্ম, নষ্ট কুৎসিত প্রোগ্রাম ও গান-বাজনা হয়েছে। যেখানে হিন্দী ফিল্ম 'খোদা কে লিয়ে' জাতীয় কুফুরিসূলভ দ্বীনবিধ্বংসী সিনেমা ও ড্রামা প্রদর্শণ করা হয়, সেখানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাদীস এবং কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষানির্ভর লেকচার শোনানো ও দেখানো কীকরে জায়েয হয়? এতে করে

কি কোনোভাবে কুরআন ও সুন্নাহ এবং দ্বীন ও শরীয়তের অপমান ও অসম্মান এবং তার প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শণ হচ্ছে না?

কেননা সাইয়্যেদ ইবরাহীম দাসূতী রহ. বলতেন,

> 'নিজের মুখকে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের জন্যে পরিস্কার-পবিত্র রেখো। কেননা যে ব্যক্তি তার মুখ হারাম কথা বা হারাম খাবারের মাধ্যমে কর্দমাক্ত করেছে আর এরপর তাওবাও করেনি। অতপর তা দিয়ে কুরআন পাঠ করতে বসে গেছে, তার উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে কোনো নাপাক স্থানে কুরআনুল কারীম রাখলো। এ ধরণের ব্যক্তিদের বিধান কী হওয়া উচিৎ, তা সবাই জানেন। অনেক বুযুর্গ তাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এ ধরণের কাজকে সাধারণ নাপাকি থেকেও জঘন্য ও পঙ্কিল দেখেছেন এবং তা তারা মনেও করতেন
>
> [মা'আরিফে বাহলাঈ : ৪/৪১]

কাজেই বিষয়টির ওপর ভেবে দেখুন। যদি ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন স্থান, টয়লেট বা বাথরুমে আল্লাহর যিকির করা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে টিভির মতো এ ধরণের নাপাকির আস্তাকুড়ে তা নিয়ে আসার কিভাবে অনুমতি দেয়া যায়?

وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ.

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِه سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ.

[মাওলানা সাঈদ আহমাদ জালালপূরী সাহেবের এই জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধটি মাসিক 'বাইয়্যিনাত' শাওয়াল ১৪২৮ হিজরি সংখ্যার সৌজন্যে প্রকাশিত]

দারুল উলূম করাচির অবস্থান

প্রশ্ন :

জনাব মুফতী সাহেব!

দারুল উলূম করাচি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহ!

নিম্নের মাসআলায় আমি উলামায়ে দ্বীনের সামাধান জানতে চাচ্ছি। তা হলো, আজকাল যেসব উলামায়ে কেরাম টিভিতে অংশগ্রহণ করেন, তাদের এভাবে টিভিতে আসার বিধান কী? তাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখার বিধানও কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ডিজিটাল ছবি শরীয়তের দৃষ্টিতে কি হারাম হবে? এক্ষেত্রে আপনার জানিয়ে বাধিত করুন।

উত্তর : حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যথা টেলিভিশন ইত্যাদি সম্পর্কে একটি কথা তো স্পষ্ট। আর তা হলো, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে প্রদর্শিত প্রোগ্রামগুলো সমাজে চারিত্রিক অধপতন, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, অপরাধপ্রবণতা এবং সন্ত্রাসবাদ ছড়াচ্ছে। সেখানকার প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে এমন কোনো প্রোগ্রাম খুঁজে বের করা যাবে না, যেখানে কোনো না কোনো শরঈ অনিষ্টতা নেই। দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি যদি তার ঘরে টেলিভিশন রাখে, তাহলে তার পক্ষে টেলিভিশনের মন্দ দিক থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কাজেই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঘরে টেলিভিশন রাখা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ।

দ্বিতীয় যে প্রশ্ন করেছেন যে, টেলিভিশন ও ডিজিটাল ক্যামেরায় যেই আকৃতিগুলো দেখা যায়, সেগুলো কি শরঈভাবে ছবির বিধানে পড়বে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, যখন সেই আকৃতিগুলো প্রিন্ট করিয়ে নেয়া হবে বা তাকে স্থায়ীভাবে কোনো জিনিসের ওপর অঙ্কিত করে নেয়া হবে, তখন তার ওপর শরঈভাবে তাসবীর বা ছবির বিধান প্রয়োগ হবে।

তবে যতক্ষণ তাকে প্রিন্ট করিয়ে নেয়া না হবে বা তাকে স্থায়ীভাবে কোনো জিনিসের ওপর এঁকে না নেয়া হবে, তার ব্যপারে সমকালীন যুগের উলামায়ে কেরামের রায়গুলো এক নয়।

১. একদল উলামা এটিকেও তাসবীর বা ছবির কাতারে ফেলেন।

২. আরেক দল উলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর তাসবীর বা ছবির বিধান প্রজোয্য হয় না।

৩. তৃতীয় একদল আলেমের অভিমত হলো, এটি তাসবীর বা ছবি। কিন্তু যেহেতু এটির ছবির বিধানের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে একাধিক ফিকহী মতামত রয়েছে, এ কারণে مجتهد فيه [মুজতাহাদ ফীহ] হওয়ার কারণে বিভিন্ন শরঈ প্রয়োজন যথা, জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে।

আমাদের মতে দ্বিতীয় অভিমতটি প্রণিধান পাবে। কাজেই তাকে স্থায়ীভাবে কোনো জিনিসের ওপর অঙ্কণ করে নেয়ার আগ পর্যন্ত তার ওপর তাসবীর বা ছবির বিধান প্রজোয্য হবে না। কিন্তু এক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম অভিমত মান্য করার মাঝেই সতর্কতা রয়েছে। যেমনটি স্পষ্ট। অপর দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মনে হচ্ছে যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমত মান্য করার মাঝেই সতর্কতা। কেননা ইসলাম ধর্মের ওপর ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে যেভাবে সুবিন্যস্ত আকারে প্রোপাগাণ্ডা চলছে, তা প্রতিরোধ করাও উম্মতের দায়িত্ব। এই দায় থেকে যথাসাধ্য মুক্ত হওয়ার জন্যে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া/টেলিভিশন ব্যবহার করা প্রয়োজন। তবে অবশ্যই সেটিকে অশ্লীলতা ও অনৈসলামিক প্রোগ্রাম থেকে মুক্ত হতে হবে।

কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি উলামায়ে কেরামের উক্ত তিন অভিমতের মধ্য হতে কোনো একটির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং তার ওপর আমল করেন। তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। তাদের কাউকেই আমাদের মতে নিন্দা করা যাবে না। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

মুহাম্মাদ তকী উসমানী
মুফতী ও নায়েবে মুহতামিম
জামিয়া দারুল উলূম করাচি, পাকিস্তান

এ ফতোয়াকে যারা সত্যায়ন করেছেন :

الجَوَابُ صَحِيْحٌ

১. মুফতী রফী' উসমানী
মুফতী. জামেয়া দারুল উলূম করাচি

الجَوَابُ صَحِيْحٌ

২. বান্দা মাহমূদ আশরাফ
নায়েবে মুফতী. জামেয়া দারুল উলূম করাচি

الجَوَابُ صَحِيْحٌ

৩. বান্দা আবদুর রউফ
নায়েবে মুফতী. জামেয়া দারুল উলূম করাচি

الجَوَابُ صَحِيْحٌ

৪. মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান
নায়েবে মুফতী. জামেয়া দারুল উলূম করাচি

الجَوَابُ صَحِيْحٌ

৫. আসগর আলী রব্বানী
২২ রবিউস সানী ১৪২৭ হিজরী

الجَوَابُ صَحِيْحٌ

৬. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
২২ রবিউস সানী ১৪২৭ হিজরী

এটি দারুল উলূম করাচির দারুল ইফতার রেজিস্ট্রি খাতায় ২৩/৪/১৪২৭ হিজরী তারিখে ৪৩/৮৭৮ ক্রমিক নম্বর হিসেবে নথিভুক্ত।

কার্টুনের বিধান

প্রাণীর কার্টুন তৈরি করা, সেগুলোকে পত্রিকায় প্রকাশ করা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করার বিধান হলো, যদি কার্টুন এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, তার চেহারা, চোখ, নাক ইত্যাদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদ্বারা তার পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব হয়, তাহলে এ ধরণের কার্টুন বানানো ও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এর বিপরীতে যদি এমন কার্টুন বানানো হয় যেখানে প্রাণীর আকৃতি স্পষ্ট হয় না। যেমন, তার নাক, কান, চোখ, মুখ ইত্যাদি স্পষ্ট নয়, তাহলে এ ধরণের কার্টুন বানানোর অবকাশ রয়েছে। তারপরও তা সঙ্গত নয়। কেননা সেটিও ছবির সাথে সদৃশ্য রাখে।

নারীদের ভিডিও ক্যাসেটের বিধান

যদি নারীদের ভিডিও ক্যাসেট এমন হয় যে, শুধু নারীই তিলাওয়াত করে এবং একমাত্র নারীরাই শোনে। পরবর্তীতে একমাত্র নারীরাই সেই দৃশ্য টিভি বা কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখে, তাহলে ইসলামী শরীয়তমতে এটিও জায়েয হবে না। কেননা এর মাঝে অনেকগুলো অনিষ্টতা রয়েছে :

১. ছবি তোলার গুনাহ হচ্ছে। এরপর ছবি দেখানোর গুনাহ হচ্ছে। অথচ ইসলাম নারীদেরকে পর্দার ভেতর থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি এজন্যে তাদের নামায আদায়ের পদ্ধতিও পুরুষদের চে’ ভিন্ন। নারীদেরকে রুকু-সেজদা এমনভাবে করতে বলেছে যে, যেনো দেহ বেশির থেকে বেশি পর্দাবৃত থাকে। কাজেই কোনো নারীকে এভাবে প্রচার করা কোনো অবস্থাতেই সঙ্গত হবে না।

২. কোনো নারীর ভিডিও করা হবে আর সেই ভিডিও নারীদের মাঝেই সীমিত থাকবে, পুরুষদের চোখে পড়বে না; এটি বলতে গেলে অসম্ভব।

এ কারণে নারীদের ভিডিও বানানো, এরপর তা টিভি ইত্যাদিতে প্রকাশ করা নির্লজ্জতা ছড়ানোর অন্যতম একটি মাধ্যম। অথচ আল্লাহ তা’আলা বারংবার অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা থেকে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, দয়া ও আত্মীয়তার অধিকার আদায় করার নির্দেশ দেন আর অশ্লীলতা, অসততা ও দ্রোহ থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা নসীহত গ্রহণ করো।

কাজেই নারীদের দায়িত্ব হলো, তারা যেনো এ ধরণের স্থান এড়িয়ে চলেন। যদি কোনো নারী এ ধরণের নির্লজ্জ কাজ করে, তাহলে অন্য মুসলমানদের কর্তব্য হলো, তারা যেনো তা নিজে দেখা, অন্যদেরকে দেখানো বা প্রচার করা থেকে বিরত থাকেন।

মাথাবিহীন ছবির বিধান

যদি কোনো ছবির মাথার অংশটি কাটা হয়ে থাকে, তাহলে এর বিধান হলো, যদিও তা ছবির বিধানের আওতায় পড়ে না, কিন্তু যেহেতু হারাম ছবির সাথে তার বেশ সদৃশ্য পাওয়া যায় বরং কিছুটা দূরত্ব থেকে তাকালে সেটিকে ছবিই মনে হয়। এ কারণে এ ধরণের ছবির প্রচার থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই সমীচিন। [বাহরুর রায়েক : ২/২৮]

قَوْلُهُ (أو مَقْطُوعَ الرَّأْسِ) أَيْ سَوَاءٌ كان من الْأَصْلِ أو كان لها رَأْسٌ وَمُحِيَ وَسَوَاءٌ كان الْقَطْعُ بِخَيْطٍ خِيطَ على جَمِيعِ الرَّأْسِ حتى لم يَبْقَ لها أَثَرٌ أو يَطْلِيهِ بِمغْرَةٍ وَنَحْوِهَا أو بِنَحْتِهِ أوبغسله.

وَإِنَّمَا لم يُكْرَهْ لأنه لَا تُعْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ عَادَةً وَلِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عن عَلِيٍّ قال كان رسول اللّٰهِ في جِنَازَةٍ فقال أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بها وَثَنًا إلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَبْرًا إلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إلَّا لَطَّخَهَا اه.

.... في الخلاصة وكذا لو محي وجه الصورة فهو كقطع الرأس.

(وكذا في الشامية) ١/٦٤٨، (وكذا في الهندية) ١/١٠٧ (وكـذا في التاتارخانية ١/٥٦٣. والله أعلم

মোবাইলের ছবির বিধান

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছবি তোলা, অন্যকে দিয়ে তোলানো, সেটিকে সেভ করা, এরপর নিজে তা দেখতে থাকা বা অন্যকে দেখানো; এই কাজগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। এতে প্রথমত ছবি তোলার গুনাহ হচ্ছে। যা হারাম। দ্বিতীয়ত, ছবি দেখা ও দেখানোও জায়েয নয়। এছাড়া অর্থহীন অবান্তর কাজে জড়িয়ে পড়ার গুনাহও হচ্ছে। উপরন্তু এর দ্বারা মহিলাদের ছবি তোলার অপরাধ হচ্ছে। এ গুনাহও কাঁধে বহন করা হচ্ছে। এ সব কারণে ছবি তোলার ব্যাপারে যেসব ভয়ানক শাস্তির কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ভেবে এই নাজায়েয কাজ পরিত্যাগ করা আমাদের দায়িত্ব। এটি ইসলামবৈরী শক্তিগুলোর কূটচাল। তারা এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আল্লাহর স্মরণ, যিকির-তাসবীহ, তিলাওয়াত থেকে ভুলিয়ে ছবি তোলার মতো হারাম কাজ এবং মোবাইলের গেমস ইত্যাদির মাঝে ব্যস্ত করে দেয়। যাতে করে তার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়।

عَلَامَةُ إِعْرَاضِ اللّٰهِ عَنْ الْعَبْدِ اشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَعْنِيْهِ.

ইমাম গাযালী রহ. তার গ্রন্থে এই হাদীসখানা নকল করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্ট থাকার আলামত হলো, লোকটি অর্থহীন অবান্তর কাজে লিপ্ত থাকবে।

নারীদের পাঠদান

আজকাল অনেক মহিলার মাঝে কুরআনুল কারীমের পাঠদানের ঝোক দেখা যায়। অনেক পুরুষকেও তাদের সেই আলোচনা শোনতে দেখা যায়। নারীদের এভাবে পাঠদান করা আর তাদের সেই পাঠ পুরুষদের শোনার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা কী?

এই মাসআলার উত্তর একটি মূলনীতির ওপর নির্ভর করে। মূলনীতিটি হলো, নারীদের কণ্ঠ তার সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি না? এ ব্যাপারে সারকথা হলো, হযরত পাকিস্তানের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা শফী' সাহেব রহ. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের মাঝে লিখেছেন,

> নারীদের কণ্ঠ কি তার সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত? বেগানা পুরুষকে তা শোনানো কি নাজায়েয? এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কিতাবাদির মাঝে নারীকণ্ঠকে সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফী মাযহাবের ইমামদের মাঝেও মতদ্বৈততা দেখা যায়। ইবনে হুমাম রহ. নাওয়াযিলের বর্ণনার ভিত্তিতে নারীকণ্ঠকে সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অভিহিত করেছেন। এ কারণে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মহিলার আযান মাকরূহ।
>
> এর বিপরীতে বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূণ্যবতী স্ত্রীগণ পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরও পর্দার আড়ালে থেকে বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলেছেন। এই সামষ্টিক চিত্র থেকে এটাই ফুটে ওঠে যে, যে সব স্থানে নারীর কণ্ঠ থেকে ফেৎনা সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ। আর যেখানে এমন আশঙ্কা নেই, সেখানে জায়েয। [জাসসাস] আর সতর্কতা হলো, বিনা প্রয়োজনে মহিলারা পর্দার আড়ালে থেকেও বেগানা লোকদের সাথে কথা বলবে না। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

কাজেই বুঝে আসে, প্রয়োজন দেখা দিলে বেগানা পুরষের সাথে প্রয়োজন অনুপাতে একজন নারীর কথা বলা ও কথা শোনা জায়েয। বিনা প্রয়োজনে কথা বলা জায়েয নয়। কোনো নারীর পুরুষদেরকে কুরআনুল কারীমের দরস দেওয়া আবশ্যক কিছু নয়। কেননা কুরআনের পাঠ দেয়ার জন্যে পুরুষ লোকের কমতি নেই। এ কারণে নারীদেরকে অবশ্যই পুরুষদেরকে পাঠদান পরিহার করতে হবে। তেমনি গায়রে মাহরাম নারীদের কথা বিনা প্রয়োজনে না শোনাও পুরুষদের দায়িত্ব। হ্যাঁ, যদি কোনো নারীকে আল্লাহ

তা'আলা শরীয়তের পর্যাপ্ত ইলম দান করে থাকেন, তাহলে তার জন্যে শুধুমাত্র নারীদেরকে দরস দেয়ার অনুমতি রয়েছে।

ইন্টারনেট ক্যাফের বিধান

প্রশ্ন : ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে যেই টাকা আয় হয়, তা হালাল কিনা? এ সম্পর্কে আমি বিশদ উত্তর জানতে চাই।

উত্তর : الجوَابُ باسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ.

ইন্টারনেট হলো বর্তমানের আধুনিক যুগের এমন একটি টেকনোলজি, যার মাধ্যমে ভালো ও মন্দ, জায়েয ও নাজায়েয উভয় ধরণের কাজ নেয়া যায়। ইন্টারনেট মৌলিকভাবে অবৈধ খেল-তামাশা ও চিত্ত বিনোদনের যন্ত্র নয়। বরং এটি দিয়ে যেভাবে খারাপ করা করা যায়, তদ্রুপ বিভিন্ন সংবাদ এবং অন্যান্য উপকারী ও জায়েয তথ্যও সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু যেহেতু ক্যাফেতে প্রায় সময়, বলতে গেলে অধিকাংশ সময় খারাপ ও নাজায়েয কাজের জন্যেই ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্টারনেট ক্যাফের ব্যবসা ও তার মাধ্যমে আয় করা জায়েয নয়।

قال في التنوير وشرحه : لا يصح الإجارة لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاحي.

وقال أيضا : وقدمنا ثمه معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تَحرِيْمًا وإلا فَتَنْزِيْهًا. – رد المحتار مع الدر المختار : ٦/٥٥، ٣٩١

অবশ্য যদি কোনো ক্যাফেতে এ ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয় যে, সেখানে কোনো নাজায়েয কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ নেই যেমন,

১. অশ্লীল, নোংরা, অপসংস্কৃতি ইত্যকার নাজায়েয জিনিসগুলো ধারণকারী সাইটগুলোকে বিশেষভাবে তৈরি কোনো সফটওয়ারের মাধ্যমে ব্লক করে দেয়া হয়েছে এবং এই কাজ নিয়মিত আপডেট করা হয় যার ফলে নতুন প্রকাশিত কোনো অনৈতিক সাইটগুলোও ব্লক হয়ে যায়।

২. সাথে সাথে কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কম্পিউটারের মাধ্যমে সবসময় তাদের ওপর এমনভাবে দৃষ্টি রাখেন যে, যদি কেউ কোনো খারাপ কাজে ব্যবহৃত করতে চায়, সাথে সাথেই তিনি তাকে সতর্ক করে দেন।

৩. উপরন্তু সেখানে নারী-পুরুষের বসার ব্যবস্থা আলাদা হয়। তাদের পরস্পরে মিলিত হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে।

তাহলে এই শর্তসমূহ পূরণকারী ইন্টারনেট ক্যাফের ব্যবসা জায়েয হবে এবং সেখান থেকে যেই উপার্জন হবে, তা হালাল হবে। والله سبحانه وتعالى أعلم [মহান ও পবিত্র আল্লাহই ভালো জানেন]।

সঙ্গীতের মাঝে আল্লাহ্ শব্দ এমনভাবে পড়া যে, ঢোল ও ঝঙ্কারের শব্দ অনুভূত হয়

প্রশ্ন : যদি কেউ সঙ্গীতের মাঝে 'আল্লাহ' শব্দ অথবা অন্য কোনো যিকির এমনভাবে পড়ে যে, সেই যিকিরকে মিউজিক অর্থাৎ ঢোল বা ঝঙ্কারের মতো অনুভূত হয়। যেমন, আজকালকের বিখ্যাত ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশকেরা তাদের সঙ্গীতে এটিকে খুব ব্যবহার করে থাকে। প্রশ্ন হলো, এভাবে আল্লাহর যিকির করা জায়েয হবে কি? এধরণের সঙ্গীতের ক্যাসেট ও সিডি ক্রয়-বিক্রয় করা এবং এ জাতীয় সঙ্গীত শোনা জায়েয হবে কি?

উসমান আহমাদ
জামিয়া খুলাফায়ে রাশেদীন

উত্তর : الجَوَابُ بِاسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ.

নিম্নলিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে বর্ণিত ঢংয়ে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর পবিত্র নাম পাঠ করা নাজায়েয ও হারাম :

১. এদ্বারা ফাসেক, পাপাচারী ও বর্ণচোরা গোষ্ঠীর ঘৃণিত কর্ম ও জঘন্য কাণ্ডকারখানার সাথে সদৃশ্য পাওয়া যায়। যেগুলোকে তারা তাদের অশ্লীল, নোংরা ও নৈতিকতা বিধ্বংসী এবং ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার পরিপন্থী মিউজিকগুলোতে ব্যবহার করে থাকে।

২. তাতারখানিয়া, বাহরুর রায়েক এবং ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি সহ বিভিন্ন ফাতাওয়ার কিতাবে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, বাদ্যযন্ত্রের সাথে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা কুফরি। তাসবীহ-তাহমীদ ও অন্যান্য যিকির-আযকার কুরআনুল কারীমের মতোই। এখন যদি কোনো শিল্পী বাস্তবেই আল্লাহর যিকিরের সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে থাকে, কিন্তু এমনভাবে সে তার গান পরিবেশন করে, যার দ্বারা শ্রোতাম-লীর মনে বাদ্য-যন্ত্র ব্যবহার হওয়ার বেশ ভালো ধোকা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকের মন্তব্য হলো, সেখানে ইচ্ছে করেই এমন শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যেনো লোকেরা একে মিউজিক মনে করে মিউজিকের স্বাদ অনুভব করে। এমতাবস্থায় তাকে আরো অধিক মন্দ বলতে হবে। কেননা এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের অসম্মান হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর যেখানে এ ধরণের আশঙ্কার সামান্যতমও সন্দেহ জাগবে, সে ধরণের ক্ষেত্রগুলো এড়িয়ে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। যাতে করে কুফরির সামান্যতম শঙ্কাও ঘণীভুত হতে না পারে।

মোটকথা, এ ধরণের সিডি এবং ক্যাসেট বানানো, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং শোনা কখনো কিছুতেই জায়েয হবে না।

وقال في الهندية : وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّرْجِيعِ قِيلَ لَا تُكْرَهُ وقال أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ تُكْرَهُ وَلَا تَحِلُّ لِأَنَّ فيه تَشَبُّهًا بِفِعْلِ الْفَسَقَةِ حَالَ فِسْقِهِمْ وَلَا يَظُنُّ أَحَدٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرْجِيعِ الْمُخْتَلَفِ الْمَذْكُورِ اللَّحْنُ لِأَنَّ اللَّحْنَ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ... – الهندية : ٢٦٨/٢

وقال العلامة ابن العلاء رحمه الله تعالى : وإذا قَرأ القُرآنَ على ضَرْبِ الدَّفِّ أو القصبِ فقَدَ كَفَرَ. – التاتارخانية : ٣٣٣/٥

وقال العلاّمة محمود البخاري رحمه الله تعالى في "مسائل قراءة القرآن" ...

والتسبيح والتحميد نظير القراءة.... – المحيط البرهاني : ٣٨/٦

وقال رحمه الله تعالى : أما اذا سبح على أنه يعمل عمل الفسق يأثم، كمن جاء إلى

آخر يشتري منه ثوبا، فلما فتح التاجر الثوب سبح لله تعالى، أو صلى على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد به إعلام المشتري جودة ثوبه وذلك مكروه، فهذا كذلك. – المحيط البرهاني : ٣٧/٦

وقال في الهندية : حَارِسٌ يقول لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أو يقول صلى اللَّه على مُحَمَّد يَأْثَمُ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ لِذَلِكَ ثَمَنًا بِخِلَافِ الْعَالِمِ إذَا قال في الْمَجْلِسِ صَلُّوْا على النبي أو الْغَازِي يقول كَبِّرُوا حَيْثُ يُثَابُ كَذَا في الْكُبْرَى.

মোবাইল টোন হিসেবে মিউজিক জায়েয নয়

আজকাল অনেকেই তাদের মোবাইল টোন হিসেবে মিউজিক ব্যবহার করছেন। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে :

১. গান–বাজনা ও মিউজিক শোনা সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ঘোষণা এসেছে :

عن أنس و عائشة عن النبي صَلّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ : صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ. –ابن مردويه، والبزار عن أنس؛ ونعيم عن عائشة

হযরত আনাস ও আঈশা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দু'টি শব্দ এমন; যা দুনিয়া ও আখেরাত সবখানেই অভিশপ্ত। একটি হলো, আনন্দের সময় বাঁশি বাজানো। আর অপরটি হলো, বিপদের সময় বিলাপ করা। [বায্যার ও ইবনে মারদূইয়া]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عليها فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ. – نيل الأوطار/ باب ما جاء في آلة اللهو : ٨ / ١٧٩

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গান–বাদ্য শোনা গুনাহ। গানের আসরে বসা ফিসকি (পাপকাজ) আর গানের

মাধ্যমে মনের স্বাদ আস্বাদন করা কুফরি।

[নাইলুল আওতার : ৮/১৭৯]

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَـــنْ ضَـــرْبِهِ الدَّفَّ وَالطَّبْلَ وَالصَّوْتَ بِالزَّمَارَةِ. – كذا في نيل الأوطار

হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঢোল পেটানো, সেতারার তাল ওঠানো ও বাঁশি বাজাতে নিষেধ করেছেন। [কানযুল উম্মাল, নাইলুল আওত্বার]

২. মসজিদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো পার্থিব কাজ করা জায়েয নয়। বিশেষত গুনাহের কাজ তো আরো জায়েয নয়। অথচ যখন মোবাইলের টোন হিসেবে কোনো মিউজিক সেট করা থাকে, তখন কোনো কারণবশত মসজিদে অবস্থান করলে মিউজিক টোন হিসেবে মিউজিক বাজতে শুরু করে। এটি কত বড় গুনাহের কথা। উপরন্তু এর কারণে অন্যান্য নামাযীদের নামায আদায় করতে সমস্যা হয়। অথচ মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তির তিলাওয়াতের কারণে কারো নামায পড়তে সমস্যা হয়, তাহলে তাকে মসজিদের ভেতর মৃদুশব্দে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ রয়েছে। এমতাবস্থায় মিউজিকের মাধ্যমে কারো নামাযে সমস্যা সৃষ্টি করা অথবা তার কারণ হওয়া কত বড় গুনাহের কাজ। এজন্যে মোবাইলের মাঝে সরল কোনো রিংটোন ব্যবহার করা উচিৎ। মিউজিকবিশিষ্ট টোন ব্যবহার করা আমাদের জন্যে সমীচিন হবে না।

মোবাইল টোন হিসেবে তিলাওয়াত, না'ত, আযান অথবা কোনো যিকির ব্যবহার করা নিষেধ

এদিকে আরেকটি প্রথা চালু হয়ে গেছে। অনেকে মোবাইলের রিংটোন হিসেবে কোনো কারীর তিলাওয়াতের কোনো অংশ অথবা হামদ-নাতের কোনো অংশ কিংবা হারামাইন শরীফাইনের আযান ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। কেউ কেউ একে সাওয়াবের কাজও মনে করে থাকেন।

অথচ যিকির ও তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান গাওয়া। অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে আল্লাহর

যিকির ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। কাজেই মোবাইলের রিংটোন [বা কলব্যাক টোন] হিসেবে তিলাওয়াত, না'ত, আযান ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয হবে না। এগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাও আমাদের দায়িত্ব।

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى : في آخر كتاب الحظر والإباحة : قد كرهوا والله أعلم ونحوه لاعلام ختم الدرس حين يقرر.

وفي الشامية تحت (قوله ونحوه) كَأَنْ يَقُولَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (قَوْلُهُ لِإِعْلَامِ خَتْمِ الدَّرْسِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إعْلَامًا بِانْتِهَائِهِ لَا يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ فِيهِ وَتَفْوِيضٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ آلَةً لِلْإِعْلَامِ وَنَحْوِهِ إذَا قَالَ الدَّاخِلُ : يَا اللَّهُ مَثَلًا لِيُعْلِمَ الْجُلَّاسَ بِمَجِيئِهِ لِيُهَيِّئُوا لَهُ مَحَلًّا، وَيُوَقِّرُوهُ وَإِذَا قَالَ الْحَارِسُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَنَحْوَهُ لِيُعْلِمَ بِاسْتِيقَاظِهِ، فَلَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ الذِّكْرَ أَمَّا إذَا اجْتَمَعَ الْقَصْدَانِ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ كَمَا اُعْتُبِرَ فِي نَظَائِرِهِ اهـ ط. – رد المحتار : ص : ٢٧٧، ج : ٥

এ যুগের তরুণ ও যুবকেরা

আজকের পৃথিবী নিত্য নতুন আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যেতে তৎপর। এই ময়দানে যে জাতি যতো এগিয়ে যেতে পারে, তাকে ততো বেশি উন্নত মনে করা হয়। আর যেই জাতি এই ময়দানে সবেমাত্র পা ফেলছে এবং উন্নত জাতিগুলোর পদাঙ্ক ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে তাদেরকে উন্নয়নশীল জাতি বা দেশ বলা হয়। তাদের এই দৌড়ঝাপ আর প্রতিযোগিতা দুনিয়ার দু'দিনের ভোগ-বিলাসের জন্যে। তাদের সমস্ত উন্নতির সারাংশ এই দুনিয়া। তার ওপারের জন্যে কোনো কিছু নয়। এখন যদি কেউ তাদের সামনে কুরআন-হাদীস, ইসলামী শিক্ষা, কবরের জীবন, আখেরাত আর জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা করে যে, এদিকে মনোযোগ দিন, আখেরাতের কথা স্মরণ করুন, তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ উন্নতির এই সমস্ত দাবি ধুলোধুসরিত করে দিতে

পারেন। আকাশচুম্বি ভবনগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারেন। তিনিই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি।

এই পৃথিবী কারো একার বিশ্বস্ত হয়ে কোনো দিন থাকেনি। নিজের পিতা-দাদাদের কথা স্মরণ করুন। তাদের শান-শওকতের কথা ভাবুন। সিকান্দার দারার রাজত্ব, কায়সার-কিসরার রাজত্বের কথা স্মরণ করুন। মৃত্যুর ফেরেশতার সামনে কারো কোনো বাহাদুরি চলবে না। সবাইকে মাটির পেটে যেতে হবে। কবরের জীবনের পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। এজন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আজকের যুবক সম্প্রদায়ের সামনে যখন এই কথাগুলো বলা হয়, তখন তারা ভাবে যে, লোকটি মনে হয়, পাগল। সে সম্ভবত তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

আসলে এর কারণ কী? দুনিয়ার কাজকর্ম আর উন্নতি ছেড়ে পাঁচ মিনিটের জন্যে মসজিদে এসে ঘুরে যায়, তখন প্যান্ট টাখনুর উপর তুলে নেয়। মুখের ওপর খোচা খোচা দাঁড়ি নিয়ে হালাল-হারামের কথা বলে, সূদ, জুয়া, লটারীর পুরষ্কার নিয়ে হা-পিত্যেশ করে।

অথচ তাদের চিত্র যদি এমন হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। কোটি টাকার লাভকে কেবলমাত্র হারাম হওয়ার কারণে জুতোর মাথা দিয়ে ঠুকরে দিতো। বিবি-বাচ্চাদেরকে কলেজ, পার্ক আর বাজার থেকে দূরে রাখতো। টিভি, ভিসিআর থেকে শত ক্রোশ থেকে দূরে থাকতো। কোনো ছবির ওপর অথবা টিভি, ভিসিআরের ওপর কিংবা নগ্ন নারীর ওপর দৃষ্টি পড়লে সরিয়ে নিতো। ছুটির দিনগুলোতে পার্কে পার্কে ঘোরার চে' বুযুর্গদের ওয়ায-নসীহতের মাহফিলে চলে যেতো। বিয়ে–শাদির মজাদার খাবারগুলো থেকে শুধু এ কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিতো যে, সেখানে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ রয়েছে। সেখানে গিয়ে দৃষ্টি সংযত রাখা মুশকিল। আজকের যুবকেরা যদি আল্লাহ রাসূলের আনুগত্য ও পরকালের চিন্তা করাটাই সবকিছুর ওপর এগিয়ে রাখতো।

কিন্তু এমন কি হয়? তাদের কাছে এই আশা করা বাতুলতা। তাদের কাছে এসব কথা তুললে তারা মনে মনে বলে, আরে! এরা তো মোল্লা। পুরাতন

ধ্যান–ধারণার মানুষ। তাদের কথা ছাড়ো। আমাদেরকে তো উন্নতি করতে হবে।

আসলে ইসলাম কি উন্নয়ন আর উন্নতির পথে অন্তরায়? ইসলাম কি আধুনিক প্রযুক্তিগুলোকে কাজে লাগাতে নিষেধ করে? প্লেনে চড়া, আণবিক ও পারমাণবিক বিজ্ঞানের ময়দানে উন্নতি করে আধুনিক আবিস্কারগুলো কাজে লাগানো, ইসলামী সীমারেখার ভেতরে থেকে সেই কাফেরদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, দেশ ও জাতির সেবা করা এবং মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে এগিয়ে আসা; এগুলোকে কি ইসলাম নিষেধ করে?

এর একটাই উত্তর : না, ইসলাম কখনো নিষেধ করে না। ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ফরযগুলো গুরুত্বের সাথে পালন করো। ইসলামের সীমারেখার ভেতরে থেকে নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখো। হালাল পদ্ধতিতে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য পেশা গ্রহণ করো। উন্নতি করে যাও।

শুধু এক্ষেত্রে সূদ, ঘুষ, জুয়া, মিথ্যা, ধোকা, অবিশ্বস্ততা, ভেজাল এ জাতীয় অনিষ্ট কা- থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। কামচুরি, অলসতা; এগুলো ইসলামী চেতনার পরিপন্থী। এভাবে ইসলামের প্রচারে সর্বপ্রকার সহায়ক ও উদ্যোগী হয়ে যাও। প্রাণের প্রয়োজন পড়লে প্রাণ দাও। সম্পদের প্রয়োজন পড়লে সম্পদ দাও। নিজেকে গ্রেফতার করিয়ে দাও। জাতির সামনে আদর্শ হয়ে যাও।

মোটকথা, আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। তবে সেখানে শরীয়ত পরিপন্থী যেই বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরী। যেমন, এ যুগের অন্যতম আবিষ্কার হলো, কম্পিউটার। এটি অনেক কাজের জিনিস। দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এই কম্পিউটার অনেক বড় অবদান রাখতে পারে।

ইন্টারনেটও অনেক উপকারী প্রযুক্তি। এর মাধ্যমেও দ্বীনের খেদমত করা যায়। কিন্তু এগুলোর সাথে বেশ কিছু ক্ষতিও রয়েছে। অনেকে ইন্টারনেট খুলে বসে যায়। এরপর তার আর নামাযের কোনো খবর থাকে না। খাওয়া-দাওয়া, রোযা-তিলাওয়াত, পিতা-মাতার সেবা, পড়াশোনারও

কোনো খোঁজ-খবর থাকে না। বাহাদুর সেজে ইন্টারনেটের সামনে হাটু গেড়ে বসে গেছে। দুনিয়ার অশ্লীল ও নোংরা প্রোগ্রামগুলোতে ডুবে আছে।

এখন বাস্তবতা হলো, এ ধরণের লোকের জন্যে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম শেখা দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্ষতিকারক। দুনিয়াবী বিচারেও ক্ষতিকারক। মোটকথা, ইসলাম কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে ছবি দেখা, গান শোনা, নীল ছবি দেখা আর অপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। কেননা ছবি, গান ইত্যকার অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে ভীষণ ধিক্কার এসেছে। এজন্যে সকল মুসলমানকে ভারসাম্যের ভেতরে থেকে জীবন কাটাতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে দুনিয়াও প্রয়োজনমাফিক উপার্জন করতে হবে, আবার আখেরাতের পাথেয়ও সংগ্রহ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শেষ নিবেদন

প্রত্যেক মানুষকে সবসময় এ ধ্যান ও খেয়াল জাগ্রত রাখতে হবে যে, আমি আল্লাহর বান্দা। আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মতো আদায় করতে হবে।

আমার অন্তরকে শোকরিয়াপ্রবণ আর অল্পেতুষ্ট হতে হবে। আমার মুখ হতে হবে সবসময় আল্লাহর যিকিরে মুখরিত। পৃথিবীর কোনো ধন-সম্পদ আমাকে আমার আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত করতে পারবে না। সবসময় আল্লাহ তা'আলার ওপর নিজের ধ্যান নিবদ্ধ রাখতে হবে।

ہمہ شہر پر ز خون منم وخیال ماہے

چہ کنم چشم یک بین نکند بکس نگاہے

'দুনিয়ায় বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন জিনিস প্রিয়। কিন্তু আমার চোখ এক জায়গাতেই স্থির। প্রকৃত প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য কিছুর

জন্যে সেখানে স্থান নেই'।

یاد میں تیری سب کو بھلادوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے

تجھ پر سب گھر بار لٹادوں خانۂ دل آباد رہے

سب خوشیوں کو آگ لگادوں غم تیرے دل شاد رہے

اپنی نظر سے سب کو گرادوں تجھ سے فقط فریاد رہے

اک ہوک سی دل سے اٹھتی ہے اک درد سا دل میں ہوتا ہے

میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں، جب سارا عالم سوتا ہے

হযরত শেখ সা'দী রহ. জনৈক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

بسودائے جانان زجان مشتغل

بذکر حبیب از جہاں مشتغل

بیاد حق از خلق بگریختہ

چناں مست ساقی کہ مئی ریختہ

'আল্লাহর স্মরণে সে এতোটাই নিমগ্ন ও মত্ত হয়ে আছে যে, তার নিজের সম্পর্কেও কোনো হুশ নেই। আর যার নিজের সম্পর্কেই চেতনা নেই, সে দুনিয়ার অন্য কিছুর খবর রাখবে কীভাবে?

بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کوئی خبر نہیں ہے

مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل ہے جگر نہیں ہے

اے عشق مبارک تجھ کو ہو اب ہوش اڑائے جاتے ہیں

جو ہوش کے پردے میں تھے نہاں وہ سامنے آئے جاتے ہیں

جب اس طرح چوٹ پہ چوٹ پڑے ویرانی دل کیونکر نہ بڑھے

اٹھ اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں

হযরত জামী রহ. বলেন :

حقا کہ در جان فگار و چشم بیدارم توئی

ہر چہ پیدا می شود از دور پندارم توئی

'হে আমার প্রেমাস্পদ! আমার প্রাণের মাঝেও শুধু তুমিই গেঁথে আছো। আমার চোখজুড়ে কেবলই তুমি গেঁথে আছো এমনভাবে যে, যেদিকেই তাকাই, সেদিকে কেবল তোমারই ঔজ্জ্বল্য আলোক ছড়ায়। আমি তাকে মনে করি, তুমিই।

যখন আল্লাহপ্রেমিকদের ওপর আল্লাহর ধ্যাণের প্রাবল্য এই পরিমাণ হয়ে যায়, তখন তাদের এমন অনুভূতি হয়ে যায় যে, যদি সামান্য মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ তা'আলা থেকে ধ্যান সরে যায়, তখন তা তার কাছে মৃত্যু মনে হয়।

دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا

میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সেই মনোজাগতিক অনুভূতি সৃষ্টি করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহর স্মরণের এই স্বাদ যে একবার পেয়ে যায় তার সামনে দুনিয়ার অন্য সব স্বাদ বিস্বাদ ঠেকে। দুনিয়ার কোনো কিছুতেই সে স্বাদ পায় না। সে ওই একটি স্বাদেই মত্ত হয়ে যায়।

تری نگاہ کے مجروح اور بھی ہے کئی

کسی کے دل میں رہی اور کسی کے پار گئی

مگر مجھ سے ہی کی تو نے ترک بات نئی

درون سینۂ من زخم بے نشاں زدئی

بحیرتم کہ عجب تیر بے کمان زدئی

আমাদেরকে শুধু আল্লাহ তা'আলার সাথে এমনই এক বন্ধন রচনা করতে হবে। এই বন্ধন রচনা করার পদ্ধতি কী? যাদের আল্লাহর সাথে এমন বন্ধন রয়েছে, তাদের সাথে বন্ধন রচনা করতে পারলে আল্লাহর সাথেও বন্ধন রচিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।

অর্থাৎ জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তান, যাদের আমল তাদের ইলম মুতাবেক হয়ে গেছে, তাকওয়া আর খোদাভীরুতায় যাদের হৃদয়রাজ্য টইটুম্বর; তাদের সহচার্য গ্রহণ করো। তাদের আচার, আচরণ, লেনদেন আর সার্বক্ষণিক চালচিত্র দেখলে ও শোনলে সেই জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় সেই চালচিত্র তোমার ভেতরেও সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার সকাশে আমাদের মিনতি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার নেক বান্দাদের সহযাত্রী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আপনার যিকির ও ধ্যান আমাদের অন্তরে জাগিয়ে দিন। নিদেনপক্ষে আপনার এতোটুকু ভালবাসা দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করুন; যেনো আপনার ছোট থেকে ছোট অবাধ্যতা করার কল্পনা করতেও লজ্জা জাগে।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

বান্দা ইহসানুল্লাহ শায়েক

[আফাল্লাহু আনহু]

খাদিমুল ইফতা. জামিয়াতুর রশীদ আহসানাবাদ, করাচি, পাকিস্তান

১ লা মুহাররম ১৪২৯ হিজরি

تمت